CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 7 July 2022 ■ আগরতলা ৭ জুলাই ২০২২ ইং ■ ২২ আষাঢ় ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হচ্ছে খার্চি উৎসব। বুধবার চৌদ্দ দেবতার স্নান যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

গলা কাটার ব্যবসায় অবশেষে নজর পড়ল স্বাস্থ্য দপ্তরের

আগরতলা শহরে ৯টি বেআইনী প্যাথলজি ল্যাবে তালা দিল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। রাজধানী আগরতলা শহর সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বেআইনীভাবে প্রচুর সংখ্যায় প্যাথলজি ল্যাব ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে। ওইসব ল্যাবের বিরুদ্ধে পাহাড় প্রমাণ অভিযোগ উঠেছে। এসব অভিযোগের ভিত্তিতে গলা কাটার এই ব্যবসায় অবশেষে নজর পড়ল স্বাস্থ্য দপ্তরের। পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারীকের অফিস থেকে একটি টিম বুধবার রাজধানীতে অভিযান চালানো হয়। এদিন মোট ১২টি ল্যাবে হানা দেয়া হয়। এর মধ্যে ৯টি ল্যাবকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

রাজধানী আগরতলা শহরসহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে প্যাথলজি ল্যাব। স্বাস্থ্য দপ্তরের অনুমোদন ছাড়াই এ ধরনের বহু প্যাথলজি ল্যাব গড়ে ওঠার খবর মিলেছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছেও এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে। এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য দপ্তর এসব বেআইনি প্যাথলজি ল্যাবের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বুধবার পশ্চিম জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সংগীতা চক্রবর্তী নেতৃত্বে স্বাস্থ্য দপ্তরের এক প্রতিনিধি দল আগরতলা শহরের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেআইনি প্যাথলজি ল্যাবগুলির বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এ বিষয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

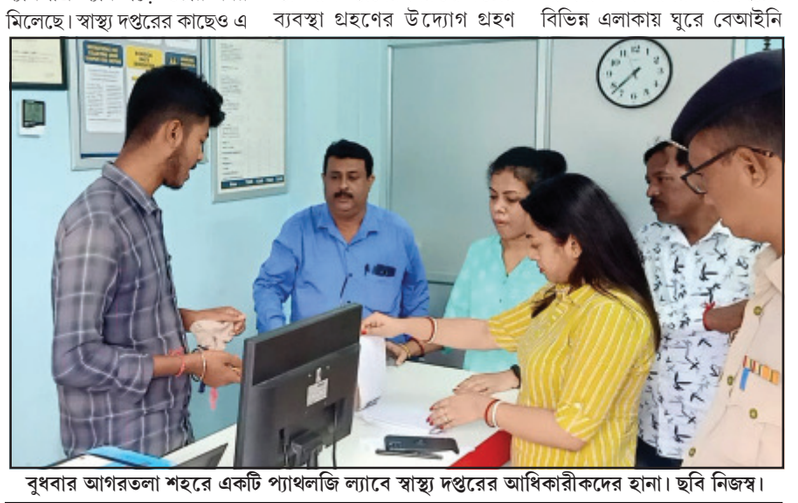

বুধবার আগরতলা শহরে একটি প্যাথলজি ল্যাবে স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারীকদের হানা। ছবি নিজস্ব।

দিনমজুরের ছেলে শীর্ষ স্থান দখল করল উচ্চ মাধ্যমিকপরীক্ষায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। এবছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৫০০ মধ্যে ৪৯৫ পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে লক্ষ্মীছড়ার রামকৃষ্ণ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র সাগর রায়। সেকেরকুট থেকে পনের কিলোমিটার দূরে কাঞ্চনমালা গ্রামে অবস্থিত সাগরের বাড়ি। বাবা পেশায় দিনমজুর, মা গৃহিনী। আর্থিক কারণে সাগর মাধ্যমিকে ভালো নম্বর পেয়েও বিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে পড়তে পারেনি। কলা বিভাগে পড়তে হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাধ্যমিকে কৃতি তালিকায় প্রথম রিদিপ্তা রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। এই বছর মাধ্যমিকে ৫০০ মধ্যে ৪৯৫ নম্বর পেয়ে সম্ভাব্য কৃতি তালিকায় প্রথম স্থান দখল করেছে ক্ষুদিরাম বসু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ছাত্রী রিদিপ্তা রায়। তার এই সাফল্যে অত্যন্ত খুশি মা রিংকি সাহা এবং বাবা দীপক রায়। মা গৃহিনী এবং বাবা ব্যবসায়ী। তাদের বাড়ি শহরের ধলেশ্বর তিন নম্বর রোডে।

উদয়পুরে বিজেপির কার্যকারিণী বৈঠকে তেইশের রণকৌশল নিয়ে আলোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৬ জুলাই।। জুলাই ০৬. ক্ষমতাসীন বিজেপির দুই দিনের রাজ্য কার্যকারিণী বৈঠক আজ মন্দিরনগরী উদয়পুরে শুরু হয়েছে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রণকৌশল চূড়ান্ত করা হবে এই বৈঠকে। দুই দিনব্যাপী এ বৈঠকে বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

প্রথমবারের মতো রাজধানী আগরতলার বাইরে রাজ্য কার্যকারিণী বৈঠকের আয়োজন করেছে বিজেপি। আজ বিকেলে উদয়পুরের গাকুলপুরে পঞ্চায়েত রাজ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে প্রদীপ জ্বালিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডঃ মানিক সাহা বৈঠকের উদ্বোধন করেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেব বর্মণ, বিজেপি রাজ্যের ইনচার্জ ও সাংসদ বিনোদ সোনকর। দুদিনের কার্যনির্বাহী বৈঠকে সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, রাজ্য মন্ত্রিসভার সমস্ত সদস্য, বিধায়ক, বিভিন্ন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি এবং রাজ্য কমিটির সমস্ত সদস্যরাও উপস্থিত আছেন।

এদিকে, এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে দলের মুখপাত্র বলেন করোনার কারণে রাজ্য ভিত্তিক কার্যকারিণী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়নি। সাংবাদিক সম্মেলনে দলের মুখপাত্র বলেন দলের সাংগঠনিক ভিতকে আরো মজবুতের পাশাপাশি ২০২৩- এর বিধানসভা নির্বাচনের রণকৌশল ঠিক করার পাশাপাশি উন্নয়ন মূলক কাজকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বেকারদের কর্মসংস্থানের দাবীতে ৭২ ঘন্টার গণঅবস্থান করবে যুব কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান সহ ৯দফা গুরুত্বপূর্ণ দাবিতে আগামী ১৮, ১৯, ২০ জুলাই তিন দিনব্যাপী আগরতলা কংগ্রেস ভবনের সামনে প্রদেশ যুব কংগ্রেসের তরফে গণ অবস্থান আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছে।

বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীদের সঙ্গে চরম প্রতারণা করে চলেছে বলে অভিযোগ করেছে প্রদেশ যুব কংগ্রেস। এসব বিষয় নিয়ে বুধবার কংগ্রেসভবনে আয়োজিত যুব কংগ্রেসের রাজ্য কমিটির বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বৈঠক শেষে কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সভাপতি রাখু দাস আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করেন। তিনি অভিযোগ করেন বর্তমান সরকারের আমলে বেকারদের সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

বামফ্রন্টের দীর্ঘ ২৫ বছরের অপশাসন থেকে রাজ্য ও রাজ্যবাসীকে উত্তরণের প্রত্যাশা নিয়ে বিজেপির প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাসে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উদয়পুরে প্রদেশ বিজেপির কার্যকারিণী বৈঠকে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্যরা।

পৃথক জায়গায় শিক্ষকের দাবীতে স্কুল পড়ুয়াদের আন্দোলন, টায়ার পুড়িয়ে বিক্ষোভ, রাস্তা অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। পঠন-পাঠনের দাবি রাস্তায় নেমেছে পড়ুয়ারা। বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষক নেই। তাই আন্দোলনের সামিল হয়েছেন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। বিষয় শিক্ষক এবং প্রধান শিক্ষকের দাবিতে বুধবার কৈলাশহরের টিলাবাজার দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভে সামিল হয়েছে।

তাদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক এবং বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষক নেই। তাই অবিলম্বে বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। এদিন ছাত্রছাত্রীরা রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকেন। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন কৈলাসহর ইরানি থানার ওসি জাহাঙ্গীর হোসেন। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের বোঝানোর চেষ্টা করলেও তারা বিক্ষোভ অব্যাহত রাখে।

এদিকে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা আগুন নেভাতে আসলে ছাত্রছাত্রীরা তাদেরকেও বাধা দেয়। পরবর্তী সময়ে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান জেলা শিক্ষা দপ্তরের ইনচার্জ কার্তিক দেববর্মা এবং অপর আধিকারিক আব্দুল গনি। তারা ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং অতিসত্বর বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের আশ্বাস দেন। শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকদের আশ্বাসে দীর্ঘ সময় ধরে অবরোধ চলার পর অবরোধ মুক্ত হয় রাস্তা।

একদিকে টেট উত্তীর্ণরা নিয়োগের জন্য দাবি জানাচ্ছেন। অন্যদিকে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করছে। কিন্তু শিক্ষা দপ্তর নীরব ভূমিকা পালন করে চলেছে। তাতেই রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার করুন দৃশ্য উঠে এসেছে।

সাব্রুমের শ্রীনগর সীমান্তবর্তী এলাকার সমরেন্দ্র উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ১২ দফা দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে বুধবার বিদ্যালয়ের সামনে শ্রীনগর-বিলোনিয়ার সড়ক অবরোধে বসেন। তাদের অভিযোগ, বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষক নেই। গত ২ বছর ধরে নেই ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষক। এই সমরেন্দ্র উচ্চতর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুঙ্গিয়াকামীতে বজ্রাঘাতে এক ব্যক্তির মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৬ জুলাই।। বজ্রাঘাতে মৃত্যু এক ব্যক্তির। মৃত ব্যাক্তির নাম কুমার জয় রিয়াং(৩৫)। ঘটনা তেলিয়ামুড়া মহকুমার বিলাইহাম রিয়াং পাড়া এলাকায়। গাড়ির অভাবে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল কুমার জয় রিয়াং।

সংবাদে জানা যায়, তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামি আর ডি ব্লকের অধীন তুইকর্মা এডিসি ভিলেজ এর বিলাইহাম রিয়াং চৌধুরী পাড়া। এই এলাকায় বাসিন্দা তথা কুমার জয় রিয়াং মঙ্গলবার রাত আনুমানিক দশটা নাগাদ প্রাকৃতিক কাজ করার জন্য ঘর থেকে বের হয়। এদিকে প্রচন্ড ঝড় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে করোনার সংক্রমণে আরও বৃদ্ধি, নতুন করে আক্রান্ত ৭ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। ত্রিপুরায় করোনার দৈনিক সংক্রমণ সামান্য কমলেও, প্রকোপ বেড়েই চলেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় একলাফে ৭ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। বর্তমানে সক্রিয় রোগী বেড়ে হয়েছে ৩০। কারণ, গত ২৪ ঘণ্টায় ২ জন সুস্থ হয়েছেন। আবারও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় সংক্রমণের প্রকোপ বেশি বলেই প্রমাণ মিলছে।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআরে ১৬ এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৪৮৫ জনকে নিয়ে মোট ৫০১ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআরে ১ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনে ৬ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। ফলে, দৈনিক সংক্রমণের হার বর্তমানে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১.৪০ শতাংশ। গত ২৪ ঘণ্টায় ২ জন সুস্থ হয়েছেন।

তাতে, বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৩০ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ১০০৯৩১ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৯৯৯১৩ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের হার হয়েছে ৪.০৫ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে যান দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত তেরজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ চড়িলাম, ৬ জুলাই।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা থানা এলাকার বড়গোলে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় নয় জন যাত্রী আহত হয়েছেন। আহতরা হলো গৌরী দাস(৪৫),মালতি দাস (৫৫),রেখা দাস(৬০), পিংকি শুক্লবৈধ্য(৩), অঞ্জনা শুক্লবৈধ্য (২৪),পূজা শুক্লবৈধ্য(৩)বুল্টি দাস(১৩), শৈলেন্দ্র দাস(৬৫) এবং প্রভাতী দাস। বর্তমানে আহতরা ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

জানা গেছে, বুধবার টমটম চালক রঞ্জিত কুমার দাস পানিসাগর থেকে নয়জন যাত্রী নিয়ে কালাছড়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। পথ ভুলে চলে আসেন কদমতলা। তারপর কদমতলা থেকে কালাছড়া যাবার পথে কদমতলা ধর্মনগর সড়কের বড়গোল এলাকায় যাবার পর টমটমটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। তখন বিপরীত দিক থেকে আসা একটি মোটরসাইকেল টমটমের সামনাসামনি হলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুই মেয়েকে সাথে নিয়ে স্বপ্ন পূরণ, পঞ্চাশোর্ধ শীলা রাণী দাস মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। স্বপ্ন পূরণে অদম্য ইচ্ছা শক্তিই হাজারো বাধা পেরিয়ে এগিয়ে নিয়ে যায়। আজ সেটাই করে দেখালেন পঞ্চাশোর্ধ শিলা রাণী দাস। দুই মেয়েকে সাথে নিয়ে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হয়েছেন তিনি। তাঁর দুই মেয়ে আজ উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হয়েছেন। তিনি জানান, কিশোরী অবস্থায় একাধিকবার পরীক্ষায় বসার চেষ্টা করেছি। অন্তিমবার স্বামীর মৃত্যু সমস্ত চেষ্টা বিফল করেছে। তবুও, জেদ ছাড়িনি। তাই, আজ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে স্বপ্ন পূরণ সম্ভব হয়েছে।

আজ ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। বড়দোয়ালি মিলন সংঘ এলাকার বাসিন্দা শিলা রাণী দাস(৫৩) এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। তিনি পুর নিগমে কর্মরত রয়েছেন। তিনি জানান, কিশোরী অবস্থায় একাধিকবার চেষ্টা করেও পরীক্ষায় বসা সম্ভব হয়নি। ১৯৯৪ সালে পরীক্ষায় বসার আবেদনপত্র জমা দিয়েও পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়নি। এরপর আরও দুইবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এবারে মাধ্যমিকে পাশের হার ৮৬.১৮ শতাংশ, উচ্চমাধ্যমিকে সংখ্যাটা ৯৪.৪৬

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষিত হয়েছে। তাতে, মাধ্যমিকে ৩৭৭৪৮ জন এবং উচ্চমাধ্যমিকে ২৭৫৪৪ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। শতাংশের হারে মাধ্যমিকে ৮৬.১৮ শতাংশ এবং উচ্চ মাধ্যমিকে ৯৪.৪৬ শতাংশ ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছেন। জেলাস্তরে ফলাফলে মাধ্যমিকে পশ্চিম ত্রিপুরা এবং উচ্চ মাধ্যমিকে দক্ষিণ ত্রিপুরা পাশের হারে শীর্ষে রয়েছে।

আজ সাংবাদিক সম্মেলনে পর্ষদ সভাপতি ড় ভবতোষ সাহা বলেন, এবছর মাধ্যমিকে ৪৩,২৯৪ জন পরীক্ষা দিয়েছে। তাঁদের মধ্যে ২০৭৮৭ জন ছাত্র এবং ২২৫০৭ জন ছাত্রী রয়েছে। সারা ত্রিপুরায় ১০৭১টি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে।

তিনি জানান, আটটি জেলায় পাশের হারে মাধ্যমিকে পশ্চিম জেলা শীর্ষে রয়েছে। ৯২.৭৫ শতাংশ ছাত্রছাত্রী ওই জেলায় মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ হয়েছে। অন্যদিকে, ধলাই জেলায় সবচেয়ে কম ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছে। ওই জেলায় ৮১.৮৭ শতাংশ ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, মাধ্যমিকে ১০৭১টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৯৭টি বিদ্যালয়ে ১০০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছে।

তিনি আরও জানান, উচ্চ মাধ্যমিকে ২৮৯৩১ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছে। তাদের মধ্যে ১৪০৬৮ জন ছাত্র এবং ১৪৮৬৩ জন ছাত্রী রয়েছে। সারা ত্রিপুরায় ৪০৭টি বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা দিয়েছে।

তিনি বলেন, জেলাস্তরে ফলাফলে দক্ষিণ জেলা উচ্চমাধ্যমিকে শীর্ষে রয়েছে। ৯৭.১৩ শতাংশ ছাত্রছাত্রী ওই জেলায় উত্তীর্ণ হয়েছে। অন্যদিকে, পশ্চিম ত্রিপুরায় সবচেয়ে কম ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছে। ওই জেলায় ৯৪.৯২ শতাংশ ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, উচ্চ মাধ্যমিকে ৮৫টি বিদ্যালয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে ফলাফল ঘোষণা করেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সভাপতি। ছবি নিজস্ব।

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা২৭৭ ▫ ৭ জুলাই ২০২২ ইং ▫ ২২ আষাঢ় ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

সুনাগরিকরাই সুস্থ সমাজের মূল কারিগড়

সমাজ ব্যবস্থা দিন দিন অধঃপতনের দিকে ধাবিত হইতেছে। আত্মকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থা গড়িয়া উঠেতেছে। পরোপকারী মানসিকতা হারাইয়া যাইতেছে। স্বার্থপরতাই বড় হইয়া উঠিতেছে। তথাকথিত রাজনীতির যূপকাস্টে সুস্থ সমাজ হারাইয়া যাইতেছে। ইহা হইতে পরিত্রাণের পথ খুঁজিতে হইবে। সুস্থ সমাজ গঠন করিতে হইলে সুনাগরিক গড়িয়া তুলিতে হইবে। কেননা একমাত্র সুনাগরিকরাই সুস্থ সবল সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে। এই মানসিকতায় যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। অন্যথায় আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম স্বার্থান্ধতায় নিমজ্জিত হইবে ইহা কোনভাবেই কাম্য হইতে পারে না। সচেতন নাগরিকদের এইসব বিষয়গুলি চিন্তাভাবনা করিয়া সমাজ গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে ।মনে রাখিতে হইবে। দায়িত্ব ও কর্তব্য শব্দটি প্রকৃতপক্ষে একে অপরের পরিপূরক। দায়িত্ববোধ ও কর্তব্য পরায়ণ মানুষের যারাই সুস্থ সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া ওঠে। যাহারা দায়িত্ববান তাহারা নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করিয়া থাকেন। কিন্তু বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় একাংশের মানুষ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন নয় কিংবা দায়িত্বহীন ।এই ধরনের মানসিকতার ফলে সমাজে নানা বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টির হইতেছে। বিষয়টির অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন করিতে না পারিলে সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা সম্ভব হইবে না ।যে কোনও সামাজিক অথবা রাজনৈতিক বড়সড় ইস্যু হাজির হইলে সম্মিলিতভাবে আমাদের উচ্চকিত প্রতিবাদের ধরন দেখিলে মনে হয়, আমরা সকলেই বুঝি একটি আদর্শ সমাজ, আদর্শ সরকার, আদর্শ পরিবেশ চাই। ফেসবুকে আলোচনা দেখিয়া মনে হয় চারদিকে কত সৎ, আদর্শবান, নীতিনিষ্ঠ, ডিসিপ্লিনড মানুষ আছেন। তাহা হইলে চারপাশে এত নীতিহীনতার ছড়াছড়ি কেন? উন্নত সমাজ গড়িয়া উঠুক এজন্য আমাদের উদ্বেগের অন্ত নাই। কিন্তু সেজন্য আমরা নিজেরা কতটা উদ্যোগী? কী কী করিয়াছি অথবা করছি সামাজিক কোনও ইতিবাচক উৎকর্ষ নির্মাণে? নাকি শুধুই নানারকম ঘটনার নিরাপদ প্রতিবাদ করিয়া দায়িত্ব শেষ? আমরা নিজেরা নিজেদের ডিউটিগুলো ঠিকভাবে পালন করিতেছি তো? চেনাজানা লোকগুলো কি আমাদের আদৌ সিরিয়াসলি নিতেছে? নাকি আমরা নিজেরাই নিজেদের প্রতি মুগ্ধতায় আচ্ছন্ন?

যে ডাক্তাররা রোগীকে নানারকম টেস্ট করিতে দিয়ে ডায়াগনস্টিক ক্লিনিক থেকে নিয়ম করিয়া কমিশন নিয়া থাকেন, তাঁহারাও নাকি দুর্নীতি আর অনিয়মের বিরুদ্ধে সরব। যে শিক্ষক স্কুলের ক্লাসের থেকে বেশি মনোযোগী হইয়া নিখুঁতভাবে পড়ান ব্যক্তিগত টিউশনে, তিনিও নাকি সমাজের অন্যায়ের প্রতিবাদে সরব। যে সরকারি কর্মচারী পরিষেবা দেওয়ার জন্য পাবলিকের থেকে বিনিময়ে কিছু পাইয়া থাকেন, তিনি অত্যন্ত কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন জনপ্রতিনিধিদের আচরণে। ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার জন্যই যাঁহারা ট্যাক্স কনসালট্যান্টকে অতিরিক্ত কিছু টাকা দিয়া থাকেন, তাঁহারাই আবার কেন্দ্র অথবা রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা নিয়ে নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন ব্যক্তিগত আলাপচারিতায়। যে ঠিকাদার বিকেলে বন্ধুদের আড্ডায় রাজনীতিকে চরম আক্রমণ করেন, তিনিই সকালে টেন্ডার পাওয়ার জন্য কোনও নেতা অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অফিসারকে ঘুষ দিয়া আসেন। অথচ অসংখ্য সৎ ডাক্তার, সৎ শিক্ষক, সৎ সরকারি কর্মচারী, সৎ প্রফেশনাল, সৎ ব্যবসায়ী, সৎ ইঞ্জিনিয়ার আছেন। কিন্তু যাঁহাদের জন্য এসব পেশা অথবা আইডেন্টিটির বদনাম হয়, তাঁদের বিরুদ্ধে খুব কম মানুষই মুখ খোলেন। আমার পাড়ায় কিংবা কর্মস্থলে অথবা সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে যদি অনিয়ম, অন্যায়, দুর্নীতি দেখিতে পাই, আমরা সচরাচর নিঃশব্দে সেগুলি থেকে নিজেকে সরাইয়া রাখি। আমাদের চারপাশে ঘটে চলা ছোট ছোট অন্যায়, দুর্নীতির কতবার অফিসিয়ালি প্রতিকারের পথে যাই? প্রতিবাদ মানে ফিজিক্যাল এবং আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ। ফেসবুকে নয়। যাই না কেন? কারণ, আইডেন্টিফাই হয়ে যেতে আমাদের ভয় লাগে। যদি প্রভাবশালীরা আমাদের উপর অত্যাচার করে তখন কে দেখিবে? এটা একটি কারণ। দ্বিতীয় কারণও কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। সেটি হইল ঝামেলায় না ঢোকা। এড়াইয়া যাওয়া। আমার কী দরকার ওসবের মধ্যে প্রবেশ করিয়া চিহ্নিত হইয়া যাওয়া? এটা সামাজিক দায় এড়িয়ে যাওয়া নয়? যাতায়াতের পথে আমরা পাবলিক প্লেসে দল বাধিয়া আড্ডাধারীদের অশালীন ভাষা হজম করি নিজেকে বাঁচাইয়া। অটো, বাস, টোটো ইত্যাদি পাবলিক ট্রান্সপোর্টের কর্মীদের দুর্বিনীত ব্যবহার মানিয়া নেই। সম্মিলিতভাবে প্রতিবাদ করি না। কারণ, তাহাদের পিছনে রাজনৈতিক দল আছে। কিন্তু পাবলিকও যদি সম্মিলিতভাবেই প্রতিবাদ করে, তাহলে রাজনীতিও ভয় পাইবে। আমরা সেই উদ্যোগগুলি নিই না। আর তাই আমাদের চারপাশেই কিন্তু বড় অপরাধের বীজগুলি বাড়িতে থাকে। একক প্রতিবাদের যুগ শেষ। কিন্তু সম্মিলিত প্রতিবাদের উদ্যোগেও কেন ভাটা পড়িছে?

আমরা বাচিয়া নিয়াছি সহজ পথ। সোশ্যাল মিডিয়া। সেখানে মিডিয়া, সরকার, রাজনীতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করা যায়। অনেকে একসঙ্গে প্রতিবাদ করা হইলে আর পৃথকভাবে চিহ্নিত হওয়ার ভয় নাই। ফেসবুকের প্রতিবাদের গুরুত্ব নাই? অবশ্যই আছে। কিন্তু সেই প্রতিবাদগুলি স্বল্পমেয়াদি। কোনও একটি ঘটনার প্রতিবাদের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আলোচনায় চলে আসে অন্য কোনও ইস্যু। কথা বলতে ভালোবাসা আজকের সমাজ একটি ইস্যুতেই দীর্ঘদিন থেকে যাওয়ার ক্ষমতা হারিয়েছে।

সরকার দায়িত্ব পালন করিতেছে না। মিডিয়া কর্তব্য পালনে ব্যর্থ। প্রশাসন অযোগ্য। এই অভিযোগগুলি তো সারা বছর ধরিয়াই করা হয়। কিন্তু সুনাগরিক হিসেবে আমাদের দায়িত্বটা ঠিক কী? আমরা নিজেরা কতটা সামাজিক কর্তব্যপালনে সৎ ও নিয়মনিষ্ঠ? সুযোগ পেলে কাজে ফাঁকি দিই? ঘুষ দিয়া কাজ আদায় করি? কোনওরকম অন্যায় সুযোগ সুবিধা নিইনি কখনও? স্বজনপোষণ করি? প্রকৃতপক্ষে সুনাগরিক রায় দেশকে সঠিক পথে পরিচালিত করিতে পারেন। সেই কারণেই ছোটবেলা থেকে প্রত্যেকটি ছেলেমেয়েকে সুনাগরিক হিসাবে করিয়া তুলিবার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাশাপাশি অভিভাবকদের যথাযথ দায়িত্ব পালন করা উচিত। এই দায়িত্বটুকু সঠিকভাবে পালন করিতে পারিলে ভবিষ্যৎ সমাজ ব্যবস্থা বিশৃঙ্খলা ভক্ত থাকিবে। সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা করিয়া উঠিবে। সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে পারিনি হানাহানি কাটাকাটি মারামারি অভিজ্ঞতা সমাজ হইতে দূর হইবে।

অসমের ফের করোনার থাবা, একদিনে সংক্রমিত ২১০ জন, সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৮১০

গুয়াহাটি, ৬ জুলাই (হি.স.) : অসমে ফের থাবা বসিয়েছে করোনা। মঙ্গলবার একদিনে নতুন করে ২১০ জনকে করোনায় সংক্রমিত বলে শনাক্ত করা হয়েছে। তাঁদের নিয়ে রাজ্যে নতুন সংক্রমিতের সক্রিয় সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৮১০। অসম সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের বুলেটিনে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার মোট ২,০৭০ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল। এঁদের মধ্যে সর্বাধিক কামরূপ মেট্রো জেলায় ৯৮ জনকে করোনায় সংক্রমিত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাছাড়া কামরূপ গ্রামীণ জেলায় ২৬ জন, ডিব্রুগড় জেলায় ১৯ জন এবং দরঙের ১৪ জন সহ অন্য জেলার সংক্রমিতদের নিয়ে মোট ২১০ জনকে কোভিডে আক্রান্ত বলে শনাক্ত করা হয়েছে। বুলেটিনে জানানো হয়েছে, গতকাল রাত পর্যন্ত ১১০ জনকে বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হলেও সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৮১০। তবে কারোর মৃত্যু হয়নি, জানানো হয়েছে বুলেটিনে। এদিকে দীর্ঘ বিরতির পর রাজ্যে বর্ধিত করোনা সংক্রমণের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইতিমধ্যে কোভিড হাসপাতালগুলিকে পুনরায় সাজিত তোলা হচ্ছে। এছাড়া রাজ্যবাসীকে কোভিড বিধি মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছে সরকার।

শতবর্ষে গৌড়ানন্দ

শোভনলাল চক্রবর্তী

অভিজ্ঞতার অফুরান ভাণ্ডারি ছিলেন গৌরকিশোর ঘোষ। জন্ম যশোরে ১৯২৩ সালে। ম্যাট্রিক পাশ করেন নব্দীপের স্কুল থেকে। ইন র পরে প্রথাগত শিক্ষা আর এগোয়নি। ১৯৫৩ সালে সাংবাদিকতায় আসার আগে অন্তত বারো বছর জীবনের নানা ঘাটে জল খেয়েছেন। আক্ষরিক অর্থেই একসময় জাহাজে খালাসির কাজ করেছেন তিনি। তা ছাড়া কখনও ইলেকট্রিক দলের ম্যানেজার, কখনও বা মাস্টারি- কত কী! শেষ পর্যন্ত সীমান্তে শুল্ক আদায় অফিসে কেরানির চাকরি থেকে সাংবাদিকতায়। শুরু "সত্যযুগ" কাগজে। সেখান থেকে সোজা আনন্দবাজারে। গৌরকিশোর ছিলেন প্রধানত রিপোর্টার। দেখার চোখ ছিল অন্তর্ভেদী। একই জায়গায় দশজন যা দেখবেন, গৌরকিশোর দেখবেন অন্যরকম। আর সেই দেখাটাই তাঁর লেখাকে দিয়েছে. বাড়তি সমীহ। একটা সময়ে গৌড়ানন্দ কবি ভনে। জুনিয়র সাংবাদিকদের বলতেন, জ্যাক অফ অল ট্রেডস, মাস্টার অফ ওয়ান হতে। একবার কোনও ত্রাণ কর্মসূচিতে একটি জেলায় নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে দরিদ্র ক্ষেতমজুরদের আর্থিক সাহায্য করা হল। মন্ত্রী আমলাদের হাসিমুখের ছবি উঠল। সবাই উচ্ছ্বসিত। গৌরকিশোর ঘোষ লিখলেন, দুইল্যা দেখা গেল, জনৈক দুইল্যা শেখ সরকারি সাহায্য নেবেন বলে একদিন আগে দুর গ্রাম থেকে বাসে চেপে জেলা শহরে এসেছেন। রাতে হোটেলে থেকেছেন। দু'বেলা ভাত এবং চা-জলখাবার খেয়েছেন। পরদিন দুপুরে সরকারি সাহায্যের টাকা নিয়েছেন এবং সেই রাতও বাধ্য হয়ে হোটেলে থেকে-খেয়ে তৃতীয় দিন বাসে চেপে ফিরে গিয়েছেন। তাতে তাঁর যা খরচ হয়েছে, সরকারি সাহায্যে সেই খরচ পোষায়নি। রিপোর্ট বেরনোর পর সরকারের মুখ চুন। বিনোবা ভাবের একটি নীরস বক্তৃতার রিপোর্টে গৌরকিশোরের লেখার প্রথম লাইন ছিল, বললেন। মানুষ শুধু লেখার হুল নয়, নিছক মজায় বস-দের জ্বালাতন করাতেও গৌরকিশোরের জুড়ি মেলা ভার। চিফ রিপোর্টার তো দুরস্থান, খোদ সম্পাদককেও সেই জ্বালা সইতে হয়েছে। তবে সবই বিশুদ্ধ রসিকতা। আর বড়রা সেটা বুঝতেন, উপভোগও করতেন। কেমন ছিল সেইসব মজা? গৌরকিশোর নিজেই লিখে রেখে গেছেন তেমন এক ফোন-কাহিনি। একবার নাইট ডিউটিতে তাঁর কাছে খবর এল, আনন্দবাজার প্রতিষ্ঠানের তখনকার ইংরেজি দৈনিক হিনদুস্থান স্ট্যান্ডার্ড এ প্রকাশিত কোনও লেখার জন্য সম্পাদক সুধাংশু বসুর বিরুদ্ধে অন্য কোনও রাজ্যের আদালত গেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে। গৌরকিশোর তখন জুনিয়র রিপোর্টার। দুষ্টুমি বুদ্ধিতেও ঠাসা। মাঝরাতে সরাসরি ফোন করলেন আনন্দবাজারের তৎকালীন সম্পাদক চপলাকান্ত ভট্টাচার্যকে। শীতের রাতে বাড়ির দোতলা থেকে একতলায় নেমে ফোন ধরলেন চপলাবাবু। গৌরকিশোর জানতে চাইলেন, খবরটি কি লেখা হবে? সম্পাদক পরামর্শ দিলেন, সুধাংশুবাবুকে ফোন করে জেনে নাও।

ওঁরা যা করবেন, সেটাই করো। নির্দেশ পালন করলেন রিপোর্টার এবং জেনে গেলেন, খবরটি লিখতে হবে না। কিন্তু তাতে তো মজা সম্পূর্ণ হয় না। অতএব কিছুক্ষণ পর আবার চপলাবাবুর বাড়িতে ফোন বাজল। আবার লেপ থেকে উঠে নীচে নেমে এসে ফোন ধরলেন তিনি, কী হল? গৌরকিশোরগঞ্জ অমায়িক ভঙ্গিতে বললেন, সুধাংশুবাবু খবরটা লিখতে বারণ করছেন।' সম্পাদক এবার ঈষৎ বিরক্ত, আমি তো আগেই বলেছি, উনি যা বলবেন করো। এটা বলার জন্য ফোন করার কী দরকার? কিন্তু তাতেও কি মিটল? না। সম্পাদকের বাড়িতে ফের ফোন ফেলেছেন গৌর তাঁর সঙ্গে রসিকতা করে থেকে নীচে নামাচ্ছেন। এবার ফোন ধরেইতিনি হেসে ফেললেন। বললেন, গৌর, আর দুষ্টুমি কোরো না। অনেক রাত হয়েছে। এ বার বাড়ি যাও। চিফ রিপোর্টার শিবদাস ভট্টাচার্য নাকি জন করতে দুর্গম নন্দাঘুণ্টি শৃঙ্গ অভিযান রিপোর্ট করতে পাঠিয়েছিলেন। ভাগ্যিস তাই বাংলা সংবাদপত্রে একটিপর্বত অভিযানের ওইরকম রিপোর্ট স্মরণীয় হয়ে আছে। ১৯৬০। আনন্দবাজার পত্রিকার শিশু। ছেট মেয়ে সোহিনী সদ্য জন্মেছে স্ত্রী এবং মায়ের উপর সংসারের ভার ছেড়ে দিয়ে গৌরকিশোর পাহাড়ের পথ ধরলেন। সঙ্গী চিত্র সাংবাদিক বীরেন সিংহ। পাহাড়ে যাওয়ার কোনও অভিজ্ঞতা গৌরকিশোরের ছিল না। ভয়ে ভয়ে যাত্রা শুরু। শেষ সাফল্যের চূড়ায়। গৌরকিশোরের কন্যা সাহানার স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়, ওই অভিযানের সময় যোশীমঠে রামকৃষ্ণ সারদা মঠের সঙাসিনী পরবজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণার (লক্ষ্মীদি) সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল গৌরকিশোরের। সাধারণভাবে দেব-দ্বিজে ভক্তি প্রদর্শন তাঁর ধাতে ছিল না। এ সব ক্ষেত্রে একেবারেই মুক্তমন ছিলেন গৌরকিশোর। কিন্তু লকমীদির সঙ্গে ওই দেখা হওয়ার একটা ছোট্ট উপসংহার আছে। জরুরি অবস্থার সময় তিনি যখন প্রেসিডেন্সি জেলে, তখন একদিন ভোরবেলায় সেলের সামনে হাঁটতে বেরিয়ে গৌরকিশোরের হঠাৎ মনে হুল, তিনি যেন সামনে লক্ষ্মীদিকে দেখছেন, ঠিক যেমনটি দেখেছিলেন যোশীমঠে। উজ্বল, হাসিমুখ। সেই ঘটনার অল্প পরেই জেল থেকে ছাড়া পান গৌরকিশোর। ১৯৭৫ সালে পুজোর ঠিক আগে গৌরকিশোর ঘোষকে গ্রেফতার করা হয়। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় তখন মুখ্যমন্ত্রী। কলকাতা' পত্রিকায় কিশোর ছেলেকে লেখা, বাবা গৌরকিশোরের একটি চিঠি বেরিয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে জরুরি অবস্থার অন্ধকারের কথা। প্রতিবাদ করা হয়েছে বাক্স্বাধীনতা, মত প্রকাশের অধিকার কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে। ততদিনে জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে গৌরকিশোরের প্রতিবাদী অবস্থান সকলের জানা হয়ে গিয়েছে। গণতন্তর মৃত্যু" হয়েছে বলে মাথা কামিয়ে অশৌচ পালন করেছেন তিনি। তখন থাকতেন বি টি রোডে, চুনিবাবুর বাজার সংলগ্ন আবাসনে। সেই ঠিকানায় সিদ্ধার্থশঙ্কর, বরকত গনি খান, প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি, সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের মতো বহু নেতার যাতায়াত ছিল। সেখানেই একদিন বেশি রাতে ফ্ল্যাটির দরজায় কলিং বেল বাজিয়ে হানা দিল পুলিশ। ততশরে গোটা তল্লাট ঘিরে ফেলেছে পুলিশের বিশাল বাহিনী। প্রথমে বাড়ি সার্চ করা গৌর হল। তার পর গৌরকিশোরকে পাইকপাড়া থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হল পার্ক স্ট্রিট থানায়। সেই থানার ওসি কিন্তু গৌরকিশোরকে করল লকআপে রাখেননি। জিজ্ঞাসাবাদের নাম করে সরিয়ে নিয়ে সসম্মানে নিজের রেস্টরুমে শোওয়ার বান্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। জেলে প্রথমে সাধারণ কয়েদির মতো রাখা হয়েছিল আগে তাঁকে। পরে মামলা করে তিনি রাজবন্দির মর্যাদা আদায় করেন। গৌরকিশোরকে একসময় সিআইএ-র এজেন্ট বলেও রটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমারিকান কয়েকজন বাদ্যযন্ত্রী একবার তাঁর বাড়িতে কনসার্ট করার পর সেই প্রচার আরও জোরদার হয়। বিষয়টি এতদূর গড়ায় যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের তিনজন ছাত্র-প্রতিনিধি তাঁর চুনিবাবুর বাজারের ফ্ল্যাটে সরেজমিন তদন্তে গিয়েছিলেন। তাঁরা শুনেছিলেন, অতি বিলাসবহুল জীবনযাপন তাঁর। দামি আসবাব, আগাগোড়া কার্পেটে মোড়া সৃষ্টি বাতানুকুল ফ্ল্যাট। গিয়ে দেখেন ছোট্ট ঘরে পর্বি তক্তাপোষের জীবনযাপন। বাস্তবে বাড়ি-গাড়ি- উদ্ভট সংসার বিষয়ে গৌরকিশোর ছিলেন চরম মজার উদাসীন। জীবনের প্রায় শেষ বেলায় "রূপ উল্টোডাঙার বিধান নিবাসে নিজস্ব ফ্ল্যাট করে হয়েছিল। তার আগে ঠিকানা বদল করেছেন আরৎ বারবার। চুনিবাবুর বাজারের আগে থাকতেন ব্রজদা বরাহনগরে। সেই বাড়ির নীচের তলায় ছিল যথেষ্ট একটি ব্যাঙ্ক। রসিকতা করে বলতেন, "আমার রেক, কি টাকার অভাব? আমি তো ব্যাঙ্কের ভল্টের স্মৃতি উপরেই শুয়ে থাকি! বরাহনগরে থাকাকালীন ঘরে তাঁকে। ১৯৭০। নকশাল আন্দোলন তখন তুঙ্গে। কাছে আদর্শের দোহাই দিয়ে খুনের রাজনীতি পেয়ে গৌরকিশোর মানতে পারেননি। তাঁর লেখায় শচীন তীক্ষ্ণ আক্রমণ ছিল ওই হঠকারিতার বিরুদ্ধে। গৌর নকশালরা ঢোক দিল, "গৌরকিশোর ঘোষের মুন্ডু সাউৎ চাই।" শুভানুধ্যায়ীরা অনেকেই পরামর্শ সপরি দিয়েছিলেন বরাহনগরের মতো "উপদ্রুত" এলাকা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে।

গৌরকিশোর রাজি হননি। লেখাও থামাননি। বরং রাতবিরেতে কাজকর্ম সেরে একাই হেটে ঢুকতেন পাড়ার রাস্তায়। এই মানুষটিই আবার নকশালদের বিরুদ্ধে পুলিশের নির্বিচার দমন নীতির প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিলেন। "রূপদর্শী"র কলমে বারবার লিখেছিলেন, পুলিশ যেভাবে নকশাল-নিধন চালাচ্ছে তা অমানবিক। ১৯৯২. সালে অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর উত্তেজনার আঁচ পৌঁছেছিল কলকাতার কিছু কিছু এলাকায়। গৌরকিশোর বিভিন্ন সংবেদনশীল পাড়ায় ঘুরে বাসিন্দাদের অবস্থা দেখে তা লিখতেন। লোকদের বোঝাতেন সমীতি রক্ষার গুরুত্ব। রাজনৈতিক বিশ্বাসে গৌরকিশোর ছিলেন র্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট। মানবতাবাদী, সংস্কাররহিত, উদারপন্থী। ধর্ম সম্প্রদায়, আচার, নিয়ম কোনও কিছু নিয়ে তাঁর কোনওরকম গোঁড়ামি ছিল না। প্রচলিত রীতি-নিয়মকে কিছুটা অবজ্ঞাই করেছেন নিজের জীবনেও। যেমন, বিয়ে। বাড়ির অমতে বিয়ে করলেন। কলেজ স্ট্রিটে রেজিস্ট্রি সেরে বন্ধু অরুণ সরকারের বাড়িতে ফুলশয্যা হল। পরে একদিন আত্মীয়- বন্ধুদের নিয়ে অনুষ্ঠান। তাতে প্রবেশ মূল্য পাঁচ টাকা! টিকিট না কেটে ঢোকা যাবে না। গৌরকিশোরের বাবাকেও টিকিট কাটতে হয়েছিল। আমন্ত্রিত রাজশেখরত্ত বসু গৌরকিশোরকে চিঠি লিখে বলেছিলেন, "তোমার বিয়ে নিয়ে আগ্রহ নেই। আমার আগ্রহ সেই মেয়েটিকে নিয়ে, যে তোমাকে পছন্দ করল।" সাংবাদিক গৌরকিশোর ত্তঘোষ সাহিত্যেও কৃতী। সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের স্বীকৃতিতে বিভিন্ন পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। ১৯৮১-তে ম্যাগসাইসাই পুরস্কার পাওয়ার বহু আগে ১৯৭০ সালে সাহিত্যক্ষেত্রে কৃতিত্বের জন্য আনন্দ পুরস্কারে সম্মানিত হন গৌরবাবু। ঠিক তার আগের বছর, ১৯৬৯ সালে, প্রকাশিত হয় উপন্যাস সাগিনা মাহাতো। চা বাগানের শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার আন্দোলন। তাঁদের নেতা সাগিনা। যা পরে চলচ্চিত্রে আরও পরিচিতি পায়। কেন্দ্রীয় চরিত্রে দিলীপকুমার। তাঁর অন্যান্য বইয়ের মধ্যে আছে "পশ্চিমবঙ্গ এক প্রমোদ তরণী, হা হা" "প্রেম নেই" "জল পড়ে পাতা নড়ে" প্রভৃতি। এ ছাড়াও ব্রজদার গুল্পসমগ্র' রসিক গৌর রর এক অনবদ্য সৃষ্টি। ব্রজনাথ রায় ছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকার ক্রীড়া সাংবাদিক। সাবলীল ভঙ্গিতে উদ্ভট গুল দিতে জুড়ি ছিল না তাঁর। সেইসব মজার কথা আরও ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে গৌরদা তাঁর 'পিদর্শী'র কলমে ধারাবাহিক ভাবে লিখতে শুরু করেন। পরে সেটি গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হয়। আরও পরে সিনেমা তৈরি হয় "ব্রজবুলি" নামে। ব্রজদার ভূমিকায় স্বয়ং উত্তমকুমার। সঙ্গীতেও যথেষ্ট আগ্রহ ছিল গৌরকিশোরের। ছিল পুরনো রেকর্ড সংগ্রহের নেশা। তাঁর মেয়ে সাহানা স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন, সত্যজিৎ রায় "ঘরে বাইরে? ছবি করার সময় একটি পুরনো গানের রেকর্ড খুঁজছিলেন। গৌরকিশোরের কাছে রাইচাঁদ বড়ালের একটি রেকর্ড ছিল। খবর পেয়ে লোক মারফত সত্যজিৎ সেটি নিয়ে যান। শচীন দেববর্মণের সঙ্গেও খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল গৌরকিশোরের। এতটাই যে, দক্ষিণ কলকাতার সাউথ এন্ড পার্কে তাঁর বাড়িতে কয়েকবার সপরিবার গৌরকিশোরকে ডেকে কি ডুবিয়ে খাইয়েছেন শচীনকর্তা। বিষয়টি এতটাই "বিরল" যে, চিত্র পরিচালক হাধিকেশ মুখোপাধ্যায় একবার ঠাট্টা করে গৌরকিশোরকে বলেছিলেন, "আপনাকে কর্তা বাড়িতে ডেকে খাওয়াচ্ছেন, ভাবতেই পারছিনা! আমরা তো এত দিন ঘুরেও কিছুই পাইনি!"এই শচীনকর্তাকে নিয়েই একবার সন্তোষকুমার ঘোষের সঙ্গে মন কষাকষি হয়ে গেল গৌরকিশোরের। বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন উপলক্ষে শচীনকর্তা এসেছিলেন কলকাতায়। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় গৌরকিশোরকে অনুরোধ করলেন শচীনকর্তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে। কণিকাকে (মোহর) নিয়ে গৌরকিশোর গেলেন কর্তার দক্ষিণ কলকাতার বাড়িতে। শুনে সন্তোষবাবু চটে লাল! গৌরকিশোর কেন মোহরকে নিয়ে যাবে? গৌরকিশোর বললেন, "তুমি গানের কী বোঝো? শচীন দেববর্মণের সঙ্গে মোহরের আলাপ করানোর আগে গান বুঝতে হয়!" ফলে তুমুল ঝগড়া এবং বেশ কিছুদিন বাক্যালাপ বন্ধ। গৌরকিশোর লিখেছেন, একবার এক বিশিষ্ট জনের বাড়িতে তাঁরা দু'জন গিয়েছেন। বিহারি দারোয়ান ঢুকতে দিতে রাজি নন। সন্তোষবাবু যতই বোঝান তিনি তাতে থোড়াই কেয়ার! অগত্যা গৌরকিশোর এগিয়ে গেলেন। বললেন, শুনিয়ে, হমলোগ আনন্দবাজার, নিউজপেপার কা সাব এডিটর"। লম্বা স্যালুট ঠুকে দারোয়ান বললেন, "ও, সাহাব এডিটর! আইয়ে আইয়ে... সন্তোষবাবু রেগে গেলেন, "নিউজ এডিটরের চেয়ে সাব এডিটর বড় হল! ফিরে চলো। আমি ঢুকব না।" তাঁকে বুঝিয়ে সুজিয়ে সেবার গোল মেটালেন সেই গৌরকিশোর। এমনিতে দু'জনের সম্পর্ক ছিল আবেগে মাখা। যাকে বলে অলমধুর। কখনও জোয়ার, কখনও ভাটা। সন্তোষবাবুকে গৌরকিশোর ডাকতেন সেজদা বলে। শ্রদ্ধা করতেন অগ্রজের মতোই। দীর্ঘ কয়েক দশক একসঙ্গে কাজ করেছেন আনন্দবাজারে। এখানে ওখানে ঘুরেছেন, হাসি-ঠাা-মজায় দিন কাটিয়েছেন। ঝগড়া হলে সেটাও মজার। এমনও হয়েছে, সন্তোষবাবুর সঙ্গে গৌরকিশোরের কথা নেই, অথচ সন্তোষবাবুর বাড়িতে তিনি দ্বসসপরিবার রেরাতে গিয়েছেন। সেখানে খাওয়া- দাওয়াগল সব হতো। শুধু তাঁরা দু'জনে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতেন না। গৌর-তনয়া সাহানার স্মৃতিতে আছে, ঝগড়া হলে সন্তোষজেঠু এবং বাবা কেউ কারও দিকে তাকাতেন না। কিন্তু আমরা ভাইবোনেরা, সন্তোষজেঠুর ছেলেমেয়েরা, জেঠিমা, আমার মা সকলে জমিয়ে মজা করতাম। খাওয়ার সময় সন্তোষজেঠু আকার-ইঙ্গিতে বাবার খাওয়ার তদারকিও করতেন। তবু কথা বলবেন না!" রিপোর্টার গৌরকিশোরের পরিচিতির জগৎ স্বাভাবিক ভাবেই ছিল বিস্তৃত। তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের বৃত্তে জ্যোতি বসু, সিদ্ধার্থ রায়, চারু মজুমদার, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়রা যেমন ছিলেন, তেমনই ছিলেন শিল্প-সংস্কৃতি বিশিষ্টেরা। সেখানে দল, মত, গোষ্ঠীর কোনও বাছবিচার ছিল না। তবে ব্যক্তিগত সুসম্পর্ক কখনও তাঁর সাংবাদিক সত্তাকে আচ্ছন্ন করেনি। যা উচিত বলে মনে করেছেন পরম বন্ধুর বিরুদ্ধে হলেও সে কথা লিখতে তাঁর হবধা ছিল না। এই আপসহীনতাই গৌরকিশোর ঘোষের অন্যতম ব্র্যান্ডিং। মানবতাবাদী ও সাংবাদিক গৌরকিশোর ঘোষ তাই আজও পাক্কা একশ বছর পরেও কৃতিহ অমর। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

উইলসনস রোগ নির্ণয়ের নতুন পদ্ধতি

রাজীব হাসান

২০১৯ সালের আগস্ট মাসে নওগাঁ সদরের এক কৃষিজীবীর (৪৭) পুরো শরীরে চুলকানি শুরু হয়। একপর্যায়ে পেট ফুলে যায়। চিকিৎসকের পরামর্শে জন্ডিসের চিকিৎসা চলে। কিন্তু সুস্থ না হওয়ায় ২৬ অক্টোবর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি। এ দিন চিকিৎসকের পরার্মশে স্বামীর প্রস্রাবের নমুনা পরীক্ষা করানোর জন্য ঢাকায় বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কেন্দ্রে এসেছিলেন এক নারী। পরীক্ষার ফলাফলে দেখা গেল, স্বামী উইলসনস রোগে আক্রান্ত।

উইলসনস ডিজিস জন্মগত রোগ। একশ বছর আগে মার্কিন স্নায়ুচিকিৎসক আলেক্সান্ডার কিনিয়ার উইলসন প্রথমবারের মতো রোগটি সম্পর্কে বিবরণ দেন। কিন্তু রোগটি নির্ণয়ের প্রচলিত পদ্ধতি বেশ জটিল। কপারমুক্ত চার লিটারের বিশেষ পাত্রে রোগীর প্রস্রাবের নমুনা চব্বিশ ঘণ্টা সংরক্ষণ করতে হতো। এই পদ্ধতিকে সহজ করে তুলেছে বাংলাদেশেরই একদল গবেষকের উদ্ভাবন। এখন শুধু সকালবেলার প্রথম প্রসাবের নমুনা (২০ মিলি) থেকেই রোগটি নির্ণয় করা হচ্ছে। উইলসনস রোগের প্রকাশ হয় লিভার অথবা মস্তিষ্কের প্রদাহের মাধ্যমে। জন্মের পর থেকে ৬০ বছরের যেকোনো বয়সে এ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে। প্রতি ৩০ হাজার মানুষের মধ্যে একজন এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। দীর্ঘমেয়াদি লিভারের প্রদাহ কিংবা লিভার সিরোসিসের কারণ হিসেবে ভাইরাসকে চিহ্নিত করা না গেলে উইলসনস রোগের পরীক্ষা করা হয়। প্রস্রাবে কপারের পরিমাণ নির্ণয়ই এ রোগ শনাক্তের অন্যতম উপায়। রোগটি নির্ণয়ের নতুন পদ্ধতিটি বের করেছেন পরমাণু শক্তি কেন্দ্র ঢাকার প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা শামশাদ বি কোরাইশীর নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী। তাঁদের গবেষণা নিবন্ধটি গত বছর ১৫ অক্টোবর আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা স্প্রিনজার নেচারের বিজ্ঞান সাময়িকী বায়োলজিক্যাল ট্রেস এলিমেন্ট রিসার্চ---এ ছাপা হয়েছে।

প্রচলিত পদ্ধতিতে রোগনির্ণয়ে রোগীর চব্বিশ ঘণ্টার প্রস্রাব চার লিটারের কপারমুক্ত পাত্রে সংরক্ষণ করতে হতো। আগে পরীক্ষার ফলাফলের জন্য ৬০ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হতো। নতুন পদ্ধতিতে শুধু সকালের প্রথম প্রস্রাব থেকে ২০ মিলিলিটার পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে। ছয় ঘণ্টার মধ্যে পরীক্ষার ফলাফল পাওয়া যায়। নমুনা পরীক্ষার খরচও কমে এখন ১০ হাজার টাকা থেকে ৮০০ টাকা হয়েছে। মানুষ যে খাবার খায়, তার সঙ্গে ধাতব কপারও থাকে। কপার মানবদেহের জন্য একটি প্রয়োজনীয় মৌল। একজন মানুষ দৈনিক ১-২ মিলিগ্রাম কপার খাবারের মাধ্যমে গ্রহণ করে থাকে। এর মধ্যে শরীরের জন্য প্রয়োজন মাত্র শূন্য দশমিক ৭৫ মিলিগ্রাম কপার। বাকিটা শরীর থেকে বের হয়ে যায়। মানুষের লিভারে এটিপিসেভেনবি নামের একটি জিন থাকে, যা সেরুংলোপ্লাজমিন নামের এনজাইম তৈরি করে।

কপার সেরুলোপ্লাজমিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রক্তে ও পিত্তরসের সঙ্গে বের হয়। কিন্তু এটিপিসেভেনবি জিনের মিউটেশনের ফলে সেরুংলোপ্লাজমিন উৎপন্নে বাধা সৃষ্টি হয়। ফলে কপার লিভারে জমা হয়। একপর্যায়ে লিভারে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় মুক্ত মূলক (ফ্রি-রেডিক্যাল) উৎপন্ন হয়। এতে লিভারের কোষ ভেঙে কপার বের হয়ে আসে। শরীরে কপারের বিপাকক্রিয়ায় ত্রুটি দেখা দেয়। এর ফলে লিভার, মস্তিষ্ক, কিডনি ও চোখে কপার জমতে থাকে। যকৃৎ আক্রান্ত হলে বমি, পা ফুলে যাওয়া, তলপেটে পানি জমা, চুলকানি ও ত্বক হলুদাভ থাকে। মস্তিষ্কে কপার বেড়ে গেলে মাংসপেশিতে জড়তা তৈরি হয়। রোগীর অনেক সময় কথা বলতে সমস্যা হয়, আচরণে পরিবর্তন আসে, বিষণতা দেখা দেয়। ধীরে ধীরে এসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা হারাতে থাকে। একপর্যায়ে মৃত্যুও হতে পারে। আগেভাগে রোগ শনাক্ত হলে যকৃৎ কিংবা স্নায়ুজনিত ক্ষতি থেকে রোগী বাঁচতে পারে। কিন্তু রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সারা জীবন ওষুধ খেতে হয়।

গবেষকেরা ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৭ সালের জুন পর্যন্ত ২ হাজার ৯০৩ জন রোগীর প্রস্রাবের নমুনা পরীক্ষা করেন।

শামশাদ বি কোরাইশীর নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী

গবেষক দলের প্রধান শামশাদ বি কোরাইশী বলেন, গবেষণায় দেখা গেছে, চব্বিশ ঘণ্টার প্রস্রাবে কপারের পরিমাণ সকালের প্রথম প্রস্রাবের ঘনত্বের সমান থাকে। বরং আগে দিনভর প্রস্রাব সংগ্রহ করা হলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এতে কপারের ঘনত্বও কমতে থাকে। তা ছাড়া নমুনা থেকে পাত্রের গায়ে কপার শোষিত হতে পারে। তাই ওই পদ্ধতিতে রোগটি নির্ণয়ে ভুলের মাত্রা বেশি ছিল। কিন্তু নতুন পদ্ধতিতে শুধু সকালবেলার প্রথম প্রস্রাবের নমুনাই যথেষ্ট। এতে প্রায় শতভাগ নির্ভুলভাবে রোগটি নির্ণয় করা সম্ভব।

দেশে উইলসনস রোগ নির্ণয়ের পরীক্ষাটি হয় শুধু ঢাকায় বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কেন্দ্রের রসায়ন বিভাগের অ্যানালিটিক্যাল কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরিতে। প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার এই পরীক্ষা করা হয়। বছরে প্রায় সাড়ে তিন হাজার নমুনা এখানে পরীক্ষার জন্য আসে। আক্রান্ত রোগীদের বেশির ভাগই ঢাকার বাইরের ও নিম্ন আয়ের। তাদের প্রায় ৮০ শতাংশের বয়স ২০ বছরের নিচে। গত ২৮ অক্টোবর পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ুয়া মেয়ের প্রস্রাবের নমুনা পরীক্ষা করাতে এসেছিলেন এক বাবা। বাড়ি কুমিল্লার তিতাসের একটি গ্রামে। তিনি বলেন, আট বছর বয়সে মেয়ের চোখ হলদেটে দেখা দেয়, খেতে পারত না, বমি করত। প্রথম পর্যায়ে জন্ডিসের চিকিৎসা চলে। কিন্তু তাতে সুস্থ না হলে চিকিৎসকের পরামর্শে প্রস্রাবের নমুনা পরীক্ষার পর উইলসনস রোগ ধরা পড়ে। এখন বছরে তিন-চারবার প্রস্রাবের নমুনা পরীক্ষার পর রোগের মাত্রা দেখে চিকিৎসক ওষুধ দেন। মেয়ে এখন সুস্থ। কিন্তু তাকে আজীবন ওষুধ খেতে হবে।

উইলসনস রোগে বাংলাদেশে ঠিক কত মানুষ আক্রান্ত, তার সুনির্দিষ্ট তথ্য-উপাত্ত নেই। এ বিষয়ে সম্প্রতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) চক্ষু বিভাগ, লিভার বিভাগ ও পরমাণু শক্তি কেন্দ্র যৌথভাবে একটি গবেষণা করেছে। এ গবেষণায় যুক্ত ছিলেন বিএসএমএমইউর লিভার (হেপাটোলিজ) বিভাগের চেয়ারম্যান মামুন আল মাহতাব। তিনি বলেন, দীর্ঘ মেয়াদে যকৃতের রোগে আক্রান্ত ৯৪১ জন রোগীকে ২০১৭-১৮ সালে প্রস্রাবে কপারের নমুনা পরীক্ষার জন্য পরমাণু শক্তি কেন্দ্রে পাঠানো হয়। তাদের মধ্যে ২১২ জনের (২২ দশমিক ৫৩ শতাংশ) উইলসনস শনাক্ত হয়। এর বাইরে ২৩৯ জনের আশঙ্কা রয়েছে। এসব রোগীর কারও হেপাটাইটিস বি বা সি ভাইরাসের সংক্রমণ ছিল না। তাদের কেউই ফ্যাটি লিভারে আক্রান্ত ছিল না। তিনি বলেন, স্বল্প সময়ে, কম খরচে ও রোগীর কষ্ট ছাড়াই রোগটি নির্ণয়ের নতুন পদ্ধতিটি দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেস নেতারা সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। ছবি ঃ নিজস্ব

দিল্লি শপিং ফেস্টিভ্যালের দিন গোনা শুরু, কর্মসংস্থান তৈরির বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে আয়োজিত হতে চলেছে বহু প্রতীক্ষিত শপিং ফেস্টিভ্যাল। আগামী ২৮ জানুয়ারি থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি (২০২৩ সালে) পর্যন্ত ৩০ দিন ব্যাপী দিল্লি শপিং ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করা হবে। ৩০ দিনে ২০০টি কনসার্ট হবে। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, এই শপিং ফেস্টিভ্যালের ফলে হাজার হাজার কর্মসংস্থান তৈরি হবে।' দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল বুধবার জানিয়েছেন, 'আগামী ২৮ জানুয়ারি থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি (২০২৩ সালে) পর্যন্ত ৩০ দিন ব্যাপী দিল্লি শপিং ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করা হবে। এটি হবে ভারতের সবচেয়ে বড় কেনাকাটার উৎসব। আমরা এখন এটি শুরু করছি। আমি আশা করছি, কয়েক বছরের মধ্যে আমরা এই শপিং ফেস্টিভালকে বিশ্বের বৃহত্তম কেনাকাটা উৎসবে পরিণত করব।' কেজরিওয়াল আরও বলেছেন, 'দিল্লি এবং এখাকার সংস্কৃতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ হওয়ার জন্য সমগ্র দেশের পাশাপাশি বিশ্ব থেকে মানুষজনকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। এটি একটি অতুলনীয় কেনাকাটার অভিজ্ঞতা হবে। অনেক বেশি ছাড় দেওয়া হবে। সমগ্র দিল্লিকে সাজিয়ে তোলা হবে। প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হবে।' কেজরিওয়াল এদিন ডিজিটাল সাংবাদিক সম্মেলনে আরও বলেছেন, 'এই ফেস্টিভ্যালের মাধ্যমে দিল্লির অর্থনীতি চাঙ্গা হবে বলেই আমি মনে করছি। এটি দিল্লির ব্যবসায়ীদের জন্য একটি বিশাল সুযোগ হবে, ব্যবসা বাড়ানোর একটি সুযোগ পাবেন তাঁরা। দিল্লিকে আন্তর্জাতিক স্তরে উপস্থাপন করার জন্য এটি একটি বিশাল সুযোগ হবে। এই ফেস্টিভ্যাল হাজার হাজার কর্মসংস্থান তৈরি করবে।'

বৃহস্পতিতে অখিল ভারতীয় শিক্ষা সমাগমের উদ্বোধন, অংশ নেবেন ৩০০ জনেরও বেশি প্রতিনিধি

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই (হি. স.) : বৃহস্পতিবার উত্তর প্রদেশের বারাণসীতে অখিল ভারতীয় শিক্ষা সমাগমের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এবং বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় শিক্ষা মন্ত্রক এই সমাগমের আয়োজন করছে। তিন দিনব্যাপী এই সমাগমে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০০ জনেরও বেশি উপাচার্য এবং ডিরেক্টর, শিক্ষাবিদ, নীতিনির্ধারক এবং শিল্প প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন। বিগত দু'বছরে বেশ কিছু উদ্যোগ বাস্তবায়নের পর, কীভাবে সমগ্র দেশে জাতীয় শিক্ষা নীতি-২০২০ বাস্তবায়নকে আরও এগিয়ে নেওয়া যায় সে বিষয়ে আলোচনার জন্য সবাই একত্রিত হবেন। উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল, মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানও উপস্থিত থাকবেন। এই সম্মেলনটি নেতৃস্থানীয় ভারতীয় উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য কৌশল, সাফল্যের গল্প এবং জাতীয় শিক্ষা নীতি-২০২০ বাস্তবায়নে সর্বোত্তম অনুশীলন সম্পর্কে আলোচনা, ইচ্ছাকৃত এবং অন্তর্দৃষ্টি ভাগ করার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করবে।

প্রয়াত শিলচরের প্রবীণ সাংবাদিক মদনমোহন অধিকারী, শোক সংবাদ মহলে

শিলচর (অসম), ৬ জুলাই (হি.স.) : শিলচর পুরসভার অবসরপ্রাপ্ত কর্মী তথা প্রবীণ সাংবাদিক মদনমোহন অধিকারী ওরফে দেবল আর নেই। বরাক দর্পণ পত্রিকার প্রধান সম্পাদক এবং শিলচর প্রেস ক্লাবের সদস্য তথা বরাক উপত্যকা ক্ষুদ্র ও মাঝারি সংবাদপত্র সংস্থার প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক মদনমোহন অধিকারী আজ বুধবার সকাল নয়টা নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। স্ত্রী ও দুই ছেলে সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ রেখে গেছেন তিনি। দেবলদার মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই সংবাদ জগতের পাশাপাশি তাঁর পরিচিত মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে।

প্রয়াত দেবল অধিকারীর ঘনিষ্ঠ দৈনিক অবিচার পত্রিকার সম্পাদক তথা শিলচর প্রেস ক্লাবের সহ-সভাপতি মনতোষ ধর জানিয়েজেন, পাবলিক স্কুল রোডের বাসিন্দা দেবলদা চলমান ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়ে নিজের বাড়িতে জলবন্দি ছিলেন। বন্যার জলে বন্দি অবস্থায় দেবল অধিকারী কিছুদিন শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন। গতকাল মঙ্গলবার শিলচরের জীবনজ্যোতি হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র নিয়ে বাড়িতে ফিরে যান তিনি। কিন্তু ওষুধে শ্বাসকষ্টের কোনও উপশম হয়নি। আজ সকালে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

মনতোষ ধর আরও জানান, প্রয়াত দেবলদার কর্মজীবনের শুরুতে সাংবাদিকতার পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। বেশ কয়েক বছর সাংবাদিকতা করার পর তিনি শিলচর পুরসভায় চাকরিতে যোগ দেন। পুরসভা থেকে অবসরগ্রহণের পর ফের গত প্রায় সাত বছর থেকে পুণর্দোদ্যমে সাংবাদিকতার সঙ্গে জড়িয়ে যান। অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে সাংবাদিকতা করে মদনমোহন অধিকারী ধীরে ধীরে সকলের কাছে সুপরিচিত সজ্জন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। শিলচর শহরে তিনি দেবলদা নামে বেশি পরিচিত ছিলেন।

এদিকে, আজ দেবল আধিকারীর মরদেহ নিয়ে শিলচর প্রেস ক্লাবে নিয়ে আসা হয়। এখানে সাংবাদিক সহকর্মীদের পাশাপাশি পরিচিত ব্যক্তিবর্গ প্রয়াত মদনমোহন অধিকারীর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানান। পরে শিলচরের সর্বজনীন শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়।

অসমে শৌচাগারের সেপ্টিক ট্যাংকে ঢুকে মৃত্যু দুই শ্রমিকের

কলিয়াবর (অসম), ৬ জুলাই (হি.স.) : নির্মীয়মাণ একটি শৌচাগারের সেপ্টিক ট্যাংকে ঢুকে মৃত্যু হয়েছে দুই শ্রমিকের। ঘটনাটি নগাঁও জেলার কলিয়াবরের বেঙেনাআঁটিতে সংঘটিত হয়েছে। নিহত দুই শ্রমিককে বরুয়াআঁটির বুবুল বিশ্বাস এবং কাঐমারির দিলীপ মণ্ডল বলে শনাক্ত করা হয়েছে। তবে এ ঘটনায় আরেকজন শ্রমিক প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন।জানা গেছে, বেঙেনাআঁটি জনৈক মহেশ্বর বসুমতারির বাড়িতে একটি শৌচাগারের সেপ্টিক ট্যাংক তৈরি করা হচ্ছিল। কিছুদিন ধরে ট্যাংক তৈরির কাজ বন্ধ ছিল। আজ বুধবার সকালে ফের ট্যাংকের কাজ করতে এর ভিতরে ঢুকেছিলেন তিন নির্মাণ-শ্রমিক। কিছুক্ষণ পর তাদের কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে গৃহকর্তা ট্যাংকের ভিতরে উঁকি মেরে দেখেন তিনজন ছটফট করছেন। সঙ্গে তাদের ট্যাংকের ভিতর থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। হাসপাতালে দুজনকে মৃত বলে ঘোষণা করে জীবিত অপরজনকে নগাঁও সিভিল হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন ডাক্তার। তিনি শঙ্কামুক্ত বলে জানা গেছে। ডাক্তারের ধারণা, অক্সিজেনের অভাবে দুজনের মৃত্যু হয়েছে।

আমরা সর্বদা ডক্টর মুখার্জির কাছে ঋণী থাকব : অমিত শাহ

কলকাতা, ৬ জুলাই (হি . স.) : 'ভারত কেশরী' প্রয়াত ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে তাঁর জন্মদিনে টুইটারে শ্রদ্ধা জানালেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

বুধবার তিনি লিখেছেন, "ডক্টর মুখার্জি ছিলেন একজন অনন্য চিন্তাবিদ। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ক্ষমতার মূল উদ্দেশ্য শাসন করা নয়, জাতি গঠনের জন্য নিবেদিত মনোভাব নিয়ে কাজ করা। তাঁর সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের দর্শন এবং ভারতের আদি সংস্কৃতি অনুযায়ী নীতি গ্রহণের ধারণা আমাদের সবসময় পথ দেখাবে। এক সময় জম্মু ও কাশ্মীরে প্রবেশের জন্য অনুমতিপত্র নিতে হতো। ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'এক আইন, এক প্রধান এবং এক প্রতীক'এই দাবি তোলেন। সেই সঙ্গে, কাশ্মীর থেকে অনুমতি রাজের অবসান এবং এটিকে ভারতের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ করার জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। এই সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের জন্য আমরা সর্বদা ডক্টর মুখার্জির কাছে ঋণী থাকব।'

রান্নার গ্যাসের দাম নিয়ে বাড়ানো কেন্দ্রকে আক্রমণ সিপিএম—র

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই (হি.স.) : বুধবার রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের দামের বৃদ্ধি নিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারকে আক্রমণ করল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) সিপিএম। সরকার জনগণের জীবিকা উপর আক্রমণ করছে বলে এদিন টুইট বার্তায় জানিয়েছেন সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি। তিনি টুইটে বলেছেন, 'জনগণের জীবিকার উপর মোদী সরকারের আক্রমণ নিন্দনীয়। সরকারের উচিত উচ্চবিত্তের উপর কর বসিয়ে সম্পদ সংগ্রহ করা, দরিদ্রদের হয়রানি না করে।' প্রসঙ্গত, এদিন রান্নার গ্যাস ১৪.২ কেজি সিলিন্ডারের দাম ৫০ টাকা বাড়ানো হয়েছে। যেখানে ৫ কেজি সিলিন্ডারের দাম ১৮ টাকা বেড়েছে। ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের মূল্য বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, এখন একটি অ-ভর্তুকিবিহীন ১৪.২ কেজি সিলিন্ডারের দাম দিল্লিতে ১,০৫৩ টাকা হবে।

চতুর্থ ধাক্কা খেল বরিস সরকার, ঋষি ও সাজিদের পর আরও দুই মন্ত্রীর ইস্তফা

লন্ডন, ৬ জুলাই (হি.স.): ফের ধাক্কা খেল বরিস জনসন সরকার। দুই মন্ত্রী আগেই পদত্যাগ করেছিলেন, বুধবার পদত্যাগ করেছেন আরও দুই মন্ত্রী। মঙ্গলবার প্রথমে পদত্যাগ করেন অর্থমন্ত্রী ঋষি সুনক। তার কয়েক মিনিটের মধ্যেই পদত্যাগ করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সাজিদ জাভিদ। এই জোড়া পদত্যাগের ধাক্কা সামলাতে না সামলাতেই পদত্যাগ করেছেন জন গ্লেন এবং ভিক্টোরিয়া অ্যাটকিন্স। বুধবার বরিস জনসন সরকার থেকে এই দুই মন্ত্রী ইস্তফা দিয়েছেন। পরপর ৪ জন মন্ত্রীর পদত্যাগে আলোড়ন পড়েছে ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক মহলে। পার্টিগেট কেলেঙ্কারির অস্বস্তি তাড়া করে বেড়াচ্ছে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বরিসকে। গত মাসেই তাঁর অস্বস্তি বাড়িয়ে নিজের দল কনজারভেটিভ পার্টির অন্তত ৫৪ জন এমপি তাঁর বিরুদ্ধে আস্থাভোটের ডাক দিয়েছিলেন। যদিও সেই আস্থা ভোটে জিতে যান বরিস। তবে তাঁর দলের অন্দরে একাংশ মনে করছিলেন, দেশের মানুষের কাছে আস্থা হারিয়েছেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী। ৪ জন মন্ত্রীর পদত্যাগেও উঠে এসেছে সেই সুর।

শ্রীনগর-বারামুল্লা হাইওয়ের পাশে পাওয়া আইইডি নিষ্ক্রিয়, স্বাভাবিক যানবাহন চলাচল

শ্রীনগর, ৬ জুলাই (হি. স.) : উত্তর কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলায় শ্রীনগর-বারামুল্লা হাইওয়ের পাশে পাওয়া ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) নিষ্ক্রিয় করল বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড। বুধবার সকালে বারামুল্লা জেলার পাট্টান এলাকার কুট্টা মোড়ের কাছে শ্রীনগর-বারামুল্লা হাইওয়ের পাশে আইইডি পড়ে থাকতে দেখেন সেনাবাহিনীর ২৯ রাষ্ট্রীয় রাইফেলের জওয়ানরা। তৎক্ষণাৎ ওই এলাকা ঘিরে ফেলা হয়। বন্ধ করে দেওয়া হয় যানবাহন চলাচল। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে পুলিশ ও বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াডকে খবর দেওয়া হয়। বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াডের কর্মীরা ওই আইইডি বিস্ফোরকটি নিষ্ক্রিয় করেছেন। এরপরই শ্রীনগর-বারামুল্লা হাইওয়েতে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক করা হয়। এই ঘটনায় একটি মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

হাইলাকান্দির ১৫৪ নম্বর জাতীয় সড়ক প্লাবিত, ধলেশ্বর পয়েন্ট দিয়ে সবধরনের যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা

করিমগঞ্জ (অসম), ৬ জুলাই (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলার বুকচিরে প্রবাহিত ধলেশ্বরী নদীর জল বাড়ছে। আকস্মিকভাবে নদীর জল বেড়ে হাইলাকান্দি জেলার প্রবেশপথ ১৫৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ধলেশ্বর রেলসেতুর নীচে সড়কের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। তাই এই পরিস্থিতিতে ঝুঁকিপূর্ণ ওই পথে যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।করিমগঞ্জ পূর্ত বিভাগের জাতীয় সড়ক ডিভিশনের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এএইচ খান এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। বিজ্ঞপ্তিতে এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এএইচ খান আরও জানান, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ধলেশ্বর পয়েন্ট দিয়ে সবধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকবে। করিমগঞ্জ জেলা তথ্য ও জনসংযোগ দফতর থেকে এই খবর দেওয়া হয়েছে।

মধ্যপ্রদেশের দামোহ-তে পুকুরে ডুবে মৃত্যু দু'জনের

দামোহ, ৬ জুলাই (হি.স.) : মধ্যপ্রদেশের দামোহ জেলার একটি গ্রামে দুটি বালক খেলতে খেলতে একটি পুকুরে ডুবে মারা গিয়েছে বলে বুধবার পুলিশ জানিয়েছে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এএসপি) শিব কুমার সিং জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নোহাটা থানার সীমানার অন্তর্গত মাঙ্গুয়া মানগড় গ্রামে একটি পুকুরে ছয় এবং নয় বছর বয়সী বালকদের মৃতদেহ ভাসতে দেখা গেছে। ছেলেরা বিকেলে খেলার জন্য তাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত ফিরে না আসায় তাদের পরিবারগুলি তাদের খুঁজতে শুরু করে এবং পরে পুকুরের কাছে তাদের জামাকাপড় দেখতে পাওয়া যায়। এই অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটনায় স্থানীয় থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

পঞ্জাবে বিনামূল্যে মিলবে ৩০০ ইউনিট বিদ্যুৎ, সিদ্ধান্ত অনুমোদিত মন্ত্রিসভায়

চন্ডীগড়, ৬ জুলাই (হি.স.): কথা দিয়ে কথা রাখল পঞ্জাবের ভগবন্ত মান সরকার। ৩০০ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল পঞ্জাব সরকার, সেই সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়েছে মন্ত্রিসভায়। বুধবার টুইট করে এমনটাই জানিয়েছেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। টুইটারে তিনি লেখেন, 'আমরা পঞ্জাবের জনগণকে একটি বড় আশ্বাস দিয়েছিলাম যে, সরকার গঠনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা বিনামূল্যে ৩০০ ইউনিট বিদ্যুৎ দেব। সরকারের এই সিদ্ধান্ত বুধবার মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়েছে।' তিনি দাবি করে লেখেন, আমরা যা বলি, তা করেও দেখাই। মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান আরও জানান, এখন প্রতি বিলে ৬০০ ইউনিট বিদ্যুৎ মকুব করা হবে। পঞ্জাবের জনগণকে দেওয়া সমস্ত প্রতিশ্রুতি আমরা পূরণ করব।'

সিঙ্গাপুরে লরেন্স ওং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ জয়শঙ্করের, ৭-৮ জুলাই বিদেশমন্ত্রী যাবেন বালিতে

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই (হি.স.): সিঙ্গাপুরে সে দেশের উপ প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী লরেন্স ওং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। লরেন্স ওং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর বুধবার সকালে জয়শঙ্কর টুইট করে জানিয়েছেন, 'সিঙ্গাপুরের উপ প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী লরেন্স ওং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আনন্দিত। আমাদের দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্বকে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে সুন্দর আলোচনা হয়েছে। এছাড়াও বৈশ্বিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও মতবিনিময় করেছি আমরা।' প্রসঙ্গত, সিঙ্গাপুর সফরের পর ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর যাবেন ইন্দোনেশিয়ার বালিতে, ৭-৮ জুলাই বালিতে থাকবেন তিনি। জি-২০ বিদেশ মন্ত্রীদের বৈঠকে অংশ নিতে ৭-৮ জুলাই ইন্দোনেশিয়ার বালি সফর করবেন তিনি। ইন্দোনেশিয়া জি-২০ প্রেসিডেন্সি ফ্রেমওয়ার্কে বৈঠকের পৌরহিত্য করছে ইন্দোনেশিয়ার বিদেশমন্ত্রক। অংশগ্রহণকারী মন্ত্রীরা সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতার বিষয়ে আলোচনা করবেন, যেমন বহুপাক্ষিকতাকে শক্তিশালী করা এবং বর্তমান বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ। এই সফরের সময় অন্যান্য জি-২০ সদস্য দেশ এবং আমন্ত্রিত দেশগুলির মন্ত্রীদের সঙ্গে জয়শঙ্কর দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

শ্যামাপ্রসাদের জন্মদিনে বৃক্ষরোপণ জে পি নাড্ডার, আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই (হি.স.) : ভারত কেশরী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকীতে বৃক্ষরোপণ করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। ভারতীয় জন সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বুধবার সকালে পন্ডিত দীন দয়াল উপাধ্যায় পার্কে চারাগাছ রোপণ করেছেন নাড্ডা। পরে দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করেন নাড্ডা-সহ অন্যান্য বিজেপি নেতারা। নাড্ডা এদিন নিজের বক্তৃতায় বলেছেন, 'একজন মহান চিন্তাবিদ, মহান শিক্ষাবিদ ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি খুব অল্প সময়ের মধ্যে শিল্পনীতি দিয়ে ভারতকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করেছিলেন। নেহরুর ধারণা থেকে পৃথক হয়ে তিনি পদত্যাগ করেন এবং ভারতীয় জন সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন।' নাড্ডা আরও বলেছেন, 'আমরা রহস্যজনকভাবে আমাদের প্রিয় নেতাকে হারিয়েছি, কিন্তু ভারতীয় জন সঙ্ঘ এবং বিজেপি তাঁর যাত্রা সফল করার জন্য বছরের পর বছর ধরে কাজ করেছে। আমি খুশি যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহজি জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ অনুচ্ছেদ অপসারণ করেছেন।'এদিন গোটা দেশজুড়েই ভারত কেশরী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকী উদযাপিত হয়েছে। কলকাতায় বিজেপির রাজ্য সদর কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে তাঁর মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, সাধারণ সম্পাদক অমিতাভ চক্রবর্তী, রাহুল সিনহা-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে জলমগ্ন বাণিজ্যনগরী, কমলা সতর্কতা জারি মুম্বইয়ে

মুম্বই, ৬ জুলাই (হি.স.): বৃষ্টি থামার কোনও লক্ষণ নেই, অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হয়েই চলেছে বাণিজ্যনগরী মুম্বইয়ে। একটানা বৃষ্টিতে মুম্বইয়ের বিভিন্ন স্থানে জমে গিয়েছে জল, জমে থাকা জলেই যাতায়াত করতে হচ্ছে মানুষজনকে। সোমবার রাত থেকে বৃষ্টি হয়েছে মুম্বই, থানে-সহ মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন জেলায়। সেই বৃষ্টি থামেনি বুধবারও। এমতাবস্থায় আবহাওয়া দফতর মুম্বইয়ে ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করেছে।

মুম্বইয়ের সিওন এলাকা, বান্দ্রা, দাদর প্রভৃতি এলাকায় বুধবার সকাল থেকে একটানা বৃষ্টি হয়। বৃষ্টিতে কিছু এলাকায় আগে থেকেই জল জমে ছিল, বুধবারের বৃষ্টিতে জল আরও বেড়েছে। কিছু কিছু জায়গায় বাড়ির ভিতরে জল ঢুকে গিয়েছে। বৃষ্টিতে রাস্তায় জল জমে যাওয়ায় এদিন মুম্বইয়ে শ্লথ গতিতে চলাচল করে যানবাহন। থানে জেলাতেও এদিন ভারী বৃষ্টি হয়। তালাও পালি হ্রদে জলস্তর বেড়েছে।

বাণিজ্যনগরীতে আগামী ৮ জুলাই অবধি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। আগামী ৭ ও ৮ জুলাই ভারী বৃষ্টি হতে পারে মুম্বইয়ে। মহারাষ্ট্রের রত্নাগিরি ও রায়গড় জেলায় অতিভারী বৃষ্টির লাল সঙ্কেত জারি করা হয়েছে। মুম্বইয়ের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী কয়েকদিন মহারাষ্ট্রজুড়ে ব্যাপক বৃষ্টিপাত হবে বলেই আশা করা হচ্ছে। কিছু এলাকায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিপাত হবে। ঘাট এলাকায়ও ভাল বৃষ্টি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। মুম্বইতে ৭, ও ৮ জুলাই ভারী বৃষ্টিপাত হবে। রত্নাগিরি ও রায়গড়ের জন্য রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে।

WALK IN INTERVIEW

A WALK-IN-INTERVIEW will be held for filling up of vacant post of Anganwadi Workers & Anganwadi Helpers in various Anganwadi Centre as per list specified bellow on purely temporary "No Work-No-Honorarium" basis under the office of the Child Development Project Officer, Matabari ICDS Project, Udaipur, Gomati Tripura. The interested candidates who fulfill the eligibility criteria may apply along with filled up bio-data in prescribed format (available in the office of the undersigned) and all necessary documents (self attested Xerox copy of age proof, proof of marriage, certificate of educational qualification, PRTC/Citizenship certificate, proof of Ordinary residence (ROR), two copies of recent passport size photographs etc.) to the Office of the CDPO, Matabari ICDS Project as per schedule mentioned below :

List of Vacant AWCS:

SL No.	Name of AWC	Name of G.P./ADC	Name of Block	No. of post Anganwadi Worker
1	Das Para AWC	Pitra GP	Matabari R.D.Block	AWW-1
2	Goalia, Near Tripuri Para. AWC	Simsima GP	Matabari R.D.Block	AWW-1
3	Rajapadabari AWC	Dakshin Maharani ADC	Matabari R.D.Block	AWW-1
4	Chandrapur Khil AWC	Chandrapur Village GP	Matabari R.D.Block	AWW-1
5	Kandi AWC	Dakshin Murapara GP	Matabari R.D.Block	AWW-1
6	West Aralia. AWC	Holakhet GP	Matabari R.D.Block	AWW-1
7	Thalibari AWC	Chandrapur R.F. GP	Matabari R.D.Block	AWW-1
8	North Chandrapur AWC	Uttar Chandrapur GP	Matabari R.D.Block	AWW-1
9	Tatua Tilla AWC	Uttar Chandrapur GP	Matabari R.D.Block	AWW-1
10	Powramura AWC	Holakhet GP	Matabari R.D.Block	AWW-1
11	P.C. Para AWC	Tainani ADC	Matabari R.D.Block	AWW-1
12	Dhirendra Choudhury Para AWC	Adipur ADC	Matabari R.D.Block	AWW-1
13	Chaigharia AWC	Maharani GP	Matabari R.D.Block	AWW-1
14	Shingergarh AWC	Purba Kunjaban G.P.	Matabari R.D.Block	AWH-1
15	South Fotamati AWC	Fotamati G.P.	Matabari R.D.Block	AWH-1
16	Maidabari AWC	Purba Mogpuskarini ADC	Matabari R.D.Block	AWH-1
17	Gangfira AWC	Gamaria ADC	Matabari R.D.Block	AWH-1
18	Near Pond AWC	Dakshin Matabari G.P.	Matabari R.D.Block	AWH-1
19	Kamarbag AWC	Matabari G.P.	Matabari R.D.Block	AWH-1
20	Tripureswari Colony No. 1 AWC	Dakshin Matabari G.P.	Matabari R.D.Block	AWH-1
21	Chaigharia AWC	Maharani G.P.	Matabari R.D.Block	AWH-1
22	Hirapur Madhyapara AWC	Uttar Maharani G.P.	Matabari R.D.Block	AWH-1
23	Murapara (Jayanti Bazar) AWC	Dakshin Murapara G.P.	Matabari R.D.Block	AWH-1
24	Malumura AWC	Barabhaiya GP	Tepania R.D.Block	AWW-1
25	College Tilla AWC	Paschim Dhajanagar GP	Tepania R.D.Block	AWW-1
26	Tepania Col. AWC	Shalgara GP	Tepania R.D.Block	AWW-1
27	Shalgara Madhyapara AWC	Uttar Shalgara GP	Tepania R.D.Block	AWW-1
28	College Tilla AWC	Paschim Dhajanagar GP	Tepania R.D.Block	AWH-1
29	Daria Bagma Muslim. Para AWC	Dakshin Bagma GP	Tepania R.D.Block	AWH-1
20	Kamalasagar AWC	Bagabasa GP	Tepania R.D.Block	AWH-1
31	West Khupilong AWC	Paschim Khupilong GP	Tepania R.D.Block	AWH-1
32	Natuntilla AWC	Rangamati GP	Tepania R.D.Block	AWH-1
33	East Chataria Para AWC	Chataria GP	Tepania R.D.Block	AWH-1

Eligibility Criteria :
1. Educational Qualification : For Aanganwadi Worker minimum qualification shall be Madhyamik Passed or Anganwadi Helper minimum qualification shall be Class VIII Passed.
2. Age Limit: 18-45 years as on 27/07/2022 and upper age relaxation up to 5 years is applicable for SC/ST/Divyangan (Differently able) candidates
3. The applicants must be the normal resident of the Village/Habitation/Ward where the Anganwadi Centre is located and belong to the feeder village of the Anganwadi Centre area. If no application is received from the feeder village area then application may be invited from the desirous candidates residing within the concern GP/Village Council/ Ward where the Anganwadi Centre is located.
4. Marital Status : Candidate must be Married or Widow (Same or both post).
5. Procedure for selection : Walk-in-interview.
6. Honorarium: Rs. 4500/- (Rupees four thousand five hundred) only for Anganwadi Worker per month & Anganwadi Helper Rs. 2250/- (Two thousand two hundred fifty) only along with ADA as declared time to time by the state govt.
7. Application will be received from 11/07/2022 to 27/07/2022 except holidays from 11.00 a.m to 4.00 p.m.
8. Incomplete application or application without required document shall be immediately rejected.
9. Last date of submission of application is 27/07/2022 up to 4.00 p.m.
10. Date of interview will be informed later on.
11. No TA/DA is admissible for appearing the interview.

NB: In any unavoidable circumstances the interview process may be postponed/ cancelled without showing any reason, the authority has the right to make any changes in the advertisement if required. For further details please visit the Office of the CDPO, Matabari ICDS Project on all working

(Pradip Debnath)
Child Development Project Officer
Matabari ICDS Project
Udaipur, Gomati Tripura

ICA/D-537/2022-23

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

পরীক্ষায় সুগার ধরা পড়েছে? দিন কত লিটার জল পান করছেন

দিন দিন বেড়ে চলেছে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। আজকাল প্রায় প্রতিটা বাড়িতেই একজন করে সুগারের রোগীর দেখা মেলে। কিন্তু সমস্যা হল এই রোগ একবার শরীরে বাসা বাঁধলে তা সহজে পিছু ছাড়ে না। পাশাপাশি এটি শরীরের অন্যান্য অঙ্গের উপর প্রভাব ফেলে। চোখ থেকে শুরু করে কিডনির সব কিছু নষ্ট করে দিতে পারে সুগার।

সুতরাং সাবধান না হলে, কমে আসতে পারে আপনার আয়ু। আর রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ডায়েটের উপর নজর দেন সকলেই। যদিও খাদ্যতালিকায় পরিবর্তন আর শরীরচর্চা ছাড়া সুগারকে বশে রাখার কোনও উপায় নেই। কিন্তু পানীয়র দিকে কতটা নজর দেন? ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হলে চিনি, মিষ্টি, মিষ্টি পানীয়, কার্বোহাইড্রেট, ফাস্টফুড, ভাজা খাবার, অতিরিক্ত তেল মশলা সবই ছেঁটে ফেলার কথা বলা হয়। পছন্দের অনেক খাবারের উপরই মায়া ত্যাগ দিতে হয়। সেই সঙ্গে ডায়াবিটিসে আক্রান্ত হয়েছেন শুনলে পড়শি থেকে আত্মীয়স্বজন সকলেই নিজের জ্ঞান ভান্ডার খুলে বসেন। সবাই তখন বিশেষজ্ঞ, নিজের মত উপদেশ দিতে একে অন্যের জুড়ি মেলা ভার। ডায়াবেটিস রোগীদের কোন খাবার খাওয়া উচিত আর কোনটা উচিত নয় তাই নিয়ে সবার মধ্যে তর্ক বিতর্ক চলতেই থাকে। কেউ বলেন করলার জুস খেতে তো কেউ আমলকীর। কিন্তু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন অন্য কথা। আমলকী বা করলার রসে নয় বরং শুধু 'জল' খেলেই সুস্থ থাকবেন আপনি। শরীরে জলের বিকল্প কিছু হয় না। ডায়াবেটিস কেন, অন্য যে কোনও রোগকে দূরে রাখতে চাইলে নিয়ম করে ৮ গ্লাস জল আপনাকে অবশ্যই খেতে হবে। এতে শরীরে হাইড্রেশনের ঝুঁকি পুরোপুরি কমে যায়। পাশাপাশি কমে একাধিক রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও। আসলে জল আমাদের শরীর থেকে সমস্ত দূষিত পদার্থ বার করে দিয়ে শরীরকে সুস্থ রাখে। আর ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে জলের ভূমিকা বিশাল। শুধু জল পান করে আপনি যেমন ওজন কমাতে পারবেন তেমনই রক্তে শর্করার মাত্রাকেও নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন। সম্প্রতি আমেরিকায় একটি গবেষণায় বলা হয়েছে ২০২২-২৫ সালের মধ্যে স্থায়ী রোগে পরিণত হবে ডায়াবিটিস। আর তাই আমেরিকানদের জন্য একটি ডায়েট চার্ট প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানেই বলা হয়েছে প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণে জল অবশ্যই খেতে হবে। অ্যাকাডেমি অফ নিউট্রিশন অ্যান্ড ডায়েটিক্স অনুসারে, মহিলাদের প্রতিদিন অন্তত ৮ গ্লাস এবং পুরুষদের প্রতিদিন অন্তত ১১ গ্লাস জল খাওয়ার প্রয়োজন। পাশাপাশি খাদ্যতালিকায় সবুজ শাক-সবজি, রঙিন ফল, বীজ অবশ্যই রাখবেন। খাবার থেকে যাতে অন্তত ২০ শতাংশ জলের চাহিদা পূরণ হয় সেদিকেও নজর দিতে হবে। প্রতি ৩০ মিনিট অন্তর জল পান করুন। ডাবের জল, তাজা ফলের রস, ডিটক্স ওয়াটারও পান করতে পারেন। এই প্রতিবেদনটি শুধুমাত্র তথ্যের জন্য, কোনও ওষুধ বা চিকিতসা সংক্রান্ত নয়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য আপনার চিকিতকের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

রোজ দাঁত মাজুন নিম ডাল দিয়ে, দূর হবে দাঁত ও মাড়ির সকল সমস্যা!

নিম এমন একটি গাছ, যার প্রতিটি অংশই কোনও না কোনও রোগের চিকিতায় কার্যকর। নিম গাছের ডাল, পাতা, ছাল, বীজ - সবই খুব উপকারি। বিভিন্ন প্রসাধনী তৈরিতেও নিম ব্যবহৃত হয়। ঔষধি গুণে পরিপূর্ণ নিম সাধারণ জীবনে প্রচুর ব্যবহৃত হয়। নিম রুপচর্চায় যেমন কার্যকরী, তেমনই শরীরের নানা সমস্যাও নিমেষেই সারিয়ে দিতে পারে।

দাঁত ও মাড়ির সুস্থতায় নিমের ডাল ব্যবহার করার প্রচলন রয়েছে সেই প্রাচীনকাল থেকেই। নিম ডাল দিয়ে নিয়মিত দাত মাজলে দাঁত ও মাড়ি মজবুত হয়, রক্ষা মেলে দাঁতের বিভিন্ন রোগ থেকেও।

ব্যাকটেরিয়া থেকে রক্ষা করে

নিম ডাল মুখের জীবাণুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে কার্যকর। এটি ব্যাকটেরিয়া দূর করতে সাহায্য করে। নিমের দাঁতনের অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল বৈশিষ্ট্য দাঁত ও মাড়ি ভাল রাখতে দারুণ কার্যকর। এছাড়াও, নিম ডাল প্লাক, টার্টার এবং আলসার রোধ করতে পারে। তবে আপনি যদি প্রতিদিন ব্রাশ না করেন, তবে আপনার দাঁতের এনামেল প্লাকে ভরে যাবে।

ক্ষারীয় স্তর বজায় রাখে

নিম দাঁতন লালার ক্ষারীয় মাত্রা বজায় রাখে, দাঁতে ক্যাভিটি সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করে।

আরও পড়ুন : দাঁতের যন্ত্রণায় ছটফট করেন? জানুন এর থেকে মুক্তি পাওয়ার কিছু ঘরোয়া টোটকা

মাড়ি শক্তিশালী করে

নিম ডাল দাঁতের ব্যথা কমায়, দাঁত পরিষ্কার করে, মাড়ির ফোলাভাব কমাতে পারে, মাড়ি শক্তিশালী করে, মুখের মধ্যেকার জীবাণুও দূর করে। এছাড়া, অনেকেই মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়া, মুখে দুর্গন্ধ বা পাইরিয়ার সমস্যায় ভোগেন। নিমের দাঁতন মুখের দুর্গন্ধ দূর করতে, দাঁতের ফাঁকে জীবাণু সংক্রমণ রোধ করতে, দাঁতের গোড়া মজবুত করতে ও মাড়ি থেকে রক্তপাত হওয়া কমাতে বেশ কার্যকর। দাঁত সাদা করতে নিম দাঁতন দাঁত সাদা করতে খুব সহায়ক। এটি দাঁতের হলুদ বর্ণ দূর করে দাঁতকে ধবধবে সাদা করে তোলে। এছাড়া, নিমের ডাল মাউথ ফ্রেশনার হিসেবেও কাজ করে।

ডায়াবেটিস রোগীদের কি চিনির পরিবর্তে গুড় খাওয়া স্বাস্থ্যকর?

অনেকের ধারণা, চিনি বেশি খেলেই শরীরে ডায়াবেটিস ধরা পড়ে। এটা ঠিক নয়। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এক বার যদি কারও শরীরে এই রোগ বাসা বাঁধে তাহলে চিনি বা মিষ্টিজাতীয় খাবার খাওয়ার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে। একেবারে বন্ধ করে দিতে পারলে আরও ভালো। এমন অনেকেই আছেন, যারা ডায়াবেটিসে ভুগছেন তারা নানা খাবারে চিনির পরিবর্তে গুড় ব্যবহার করেন।

কিন্তু ডায়াবেটিস রোগীর খাবারে গুড় ব্যবহার করা আদৌ ভালো কিনা তা নিয়ে রয়েছে নানা প্রশ্ন। গুড় প্রাকৃতিকভাবে তৈরি এক ধরনের মিষ্টি। সাধারণত খেজুরের রস কিংবা আখের রস জ্বাল দিয়ে এটি তৈরি করা হয়। গুড়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টি উপাদান, যেমন পটাসিয়াম, আয়রন এবং ক্যালসিয়াম থাকে। তবে তার মানে এই নয় যে ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য গুড় খাওয়া স্বাস্থ্যকর। যদিও গুড়ে আয়রন থাকায় এটি উচ্চ রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে, তার পরও ডায়াবেটিক রোগীদের এটি এড়িয়ে চলা ভালো। যদি ১০০ গ্রাম গুড়ে ৩৮৩ ক্যালরি, ৬৫ থেকে ৮৫ শতাংশ সুক্রোজ থাকে এবং ১০ থেকে ১৫ শতাংশ ফ্রুকটোজ ও গ্লুকোজ থাকে তাহলে তা ডায়াবিটিসে আক্রান্ত রোগীদের জন্য ক্ষতিকর।

বিশেষজ্ঞদের মতে, গুড় খেলে ডায়াবেটিস রোগীদের শরীরে গ্লুকোজের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। অনেকে মনে করেন, চিনির পরিবর্তে গুড় খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে। এটা ঠিক নয়। বরং গুড়ে থাকা সুক্রোজ সুগারের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। এ কারণে এটি চিনির মতোই ক্ষতিকর ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ডায়াবেটিক রোগীদের খাদ্যতালিকায় এমন খাদ্য রাখা উচিত যার গ্লাইসেমিক ইনডেক্স (জিআই) কম থাকে। গুড়ের জিআই মাত্রা খুব বেশি থাকে। গুড় খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা তাতণিক ভাবে খুব বেড়ে যায়। ডায়াবেটিক রোগীর প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় গুড় থাকলে কিডনির সমস্যা, হার্টের সমস্যা, এমনকি শরীরের অন্যান্য অঙ্গও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

তবে পুষ্টিবিদদের মতে, যাদের ডায়াবেটিস নেই তারা প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় চিনির পরিবর্তে গুড় রাখতেই পারেন। চিনির তুলনায় গুড় অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর। তবে ব্যবহার করার আগে গুড়টা আদৌ খাঁটি কি না, তা যাচাই করে নিতে হবে।

কোরিয়ানদের মতো "গ্লাস স্কিন" পেতে চান তাহলে জেনেনিন এর জন্য যা যা করণীয়

মেদহীন শরীর আর দাগহীন ত্বকই কোরিয়ানদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাদের ত্বক যেমন মসৃণ তেমনই কোমল। কোরিয়ানদের ত্বকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ পুরো বিশ্বই। হয়তো অনেকেই ভেবে থাকেন, তারা বোধ হয় এটা সেটা মেখে মুখ চকচকে করেন

বিষয়টি একদমই তেমন নয়! কারণ কোরিয়ানরা কেমিকেল মিশ্রিত প্রসাধনী কম, প্রাকৃতিক রূপচর্চা উপাদানসমূহ বেশি ব্যবহার করেন।

কোরিয়ানদের ত্বকের চমক দেখে আপনিও নিশ্চয়ই শিহরিত হন! তবে জানেন কি, খুবই সহজ আর সাধারণ কিছু টিপস মানলেই কোরিয়ানদের মতো গ্লাস স্কিন পাওয়া সম্ভব।

বর্তমানে বিভিন্ন অনলাইনে এমনকি প্রসাধনীর দোকানগুলোতেও গ্লাস স্কিনের ট্যাগ লাগিয়ে বিভিন্ন পণ্য বিক্রি করছেন অনেকেই। তবে এসব কেমিকেলযুক্ত প্রসাধনী ব্যবহার না করে বরং চাইলেই ঘরোয়া উপায়ে গ্লাস স্কিন পেতে পারেন আপনিও! গ্লাস স্কিন আসলে কী?

গ্লাস স্কিন বলতে বোঝানো হয়, যেমন কাচ একেবারে মসৃণ ও স্বচ্ছ হয়ে থাকে; ঠিক তেমনই গ্লাসের মতো মসৃণ, কোমল আর দাগহীন ত্বককে গ্লাস স্কিন হিসেবে সুন্দরীরা আখ্যা দিয়েছেন। গ্লাস স্কিন যাদের; তাদের ত্বক অনেক চকচকে আর মসৃণ হয়ে থাকে। কোরিয়ানদের মধ্যে এমন ত্বক দেখা যায়।

কীভাবে গ্লাস স্কিন পাবেন?

গ্লাস স্কিন পেতে হলে প্রথমে, অয়েল বেজড ও ফেনা বা ফোমজাতীয় ক্লিনজার ব্যবহার করতে হবে। পরপর দুইবার ত্বক ক্লিনজার দিয়ে পরিষ্কার করে নিবেন।

এবার এক্সফোলিয়েশনের পালা। এজন্য ভালো মানের এবং ত্বকের সঙ্গে স্যুট করবে, এমন স্ক্রাব ব্যবহার করতে হবে। সবারই কমবেশি ধারণা আছে, স্ক্রাব ব্যবহার করলে মুহূর্তেই কোমল ত্বক পাওয়া যায়।

পরবর্তী পদক্ষেপটি হলো ত্বকের পিএইচ স্তরের ভারসাম্য বজায় রাখতে টোনার ব্যবহার করা। চাইলে ঘরেও টোনার তৈরি করে নিতে পারেন। যদি না পারেন, তাহলে ভালো মানের টোনার ব্যবহার করতে হবে।

এরপর একটি অয়েল বেজড ফেস সিরাম ব্যবহার করুন। কোরিয়ানদের বেশিরভাগ প্রসাধনীই অয়েল বেজড হয়ে থাকে। এ ছাড়াও তারা ত্বকে প্রাকৃতিক বিভিন্ন তেল যেমন- টি ট্রি অয়েল, জোজোবা অয়েল, অলিভ অয়েল ইত্যাদি বেশি ব্যবহার করে থাকেন। গ্লাস স্কিন পাওয়ার ক্ষেত্রে এসব তেল বেশি কার্যকরী।

এবার ওয়াটার বেজড ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করুন। তারপরে, একটি ভালো মানের সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন। এরপর আয়নায় নিজের চেহারা দেখুন। মুহূর্তেই চকচকে ভাব চলে এসেছে! নিয়মিত এই টিপসগুলো মেনে চললে কিছুদিনের মধ্যেই পেয়ে যাবেন কোরিয়ানদের মতো গ্লাস স্কিন।

ডিনারে ভূরিভোজ একদম নয়, পেটপুরে চর্ব-চোষ্য খেলে কী ক্ষতি হবে জানুন

কালের ব্রেকফাস্ট হতে হবে রাজার মত, দুপুরের লাঞ্চ প্রজার মত, আর ডিনার হবে ভিক্ষুকের মতো, এক্কেবারে সাদামাটা। এই প্রবাদ বাক্যটি কে না জানেন! তবুও বেশিরভাগ মানুষেরই এই সব হিসেব তালগোল পাকিয়ে যায়। অনেকে সকালে উঠে ব্রেকফাস্টই করেন না। দুপুরে অফিস কাছারিতে ব্যস্ততার মাঝে যা হোক খেয়েই পেট চালিয়ে নেন।

আর রাত্রে বাড়ি এসে পেট ভরে ভূরিভোজ। পুষ্টিবিদরা বারবার বলেন, দিনে তিনবার মিল আর তিনবার টুকটাক খাওয়াদাওয়া প্রত্যেকের জন্যই জরুরি। তবে রাতের খাওয়াদাওয়া এক্কেবারে সহজ-সরল হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

রাতের খাবার (ডিনার) দিনের প্রধান তিন মিলের মধ্যে একটি। তা বলে ডিনারে প্রচুর কিছু খেয়ে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। অনেকে আবার ডিনার খুব দেরিতে করেন, সেটাও একেবারে উচিত না। পাশাপাশি রাতের বেলা খুব ভারি খাবার খেয়ে ঘুমাতে গেলে শরীরে ক্ষতিকারক প্রভাব পড়ে। বিশেষজ্ঞদের মতে, রাতে ঘুমাতে যাওয়ার অন্তত দেড় ঘণ্টা আগে হালকা ডিনার করা উচিত। কারণ রাতে অতিরিক্ত খাওয়ার অভ্যাস আমাদের শরীরে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করে। ১. ওজন বৃদ্ধি করে: রাতের বেলা বেশি খেলে ওজন বাড়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। দিনের অন্য সময়ের তুলনায় রাতে শারীরিক অ্যাক্টিভিটি কম হয়। যার ফলে বিপাক ক্রিয়াও অত্যন্ত ধীর হয়। তাই রাতে বেশি খেলে শরীরে তাড়াতাড়ি ফ্যাট জমে। ২. গ্যাস অম্বলের সমস্যা: যে মানুষেরা অন্যদের তুলনায় রাতে বেশি পরিমাণ খাবার খান, তাদের গ্যাস অম্বল বুকে ব্যথার সমস্যাও বেশি দেখা যায়। ৩. অনিয়মিত হৃদস্পন্দনের সমস্যা: রাতে অতিরিক্ত খেলে অনেকসময় ঘুমাতে সমস্যা হয়। বুক ধরফর করে। হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়। আমরা শুয়ে থাকলে বা বিশ্রামরত অবস্থায় থাকলে পাকস্থলীকে খাবার হজম করতে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয়, যার ফলে শরীরে এই ধরনের অস্বস্তি হয়। ৪. ঘুমে সমস্যা হয়: রাতে ভারী খাবার খাওয়ার অভ্যাস আমাদের রাতের ঘুমকে ব্যাহত করে। একমাত্র ঘুমের সময়ই আমাদের মস্তিষ্ক বিশ্রাম পায়, তাই ঘুমের সময় মস্তিষ্কে পর্যাপ্ত রক্ত সরবরাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বেশি খাবার খেয়ে ঘুমালে আমাদের শরীরকে সেই খাদ্য হজম করতে পাকস্থলীতে অতিরিক্ত রক্ত সরবরাহ করা প্রয়োজন হয়ে ওঠে। যার ফলে ঘুমের সমস্যা হয় ও সারাদিন ক্লান্ত বোধ হয়। ৫. স্ট্রেস: খাদ্যাভাস ও মানসিক চাপের মধ্যে একটি সম্পর্ক রয়েছে। সাধারণত মানসিক চাপের মধ্যে থাকা ব্যক্তিদের নয় অতিরিক্ত খেতে দেখা যায়, নয় একদমই কম খেতে দেখা যায়। তবে রাতে বেশি খাবারদাবার খেলে আনুসঙ্গিক সমস্যা বাড়ার কারণে বাড়তে পারে স্ট্রেসও। শরীর সুস্থ রাখতে রাতে অতিরিক্ত খাওয়া থেকে বিরত থাকুন। ঘুমাতে যাওয়ার অন্তত দেড় ঘণ্টা আগে ডিনার করে ফেলার অভ্যাস করুন। এতে ঘুম ভালো হবে। হজম শক্তি বাড়বে। শরীরও ভালো থাকবে।

সাধারণত চুল রং করার সময় যে বিষয়গুলো আপনার খেয়াল রাখা জরুরি

পাকা চুল ঢাকতে কিংবা চুলের সৌন্দর্য বাড়াতে অনেকেই চুল রাঙিয়ে থাকেন। রং করলে চুলের প্রাকৃতিক স্বাস্থ্যের পরিবর্তন হয়। আর তাই প্রয়োজন হয় একটু বাড়তি যত্নের।

প্রোটিন প্যাক ব্যবহার করুন : সপ্তাহে অন্তত দুই বার চুলে প্রোটিন প্যাক ব্যবহার করুন। বাজারে চুলের জন্য বিশেষ প্রোটিন প্যাক পাওয়া যায়।

এছাড়া, নিজেও বানিয়ে ফেলতে পারেন এমন প্যাক। ডিম, টক দই ও অলিভ অয়েল একসঙ্গে মিশিয়ে হেয়ার প্যাক তৈরি করুন। এটি চুলে লাগিয়ে ৪০ মিনিট রাখুন, এরপর ধুয়ে ফেলুন।

ডিম দিন : মাসে একবার দুটি ডিমের সাদা অংশ বিট করে শ্যাম্পুর মতো ব্যবহার করুন। চুলে রং করা থাকলে প্রতিদিন শ্যাম্পু ব্যবহার করবেন না। এতে রঙের ক্ষতি হয়।

দূরে থাকুন মেহেদি থেকে : চুলে রং করলে লেবুর রস কখনোই লাগাবেন না। এটি প্রাকৃতিক ব্লিচ বিধায় চুল থেকে রং তুলে ফেলতে পারে। পাশাপাশি, মেহেদি লাগানো থেকেও বিরত থাকুন। ১৫ দিন অন্তর পার্লারে গিয়ে স্পা, ডিপ কন্ডিশনিং, ক্রিম ট্রিটমেন্ট করুন। এতে রং স্থায়ী থাকবে, চুলও থাকবে স্বাস্থ্যকর। তবে চুলে কৃত্রিম রাসায়নিক রং ব্যবহার না করাই ভালো। বছরে দুই থেকে পাঁচবারের বেশি চুল রং না করার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা। এতে স্তন ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ে।

বাংলাদেশ হিলি স্থলবন্দর দিয়ে ভারতের পেঁয়াজ আমদানি শুরু

মনির হোসেন,ঢাকা,০৭ জুলাই।। বাংলাদেশ দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দর দিয়ে ভারতের পেঁয়াজ আমদানি শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে ৬টার দিকে ভারত থেকে ১২টি পেঁয়াজ বোঝাই ট্রাকে এনি এন্টারপ্রাইজ নামের আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান ২৯৯ টন পেয়াজ আমদানি করেছেন। হিলি স্থলবন্দরের আমদানিকারক গ্রুপের সভাপতি হারুনুর রশিদ জানান, মন্ত্রণালয় আমদানির অনুমতিপত্র (আইপি) না দেওয়ায় গত ০৫ মে থেকে দেশের সব স্থলবন্দর দিয়ে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ ছিল। কোরবানির ঈদে সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি দিয়েছে বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। বন্দরের অনেক আমদানিকারক আইপি অনুমতি পেয়েছে। অনুমতি পাওয়ার পর থেকে বিভিন্ন ব্যাংকে এলসি করা হচ্ছে। মঙ্গলবার বিকেলে থেকে পেঁয়াজ আমদানি শুরু হয়েছে। এতে পেঁয়াজের বাজার নিয়ন্ত্রণে আসবে, সেই সঙ্গে দামও কমবে। হিলি স্থলবন্দর উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্রের উপ-সহকারী সংগনিরোধ কর্মকর্তা ইউসুফ আলী জানান, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় গত ০৫ মে থেকে পেঁয়াজের আইপি ইসু বন্ধ ছিল। সোমবার থেকে আমদানিকারকদের আইপি দেওয়া শুরু করেছে মন্ত্রণালয়।

এদিকে, ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানি হবে এমন সংবাদে দেশি পেঁয়াজ কেজিতে ১০ টাকা কমেছে।

সোমবার যে পেঁয়াজ খুচরা বাজারে বিক্রয় হয়েছে ৫০ টাকা, সেই পেঁয়াজ মঙ্গলবার বিক্রি হচ্ছে ৪০ টাকা দরে।

ভিডিও প্রকাশ করে নুপুর শর্মাকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার খাদিম সলমান চিস্তি

অজমের, ৬ জুলাই (হি.স.) : পুলিশ নূপুর শর্মার বিরুদ্ধে ভিডিও প্রকাশ করে আপত্তিকর মন্তব্য করার জন্য মঙ্গলবার গভীর রাতে দরগা থানার পুলিশ সলমান চিস্তিকে গ্রেফতার করেছে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বিকাশ সাংওয়ান এখবর নিশ্চিত করেছেন। চিস্তিকে গভীর রাতে দরগা এলাকা থেকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। চিস্তি দরগা থানায় একজন অপরাধী হিসেবে তার নথিভুক্ত। তার বিরুদ্ধে হত্যা, ঘাতক হামলা, গুলি, হামলা ও ভয়ভীতিসহ এক ডজনের বেশি মামলা রয়েছে। আজমের খাজা গরীব নওয়াজের দরগায় খাদিম এবং দরগা থানা এলাকার সলমান চিস্তি হুমকি দিয়েছিল যে শর্মার মাথা কেটে নিয়ে আসাকে তিনি তার বাড়ি এবং সম্পত্তি দেবেন। তার এই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। ভাইরাল ভিডিওর ভিত্তিতে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বিকাশ সাংওয়ান অভিযুক্ত সলমান চিস্তির বিরুদ্ধে দরগা থানায় মামলা দায়ের করে গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছিলেন। দরগার খাদিম সৈয়দ সালমান চিস্তি মাদকাসক্ত বলে জানা গেছে। তিনি ইউটিউবে নুপুর শর্মাকে হুমকি দিয়ে একটি ভিডিও প্রকাশ এবং দরগা এলাকায় তার পরিচিতদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ভিডিওটি ভাইরালও করেছিলেন। ভিডিও মামলায় তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধারায় মামলা হয়েছে।

করিমগঞ্জের চুড়াইবাড়িতে উদ্ধার ৫০ লক্ষাধিক টাকার নেশাজাতীয় কফ সিরাপ, কন্টেইনার সহ আটক দুই

বাজারিছড়া (অসম), ৬ জুলাই (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বাজারিছড়া থানাধীন অসম-ত্রিপুরা আন্তঃরাজ্য সীমান্তবর্তী চুড়াইবাড়িতে উদ্ধার করা হয়েছে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার বেশি মূল্যের নেশা-জাতীয় এসকাফ কোডিন ফসফেড ব্রান্ডের কফ সিরাপ। এর সঙ্গে আটক করা হয়েছে নেশাদ্রব্য পাচারে ব্যবহৃত কন্টেইনার সহ দুজনকে।

চুড়াইবাড়ি পুলিশ ওয়াচ পোস্টের ইনচার্জ নিরঞ্জন দাস জানান, আজ বুধবার সকাল প্রায় আটটা নাগাদ উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদ থেকে বেসরকারি আজাদ ট্রান্সপোর্ট সংস্থা নিয়ন্ত্রনাধীন আরজে ০৯ জিডি ৩৩৯১ নম্বরের একটি দশ চাকার কন্টেইনার (লরি) আন্তঃরাজ্য সীমান্ত অতিক্রম করে ত্রিপুরায় প্রবেশের জন্য আসে। লরিতে মূলত ছিল বিভিন্ন ধরনের প্রসাধনী ও অন্য পণ্য সামগ্রী। ওয়াচপোস্টের পুলিশ কর্মীরা লরি থেকে এই সব সামগ্রী নামিয়ে তন্নতন্ন করে তালাশি চালালে মোট ২৬টি বস্তায় মোট ৮,৩০০ বোতল এসকাফ কোডিন ফসফেড নামের অ্যালকোহল সংমিশ্রিত কফ সিরাফের শিশি উদ্ধার করেন। তিনি জানান, উদ্ধারকৃত কফ সিরাপগুলোর বাজারমূল্য ৫০ লক্ষ টাকার বেশি হবে। পুলিশ অফিসার নিরঞ্জন দাস জানান, নেশাদ্রব্য পাচারের অভিযোগে কন্টেইনারের চালক ও সহ—চালককে আটক করা হয়েছে। তাদের যথাক্রমে উত্তরপ্রদেশের আমরোহা জেলার সিহাটনাংলি থানাধীন হাসানপুরের জনৈক নুর মহম্মদের ছেলে মহম্মদ ফরাজ (২৮) এবং উত্তরপ্রদেশেরই বিজনৌর জেলার ধমপুরের বাসিন্দা আজম আহমদের ছেলে সমীর আহমদ (১৮) বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। তিনি জানান, ধৃতদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস-এর সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। আগামীকাল বৃহস্পতিবার করিমগঞ্জে বিচার বিভাগীয় আদালতে পেশ করা হবে, জানান চুড়াইবাড়ি পুলিশ ওয়াচ পোস্টের ইনচার্জ নিরঞ্জন দাস।

মহুয়ার বিরুদ্ধে এফআইআর ভোপালে, শিবরাজ বললেন দেব-দেবীর অবমাননা বরদাস্ত নয়

ভোপাল, ৬ জুলাই (হি.স.): দেবী কালীকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য অস্বস্তি ক্রমেই বাড়ছে তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মহুয়া মৈত্রর। বুধবার মধ্যপ্রদেশের ভোপালে মহুয়া মৈত্রর নামে দায়ের হয়েছে এফআইআর। ধর্মীয় আবেগে আঘাত করার জন্য ভারতীয় দন্ডবিধির ২৯৫এ ধারার অধীনে মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মহুয়ার বিরুদ্ধে।

মহুয়ার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানও। শিবরাজ বলেছেন, 'মহুয়া মৈত্রের বক্তব্য হিন্দুদের ধর্মীয় আবেগে আঘাত করেছে। হিন্দু দেব-দেবীর অবমাননা কোনও মূল্যে বরদাস্ত করা হবে না।' প্রসঙ্গত, বিতর্কের শুরু ভারতীয় পরিচালক লীনা মানিমেকালাইয়ের একটি তথ্যচিত্রের পোস্টার নিয়ে। সেখানে মা কালী রূপে এক মহিলাকে ধূমপান করতে দেখা গিয়েছে। যা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। কলকাতার এক অনুষ্ঠানে এই প্রসঙ্গে মহুয়াকে একটি প্রশ্ন করেন সঞ্চালক। যাঁর উত্তরে একটি মন্তব্য করেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ। তার পরেই শুরু হয় রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়। সাংসদের মন্তব্য থেকে তাঁর দল দূরত্ব রচনা করেছে। তার পর মহুয়াও তৃণমূলের টুইটার পেজ আনফলো করেন।

অঘটনের অন্ত নেই স্পাইসজেটে, এবার শোকজ নোটিশ পাঠাল ডিজিসিএ

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই (হি.স.): অঘটনের অন্ত নেই স্পাইসজেটে। ২৪ ঘণ্টায় তিনটি বিমানে মাঝ আকাশে ধরা পড়ল গণ্ডগোল। সাম্প্রতিকতমটি ঘটেছে কলকাতাতে। তার আগে করাচি বিমানবন্দরে অবতরণ করে স্পাইজেটের বিমান, আবার মাঝআকাশে উইন্ডশিল্ডে ফাটল দেখা যায় গুজরাট থেকে মুম্বইগামী বিমানে। একের পর এক অঘটনের প্রেক্ষিতে বুধবার স্পাইসজেট কর্তৃপক্ষকে শোকজ নোটিশ পাঠাল ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল এভিয়েশন (ডিজিসিএ)। বিমানের নিরাপত্তা সংক্রান্ত অবনতির কারণে কারণ দর্শানোর জন্য নোটিশ জারি করা হয়েছে স্পাইসজেটকে।

মঙ্গলবার দুপুর থেকে বিকেলের মধ্যে স্পাইসজেটের দু'টি বিমানকে জরুরি অবতরণ করাতে হয়েছে, বিমানে গোলযোগের জন্য। একটি ক্ষেত্রে বিমানের মুখ ঘুরিয়ে পাকিস্তানের করাচিতে নামাতে হয়েছে। আবার মাঝআকাশে উইন্ডশিল্ডে ফাটল দেখা যায় গুজরাট থেকে মুম্বইগামী বিমানে। বুধবার জানা গেল, মঙ্গলবারই স্পাইসজেটের আর একটি চিনগামী বিমানকে মাঝ পথ থেকে ফিরে আসতে হয়েছে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে। শেষে কলকাতায় এসে নামে বিমানটি।

লালুকে দেখতে পরস হাসপাতালে নীতীশ, তেজস্বী বললেন প্রয়োজনে সিঙ্গাপুরে নিয়ে যাব বাবাকে

পাটনা, ৬ জুলাই (হি.স.): অসুস্থ অবস্থায় পাটনার পরস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদব। লালুর শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিতে বুধবার হাসপাতালে যান বিহারের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। হাসপাতালের বেডে শয্যায় থাকা লালুর সঙ্গে কথা বলেছেন নীতীশ কুমার। সেই সময় উপস্থিত ছিলেন লালুর ছেলে তেজস্বী যাদবও। তেজস্বীর সঙ্গে কথা বলেছেন নীতীশ কুমার। কথা বলেছেন চিকিৎসকদের সঙ্গেও। কর্মব্যস্ততার মধ্যেও বেশ কিছুটা সময় এদিন পরস হাসপাতালে ছিলেন নীতীশ। জ্ঞান হারিয়ে গত রবিবার সিঁড়ি থেকে পড়ে যান লালুপ্রসাদ যাদব। ডান কাঁধে ও কোমরে চোট পেয়েছেন তিনি। এরপরই লালুকে সোমবার ভোররাতে পরস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেই থেকে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। হাসপাতাল সূত্রের খবর, চিন্তার কোনও কারণ নেই। চিকিৎসকরা সর্বদা তাঁর শারীরিক অবস্থার দিকে নজর রাখছেন। হাসপাতালের বাইরে এদিন লালুর ছেলে তেজস্বী সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, তিনি স্থিতিশীল রয়েছেন। তাঁর কিডনি এবং হার্টের সমস্যা সম্পর্কে সবাই জানেন, যে কারণে দিল্লিতে চিকিৎসা চলছিল। আমরা তাঁকে দিল্লিতে নিয়ে যাচ্ছি। প্রয়োজন হলে তাঁকে আমরা সিঙ্গাপুরে নিয়ে যেতে পারি। রাজনীতির সবাই, এমনকি প্রধানমন্ত্রী মোদী, রাহুল গান্ধীও তাঁর স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিতে ফোন করেছেন।'

জনঔষধির মাধ্যমে অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে জনগণের : মনসুখ মান্ডভিয়া

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি পরিযোজনায় দেশের নাগরিকদের চিকিৎসার খরচ অনেকাংশেই কমে গিয়েছে বলে দাবি করলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডঃ মনসুখ মান্ডভিয়া। তিনি বুধবার এক টুইট বার্তায় জানান, জনঔষধি কেন্দ্রগুলিতে কম দামে উন্নত মানের যে ওষুধপত্র পাওয়া যাচ্ছে, তার ফলে জনগণ অনেক উপকৃত হচ্ছেন।

২০১৯-২০ আর্থিক বছরে যেখানে দেশের মানুষ চিকিৎসার খরচ বাঁচিয়ে, ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা সাশ্রয় করতে পারতেন, ২০২১-২২ আর্থিক বছরে তা বেড়ে হয়েছে, ৫ হাজার ৩৬০ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডঃ মনসুখ মান্ডভিয়া এদিন টুইট করে লেখেন, জনঔষধির মাধ্যমে অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে জনগণের। জনঔষধি কেন্দ্রে সস্তা ও মানসম্মত ওষুধ পাওয়ায় দেশের মানুষ উপকৃত হচ্ছেন।

ফের বিয়ে করছেন ভগবন্ত মান, আমন্ত্রিত কেজরিওয়াল-সহ অনেকেই

চণ্ডীগড়, ৬ জুলাই (হি.স.): ফের বিয়ে করছেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। এবার পাত্রী ডাঃ গুরপ্রীত কৌর। বৃহস্পতিবার, ৭ জুলাই চণ্ডীগড়ে নিজস্ব বাসভবনে ডাঃ গুরপ্রীত কৌরকে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের উপস্থিতিতে বিয়ে করবেন ভগবন্ত মান। আমন্ত্রিতদের তালিকা খুব বেশি নয় বলে জানা গিয়েছে। ভগবন্ত মানের বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন পারেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল-সহ আম আদমি পার্টির অনেকেই। প্রায় ৬ বছর আগে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছিল ভগবন্ত মানের। আপ সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার চণ্ডীগড়ে নিজস্ব বাসভবনে ডাঃ গুরপ্রীত কৌরকে বিয়ে করবেন ভগবন্ত মান। এটি তাঁর দ্বিতীয় বিয়ে, প্রায় ৬ বছর আগে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছিল তাঁর। বিয়েতে উপস্থিত থাকবেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

গান্ধীবাদী নীতির প্রতি অটল অঙ্গীকারের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবেন পি গোপিনাথন নায়ার : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই (হি.স.): কেরলের বিশিষ্ট গান্ধীবাদী নেতা তথা স্বাধীনতা সংগ্রামী পি গোপিনাথন নায়ারের প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শোকবার্তায় প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজস্ব অবদান এবং গান্ধীবাদী নীতির প্রতি অটল অঙ্গীকারের জন্য চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন পি গোপিনাথন নায়ার।

মঙ্গলবার একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন গান্ধীবাদী নেতা তথা স্বাধীনতা সংগ্রামী পি গোপিনাথন নায়ার। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৯ বছর। ২০১৬ সালে তিনি ভারত সরকার দ্বারা পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হন। বুধবার তাঁর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজস্ব অবদান এবং গান্ধীবাদী নীতির প্রতি অটল অঙ্গীকারের জন্য চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন পি গোপিনাথন নায়ার। তাঁর মৃত্যুতে শোকাহত। ওম শান্তি।'

ধর্মশালায় দলাই লামার ৮৭ তম জন্মদিন উদযাপিত, শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী ও হিমাচলের মুখ্যমন্ত্রীর

ধর্মশালা, ৬ জুলাই (হি. স.) : হিমাচল প্রদেশের ধর্মশালায় উদযাপিত হল তিব্বতী ধর্মগুরু দালাই লামার ৮৭ তম জন্মদিন। বুধবার সকালে ধর্মশালার সুগ্লাগখাং-এ প্রধান বৌদ্ধ মন্দিরে কেন্দ্রীয় তিব্বত প্রশাসনের দ্বারা আয়োজিত হয় দলাই লামার জন্মদিন। উদযাপনে অংশ নেন হলিউড অভিনেতা রিচার্ড গেরেও। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যোগ দেন হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী জয়রাম ঠাকুর।

এদিন দলাই লামাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী জয়রাম ঠাকুর। ফোন করে দলাই লামাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী। তাঁর দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। হিমাচলের মুখ্যমন্ত্রী এদিন দলাই লামার জন্মদিন উদযাপন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে বলেছেন, 'দলাই লামার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছি আমি। তিনি ভীষণ খুশি ছিলেন। আমি যখন তাঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাই, তখন তিনি আমাকে উচ্ছ্বসিতভাবে বলেছিলেন যে তিনি দেবভূমি হিমাচলে বসবাস করার সুযোগ পেয়েছেন এবং এ জন্য তিনি হিমাচল সরকার এবং কেন্দ্রের প্রতি কৃতজ্ঞ।'

টানা ৪৬ তম দিনেও পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই (হি.স.) : দেশের তেল বিপণন সংস্থাগুলি টানা ৪৬ তম দিনে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রেখেছে। বুধবারও পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম পরিবর্তন করেনি। ইন্ডিয়ান অয়েলের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, দিল্লিতে আজ বুধবার পেট্রোলের দাম ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেলের প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকা, মুম্বইতে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম যথাক্রমে ১১১.৩৫ টাকা এবং ৯৭.২৮ টাকা প্রতি লিটার। কলকাতায় পেট্রোলের দাম প্রতি লিটার ১০৬.০৩ টাকা এবং ডিজেলর দাম ৯২.৭৬ টাকা। চেন্নাইয়ে পেট্রোলের দাম প্রতি লিটার ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৯৪.২৪ টাকা।

গত ২৫ মে সাধারণ মানুষকে একটি বড় স্বস্তি দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রোল এবং ডিজেলের উপর আবগারি শুল্ক যথাক্রমে ৮ টাকা এবং ৬ টাকা প্রতি লিটার কমানোর ঘোষণা করেছিল। এই কারণে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম যথাক্রমে ৯.৫ টাকা এবং ৭ টাকা কমেছে।

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে টুইটারে শ্রদ্ধা নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই (হি. স.) : শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে টুইটারে শ্রদ্ধা জানালেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বুধবার প্রধানমন্ত্রী টুইটারে লিখেছেন, "ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে তাঁর জয়ন্তীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি। ভারতের উন্নয়নে বিশেষ করে বাণিজ্য ও শিল্পের মতো ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের জন্য তিনি ব্যাপকভাবে সম্মানিত। তিনি তাঁর পাণ্ডিত্য এবং বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতার জন্যও পরিচিত ছিলেন।

ভারত কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী (জন্ম জুলাই ৬, ১৯০১- মৃত্যু জুন ২৩, ১৯৫৩) প্রথম হিন্দু জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল ভারতীয় জন সংঘ গঠন করেন। তিনি হিন্দু মহাসভার সভাপতি ছিলেন। তিনি জওহরলাল নেহেরুর মন্ত্রিসভায় ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে কুখ্যাত 'নেহরু-লিয়াকত' চুক্তির বিরোধিতা করে মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করেন।

ভারী বৃষ্টির দেখা নেই কলকাতায়, বর্ষাকালেও গরমে কাহিল হচ্ছে মহানগরী

কলকাতা, ৬ জুলাই (হি.স.): বর্ষাকালেও ভারী বৃষ্টির দেখা নেই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলায়। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে বৃষ্টির অভাব অনুভব করছেন শহরবাসী। কলকাতা ও জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হলেও, বৃষ্টি হচ্ছে সাময়িকের জন্য। ফলে বৃষ্টির অভাব থেকেই যাচ্ছে, বৃষ্টি থামতেই বাড়ছে গরম। রোদের তেজও কম নয়। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, কলকাতা ও আশপাশের জেলায় এখনই ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। আপাতত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে শহরে।

বুধবার সকাল থেকেই আংশিক মেঘলা ছিল কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলির আকাশ, মাঝেমধ্যেই আবার আকাশ ঢেকে যায় কালো মেঘে। কিন্তু, বৃষ্টি সেভাবে হয়নি। রোদ উঠতেই ফের গুমোট গরম অনুভূত হয় তিলোত্তমায়। বুধবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। এদিন তিলোত্তমার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি বেশি অর্থাৎ ৩৪.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

মেঘভাঙা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হিমাচলের কুল্লু; জলের তোড়ে ভেসে গেল বাড়ি, শিমলায় মৃত এক

কুল্লু ও শিমলা, ৬ জুলাই (হি.স.): মেঘভাঙা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল হিমাচল প্রদেশের কুল্লু জেলা। বুধবার ভোরে কুল্লু জেলার আন্নি মহকুমার বুছের পঞ্চায়েতের খাদভি, তারালা এবং সরাট গ্রামে ভয়ঙ্কর বৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। কুল্লুর পুলিশ সুপার গুরুদেব শর্মা জানিয়েছেন, ভারী বৃষ্টিতে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে কুল্লুজেলার মণিকরণ উপত্যকায়। চোজ গ্রামে জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে অনেক বাড়ি। গত কয়েক দিন ধরেই হিমাচল প্রদেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। হঠাৎই মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে স্থানীয় নদীর জলস্তর বেড়ে গিয়ে হড়পা বান দেখা গিয়েছে। কুল্লু জেলার খাড়ভি, তরলা ইত্যাদি এলাকা ভয়ঙ্কর ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। জলের তোড়ে একাধিক গাড়ির ভেসে যাওয়ার খবর মিলেছে। যদিও হতাহতের কোনও খবর মেলেনি। হড়পা বান এবং প্রবল বৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে বাড়ি থেকে চাষের জমির।অন্যদিকে, হিমাচল প্রদেশের শিমলার ঢালিতে মৃত্যু হয়েছে একটি মেয়ের। শিমলা পুলিশ জানিয়েছে, রাস্তার ধারে ঘুমিয়ে ছিল মেয়েটি, ভারী বৃষ্টিতে ভূমিধসের কারণে ওই মেয়েটির মৃত্যু হয়েছে। আরও দু''জন আহত হয়েছেন, তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

দেবী কালী নিয়ে মহুয়ার মন্তব্যের ক্ষুব্ধ সুকান্ত, তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত তৃণমূলের

কলকাতা, ৬ জুলাই (হি.স.): দেবী কালী নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মহুয়া মৈত্রের মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার। ক্ষোভের সুরে সুকান্ত বলেছেন, মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত তৃণমূল কংগ্রেসের। বুধবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, 'মহুয়া মৈত্রের মন্তব্য থেকে নিজেদের আলাদা করতে পারে না তৃণমূল। যদি তৃণমূল তাঁর মন্তব্যকে সমর্থন না করে, তাহলে তাঁদের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত-হয় তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করা উচিত অথবা কয়েক দিনের জন্য দল থেকে সাসপেন্ড করা উচিত।' সুকান্ত আরও বলেছেন, 'মহুয়া মৈত্রের মন্তব্যের বিরুদ্ধে আমাদের মহিলা মোর্চা প্রতিবাদ করবে, থানায় যাবে এবং তাঁকে (মহুয়া মৈত্র) গ্রেফতার করার অনুরোধ করবে।' প্রসঙ্গত, ভারতীয় পরিচালক লীনা মানিমেকালাইয়ের তথ্যচিত্রের একটি পোস্টারে দেবী কালী রূপে এক মহিলাকে ধূমপান করতে দেখা যাচ্ছে। যা নিয়ে সম্প্রতি বিতর্ক দানা বেঁধেছে। সোমবার কলকাতার এক অনুষ্ঠানে দেবী কালীকে নিয়ে ওই ছবির পোস্টার সংক্রান্ত প্রশ্নের প্রেক্ষিতে একটি মন্তব্য করেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া। তার পরেই তাঁর সেই মন্তব্য নিয়ে জোর বিতর্ক শুরু হয়।এদিকে, এদিন ফের একবার সিএএ নিয়ে মুখ খুলেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেছেন, 'এটা আমাদের প্রতিশ্রুতি যে আমরা সিএএ বাস্তবায়ন করব। আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি যে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে সিএএ কার্যকর হবে।'

বায়ুসেনার রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন, মোট আবেদনকারী ৭,৪৯,৮৯৯

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই (হি.স.): অগ্নিপথ নিয়োগ প্রকল্পে ভারতীয় বায়ুসেনার দ্বারা যে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল গত ২৪ জুন, তা সম্পন্ন হয়েছে। বুধবার এমনটাই জানিয়েছে ভারতীয় বায়ুসেনা। মোট আবেদনকারীর সংখ্যা ৭,৪৯,৮৯৯, যা কোনও নিয়োগ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ। ভারতীয় বায়ুসেনার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অগ্নিপথ নিয়োগ প্রকল্পে বায়ুসেনার দ্বারা পরিচালিত অনলাইন রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। অতীতে ৬,৩১, ৫২৮টি আবেদনের তুলনায়, যা যে কোনও নিয়োগ চক্রে সর্বোচ্চ ছিল, এবার ৭,৪৯, ৮৯৯টি আবেদন গৃহীত হয়েছে।
প্রসঙ্গত, অগ্নিপথ নিয়োগ প্রকল্পের অধীনে ভারতীয় বায়ুসেনার প্রথম ব্যাচের অগ্নিবীরদের নিয়োগের জন্য রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল গত ২৪ জুন থেকে। আগ্রহী প্রার্থীরা ভারতীয় বায়ুসেনার সরকারি ওয়েবসাইট থেকে আবেদন করেছেন। মোট ৭,৪৯,৮৯৯টি আবেদন গৃহীত হয়েছে বলে জানিয়েছে বায়ুসেনা। প্রসঙ্গত, চলতি মাসের ১ তারিখ থেকে সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

অবৈধ কাঠ পাচার, আলিপুরদুয়ারে ধৃত ৪ পাচারকারী

আলিপুরদুয়ার, ৬ জুলাই (হি.স.): বিলাসবহুল বাসে করে অবৈধ কাঠ পাচার করতে গিয়ে পুলিশের জালে ৪ পাচারকারী। মঙ্গলবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালায় পুলিশ। আলিপুরদুয়ারের দমনপুরে জাতীয় সড়কের ওপর ওই বাসটিকে আটক করা হয়। এরপর বাসটিতে তল্লাশি চালিয়ে ৪৪টি সেগুন ও ৫০টি শিরিশ কাঠের গুঁড়ি উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ সূত্রে খবর, বাসটি উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে কাঠগুলি নিয়ে আসছিল। জানা গিয়েছে, ধৃত ৪ পাচারকারীর নাম-রত্নেশ কুমার রাই, গুরমিত সিং, রাহুল কুমার মহারাজ ও শঙ্কর রায়। বুধবার ধৃতদের আদালতে তোলা হবে। ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধির সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, বিলাসবহুল বাসে অবৈধ কাঠ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, যাতে পুলিশের সন্দেহ না হয়। কিন্তু, সেই প্রচেষ্টা বানচাল করে দেওয়া হয়েছে।

বিভিন্ন জায়গায়

● আটের পাতার পর

ছিলেন প্রাক্তন শিক্ষক কানাই শীল এবং কল্যাণপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এর সহকারী প্রধান শিক্ষিকা অঞ্জনা দেববর্মা সহ অন্যরা। শেষে স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে হয় কুইজ প্রতিযোগিতা। অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতা করে কল্যাণপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির আত্মজীবনী তুলে ধরেন বক্তারা। প্রচুর সংখ্যায় ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেয় অনুষ্ঠানে। ছাত্র ও ছাত্রীদের সামনে সমাজকর্মী অসীম দেবরায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে শুধুমাত্র করণী বা স্বল্প বেতনভোগী কর্মী তৈরির কারখানা হিসেবে দেখা উচিত নয় বলে মনে করতেন ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। আমাদের এমন ছাত্র তৈরি করা উচিত যারা দেশের স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান অর্থনীতি ব্যবসা ও শিল্প পরিচালনায় সুদক্ষ হবে।

এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে দিল্লি আনা হবে লালু যাদবকে, চলছে প্রস্তুতি

পটনা, ৬ জুলাই (হি.স.) : আরজেডি সুপ্রিমো লালু প্রসাদ যাদব পটনার পরস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তিন দিন ধরে আইসিইউতে ভর্তি থাকলেও এখন তাঁকে দিল্লিতে নেওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। লালু প্রসাদের ছেলে তেজস্বী যাদব তাঁকে নিতে পরস হাসপাতালে পৌঁছেছেন। লালু যাদবকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে দিল্লি নিয়ে যাওয়া হবে। এজন্য আজ দিল্লি থেকে একটি এয়ার অ্যাম্বুলেন্স আসবে এবং লালু যাদব তার পরিবারের সঙ্গে দিল্লি যাবেন।
লালু যাদবের স্বাস্থ্যের উল্লেখযোগ্য উন্নতি না হওয়ায় লালু যাদবকে দিল্লি এইমস-এ নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে লালু যাদবের পরিবার। এয়ার অ্যাম্বুলেন্স শীঘ্রই পটনা বিমানবন্দরে পৌঁছাবে এবং লালু বিকাল সাড়ে ৪ টায় দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। তার সঙ্গে থাকবেন স্ত্রী রাবড়ি দেবী, ছেলে তেজস্বী, তেজ প্রতাপ এবং তাদের মেয়ে মিসা ভারতী।
গত রবিবার রাবড়ির বাড়িতে সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়েছিলেন লালুপ্রসাদ। এতে তার ডান কাঁধে ফাটল দেখা দেয়। এছাড়াও কোমরে অনেক চোট ছিল। তাৎক্ষণিক চিকিৎসা দেওয়া হলেও রবিবার রাতে ব্যথা উপশমের ওষুধ খাওয়ায় তার অস্বস্তি বেড়ে যায়। তাই সোমবার ভোর সাড়ে ৩টায় তাকে পটনার পারস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর থেকে তিনি পারস হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি রয়েছেন। তাদের শ্বাস নিতে অসুবিধা হলে অক্সিজেন ইনজেকশনও দিতে হয়।

যুব কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

অন্ধ হয়ে রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীরা চলো পাল্টাই স্লোগানে শামিল হয়েছিলেন। রাজ্যে সরকার পরিবর্তনে বেকার যুবক যুবতীরা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন। অথচ বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর এসব বেকার যুবক-যুবতীদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। গত সাড়ে চার বছরে সরকার বেকারদের জন্য কোন চিন্তা ভাবনাই করেনি। বেকারদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের বেকাররা হতাশায় ভুগছেন। হতাশাগ্রস্ত বেকাররা বিজেপি সরকারকে যোগ্য জবাব দিতে প্রস্তুত। বেকার যুবক যুবতীরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের পতাকা তলে শামিল হয়ে বিজেপির নেতৃত্বে সরকারকে যোগ্য জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছেন। যুব কংগ্রেস সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট নয় দফা দাবি ভিত্তিতে আগামী ১৮ জুলাই থেকে তিন দিনের কোন অবস্থান আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। আগরতলায় কংগ্রেস ভবনের সামনে এই তিন দিনের কোন অবস্থান আন্দোলন সংঘটিত করা হবে। প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সভাপতি রাখু দাস দাবিগুলি উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন অবিলম্বে সরকার এসব দাবি পূরণ না করলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হতে প্রস্তুত। প্রদেশ যুব কংগ্রেস উত্থাপিত দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, টেট উত্তীর্ণ সমস্ত বেকারদের একসঙ্গে নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে, ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস বাহিনীতে নিয়োগের দুর্নীতির উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের জন্য একজন বিচারপতিকে দিয়ে তদন্ত করতে হবে, অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিত করতে হবে, রাজ্যকে নেশা মুক্ত করতে এনডিপিএস এর ধারাকে আরো কঠোর করতে হবে, আউটসোর্সিং প্রথায় নিয়োগ বন্ধ করে সরকারকে সরাসরি নিয়োগের উদ্যোগ দিতে হবে, যুব কংগ্রেসের কর্মীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মিথ্যা মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহার করে নিতে হবে এবং নির্বাচনী সন্ত্রাসে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি পরিবারকে সরকারের তরফ থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে আর্থিক সাহায্য প্রদান করতে হবে। প্রদেশ যুব কংগ্রেস নয় দফা দাবির ভিত্তিতে আগরতলা কংগ্রেস ভবনের সামনে তিন দিনব্যাপী যে গণ অবস্থান আন্দোলনের ডাক দিয়েছে সেই আন্দোলনে বেকার যুবক যুবতীদের ব্যাপক সংখ্যায় অংশগ্রহণ করার জন্য প্রদেশ যুব কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি রাখু দাস আহবান জানিয়েছেন।

গত ২৪ ঘন্টায় বিশ্বে করোনায় আক্রান্ত প্রায় ৮ লাখ, মৃত ১২৫২

ওয়াশিংটন, ৬ জুলাই (হি. স.) : গত ২৪ ঘন্টায় বিশ্বে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৭ লাখ ৮০ হাজার ১১৫ জন। মহামারির শুরু থেকে এ পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৫ কোটি ৬৩ লাখ ৯ হাজার ৮৯৯ জনে। এছাড়া করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন ৫৩ কোটি ৬ লাখ ৭৩ হাজার ৭৯৯ জন। একদিনে সুস্থ হয়েছেন ৬ লাখ ৫০ হাজার ১৪৯ জন।
পাশাপাশি একই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ১ হাজার ২৫২ জনের। এ নিয়ে বিশ্বে করোনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৩ লাখ ৬৪ হাজার ৩৯২ জনে। গত ২৪ ঘন্টায় সবচেয়ে বেশি করোনা শনাক্ত হয়েছে ফ্রান্সে, ২ লাখ ৬ হাজার ৫৫৪ জন। এ সময়ে দেশটিতে মারা গেছেন ৭৫ জন। এ নিয়ে দেশটিতে মৃত্যু বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৪৯ হাজার ৮০১ জনে। মহামারির শুরু থেকে এ পর্যন্ত ৩ কোটি ১৬ লাখ ৫৮ হাজার ৭২৭ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে।
ব্রাজিল দৈনিক মৃত্যুতে শীর্ষে রয়েছে। বিশ্বে মৃত্যুতে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা দেশটিতে এ সময়ে ৩৯৩ জন মারা গেছেন। নতুন করে ৭৪ হাজার ৫২৮ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে দেশটিতে মৃত্যু বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬ লাখ ৭২ হাজার ৪৯৪ জনে। আর মোট করোনা শনাক্ত হয়েছে ৩ কোটি ২৬ লাখ ১০ হাজার ৮৩০ জনের।
করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত দেশের তালিকার শীর্ষে থাকা যুক্তরাষ্ট্রে ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ৪৫ হাজার ৬৮৫ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে। একই সময়ে মারা গেছেন ১৪৪ জন। এ নিয়ে দেশটিতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ৮ কোটি ৯৭ লাখ ৩১ হাজার ৭৯৯ জনে। এ পর্যন্ত মারা গেছেন ১০ লাখ ৪৩ হাজার ৮৭৯ জন।
এ সময়ে বাংলাদেশে করোনা আক্রান্ত হয়ে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে করোনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৯ হাজার ১৮১ জনে। এসময়ে রোগী শনাক্ত হয়েছে ১ হাজার ৯৯৮ জন। এ নিয়ে মোট আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৯ লাখ ৮২ হাজার ৯৭২ জনে। এছাড়া একদিনে তাইওয়ানে ১০৩ জন, ইতালিতে ৯৪, ফ্রান্সে ৭৫ জন, রাশিয়ায় ৪৮ জন, অস্ট্রেলিয়ায় ৪৬ জন, স্পেনে ৩৭ মারা গেছেন। বুধবার সকালে আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান বিষয়ক ওয়েবসাইট ওয়ার্ল্ডোমিটারস থেকে এই তথ্য পাওয়া গিয়েছে।

"তাঁর দূরদর্শিতা এবং শ্রমের কারণেই আমরা রক্ষা পেয়েছি", শ্যামা প্রসাদকে শ্রদ্ধা তথাগতর

কলকাতা, ৬ জুলাই (হি. স.) : ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিনে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।তথাগতবাবু লিখেছেন, ''আজ ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকী। যে মহান মানুষটি ভারত বিভক্তির প্রয়োজনীয় প্রতিফলন হিসেবে বঙ্গভঙ্গের ঘটনা ঘটিয়েছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টার ফলেই আমরা বাঙালী হিন্দুদের ইসলামিক প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানে 'ঢিম্মী' হয়ে বাঁচতে (বা মরতে) হয়নি এবং ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের গর্বিত নাগরিক হিসেবে বসবাস করতে পারি।
শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ তৈরি না করলে কী হতো একবার ভেবে দেখুন। যে ১.২ কোটি হিন্দু হওয়ার অপরাধে পূর্ব বাংলা থেকে বিতাড়িত হয়েছিল তাদের আর কোথাও যাওয়ার ছিল না! এটা শুধুমাত্র তাঁর দূরদর্শিতা এবং শ্রমের কারণেই আমরা রক্ষা পেয়েছি। কিন্তু এটা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, ইসলামপন্থী এবং কমিউনিস্টরা (যারা ছদ্মবেশে শুধুমাত্র ইসলামবাদী) তাঁর প্রতি তাদের ঋণ স্বীকার করতে অস্বীকার করে; যদিও তাঁদের নেতারা তাঁদের পায়ের মাঝে লেজ রেখে পূর্ব বাংলায় পালিয়ে যায়! প্রনাম !''অপর একটি টুইটে তথাগতবাবু লিখেছেন, ''বাংলাদেশী মুসলমানরা দাঁত কিড়মিড় করছে ! শুধু ডঃ শ্যামাপ্রসাদের জন্য তারা গোটা বাংলাকে ইসলামিক রাষ্ট্র করতে পারল না ! বাঙালি হিন্দুকে 'ধিম্মি' বানাতে পারল না !''

তেরজন

● প্রথম পাতার পর

টমটমটি উল্টে যায়। তাতে গুরুতর ভাবে আহত হন টমটমে থাকা নয়জন যাত্রী। যদিও চালক অল্পবিস্তর আঘাত প্রাপ্ত হন। খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা আহতদের কদমতলা হাসপাতালের নিয়ে আসলে চারজনের অবস্থা গুরুতর দেখে জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয় ।তবে বাকিদের কদমতলা হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে ।স্থানীয় থানার পুলিশ একটি পথদূর্ঘটনার মামলা হাতে নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। দূর্ঘটনাগ্রস্ত টমটমটি পুলিশ হেফাজতে নিয়েছে। তবে পুলিশ ও দমকল কর্মীদের প্রাথমিক ধারনা,অধিক যাত্রীর কারনেই এই পথ দূর্ঘটনা।
যান দুর্ঘটনা বর্তমানে প্রতিদিনকার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদিন বিভিন্ন এলাকা থেকে যান দুর্ঘটনার খবর উঠে আসছে। যান দুর্ঘটনা ঠেকাতে তেমন কোন ব্যবস্থা নেই রাজ্যের ট্রাফিক দপ্তরের। হঠাৎই ট্রাফিক কর্তাবাবুদের রাস্তায় চেকিং করতে দেখা গেলেও প্রাণঘাতী এই দুর্ঘটনাগুলিতে ট্রাফিক দপ্তরের ভূমিকা নেহাতই দপ্তরের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলছে। বুধবার ফের যান দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু সহ গুরুতর আহত বেশ কয়েকজন। এদিন একটি ঘটনা ঘটেছে বিলোনিয়ায়। অপরটি ছেচরিমাই এলাকায়। রাজ্য পরিদর্শন এসেছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ দুই মহিলা আধিকারিক আইএফএস ডা: সুরভী সিং এবং অবর সচিব ডা: তানিয়া দে। বুধবার উদয়পুর মাতাবাড়িতে যাওয়ার সময় বিশ্রামগঞ্জ থানাধীন ছেচরিমাই স্কুলের সামনে তাদের গাড়িটি দুর্ঘটনাগ্রস্থ হয়। এতে গুরুতর আঘাত পেয়েছেন দুই মহিলা আধিকারিকসহ তাদের গাড়ির চালকেরা। প্রথমে তাদের বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাদের আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

প্রশাসন

● প্রথম পাতার পর

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পশ্চিম জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সঙ্গীতা চক্রবর্তী জানান তাদের কাছে খবর রয়েছে আগরতলা শহর এলাকাতেই ৫০টির বেশি বেআইনি প্যাথলজি ল্যাব গড়ে উঠেছে। এসব ল্যাবের বৈধ কোন কাগজপত্র নেই। অথচ তারা রমরমা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। এ ধরনের ল্যাবে রক্তসহ অন্যান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সাধারণ মানুষ সমস্যায় পড়তে পারেন বলেও তিনি স্বীকার করেন। সেজন্যই স্বাস্থ্য দপ্তর এ ধরনের বেআইনি ল্যাবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি জানান আজ বেশ কয়েকটি প্যাথলজি ল্যাবে তালা দেওয়া হয়েছে। বেআইনি এসব ল্যাবের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে তিনি জানান। শুধু রাজধানী আগরতলা শহরেই নয় রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমাতে এভাবে বেআইনিভাবে ল্যাব গড়ে ওঠার কথাও তিনি স্বীকার করেছেন। পশ্চিম জেলার মোহনপুর এবং জিরানীয়া মহকুমাতেও এমন অনেকগুলি প্যাথলজি ল্যাব রয়েছে। সেগুলির বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।
উল্লেখ্য রাজ্যের সাধারণ মানুষ রক্ত পরীক্ষার সহ অন্যান্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করানোর জন্য বিভিন্ন বেসরকারি ল্যাবে যান। সাধারণ মানুষের এসব বেআইনি প্যাথলজি ল্যাব সম্পর্কে তেমন কোন অভিজ্ঞতা থাকার কথা নয়। কারণ স্বাস্থ্য দপ্তরের অনুমতি ছাড়া এ ধরনের ল্যাব খুলে বসার সাহস দেখাবে তা সাধারণ মানুষ ভাবতেও পারেন না। অথচ আইন-কানুনের তোয়াক্কা না করে একাংশের লোকজন বেআইনিভাবে ল্যাব খুলে রমরমা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে অভিযানে নেমেছে স্বাস্থ্য দপ্তর। এ ধরনের অভিযান আগামী দিনগুলিতেও অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য রক্ত পরীক্ষা সহ অন্যান্য পরীক্ষা করাতে গিয়ে সাধারণ মানুষ প্রতিনিয়তই ঠকবাজদের খপ্পরে পড়তে বাধ্য হচ্ছেন। একই রক্ত পরীক্ষা কিংবা অন্যান্য পরীক্ষা বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন রকম রেট নেওয়া হয়েছে। আবার বিভিন্নপ্যাথলজি ল্যাবের পরীক্ষা নিরীক্ষার রিপোর্টও পৃথক পৃথক আসে। স্বাভাবিক কারণেই বিষয়টি চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রে খুবই ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করতে পারে। বিনা অনুমতিতে গড়ে ওঠা এসব ল্যাবের বিরুদ্ধে কঠোর আইনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা খুবই জরুরী।

মুঙ্গিয়াকামীতে

● প্রথম পাতার পর

ও বজ্রপাত হচ্ছিল আকাশে। ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় আসতেই কুমার জয় রিয়াং এর শরীরে তীব্র বজ্রপাত পড়ে। এই বজ্রাঘাতের ফলে প্রচন্ড যন্ত্রণায় ভুগছিল। যন্ত্রণার ফলে সেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে। এক সময় প্রচন্ড যন্ত্রণার ফলে সেই বাড়িতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। বুধবার সাড়ে ১১ টা নাগাদ তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় মৃত অবস্থায়। তেলিয়ামুড়া হাসপাতাল নিয়ে আসার পূর্বে তার মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে।এদিকে এলাকাবাসীদের অভিযোগ, বজ্রাঘাতের বাড়িতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া কুমার জয় রিয়াংকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা নিয়ে আসার সম্ভব হয়নি। ওই এলাকায় গাড়ির কোন ব্যবস্থা ছিল না। এমনকি ১০২ নম্বরে ফোন করলে এম্বুলেন্স পরিষেবা পাওয়া যাবে সেই বিষয়ে ও তারা ওয়াকিবহাল নয়। ফলে এক প্রকার বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হয়েছে কুমার জয় রিয়াংকে।এদিকে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছে এম্বুলেন্স কিংবা গাড়ির কোন ব্যবস্থা থাকলে হয়তোবা কুমার জয় রিয়াং আজ জীবিত থাকতো। ময়নাতদন্তের পর তার মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তার অকাল মৃত্যুতে গোটা এলাকায় শোকের ছায়ায় বিরাজ করছে।

উত্তীর্ণ

● প্রথম পাতার পর

স্বামীর মৃত্যুতে পরীক্ষা দেওয়া হয়নি।
তাঁর কথায়, মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার স্বপ্ন মনের মধ্যেই পুষে রেখেছিলাম। আজ সেই স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। তিনি জানান, নজরুল বিদ্যা মন্দির থেকে পরীক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর দুই মেয়ে বাণী বিদ্যাপীঠ স্কুল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক দিয়েছে। মা ও দুই মেয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায়, সকলেই অত্যন্ত খুশি প্রকাশ করেছেন।
তাঁর ছোট মেয়ে বলেন, মা আজ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। ঠাকুরের অশেষ কৃপায় তা সম্ভব হয়েছে। তাঁর বড় মেয়ে বলেন, শ্বশুর বাড়িতে থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছি। তাই, মা-কে বিশেষ সহায়তা করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু, আজ ফলাফলে ভীষণ খুশি হয়েছি।শিলা রাণী দাস বলেন, মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার জন্য দুই মেয়ে সাহস যুগিয়েছে। তাই, আজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছি। তিনি আগামীদিনে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবেন বলে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

আক্রান্ত ৭ জন

● প্রথম পাতার পর

৯৯.০৬ শতাংশ। এদিকে ০.৯১ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। এছাড়া ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৯২০ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ৫ জন এবং সিপাহিজলা জেলায় ২ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। বাকি চার জেলায় কেউ করোনা আক্রান্ত হননি। করোনার প্রকোপে মারাত্মক উর্দ গতি নতুন চিন্তাভাবনার প্রয়োজন বোধ করাচ্ছে। অবশ্য, ত্রিপুরা সরকার এখনো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রয়েছে বলে দাবি করছে। এখনই, কোন নয়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে না বলে স্বাস্থ্য দফতরের জনৈক আধিকারিক জানিয়েছেন।

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে প্রায় ২০০ জনের অধিক। এই স্কুলে ক্লাস ওয়ান থেকে টুয়েলভ পর্যন্ত মোট ১২টি ক্লাস চালাতে হয় আটজন শিক্ষক দিয়ে। ফলে বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন চালু রাখতে হিমশিম খেতে হচ্ছে শিক্ষকদের। আর এতে লেখাপড়া অবনতিতে গিয়ে ঠেকেছে ছাত্র-ছাত্রীদের।
রাস্তা অবরোধের খবর পেয়ে সাথে সাথে ছুটে আসেন শ্রীনগর আউটপোস্টের পুলিশ ও পৌয়াংবাড়ী আর.ডি. ব্লকের বিডিও। শেষ পর্যন্ত বিডিওর আশ্বাস পেয়ে প্রায় ২ ঘন্টা পর ছাত্রছাত্রীরা পথ অবরোধ তুলে নিয়েছে।

আলোচনা

● প্রথম পাতার পর

আরো ত্বরান্বিত করার প্রয়াস গ্রহণ করা হবে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের উপস্থিতিতে দলের নেতা কর্মীরা উজ্জীবিত হয়েছেন বলে তাদের অনুমান। পাহাড়ে শাসক দল বিজেপি ক্ষমতায় থেকেও এডিসির ক্ষমতা দখলকারী ত্রিপ্রা মথা দলের সামনে কোন প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি কেন সে প্রসঙ্গে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে, দলীয় মুখপাত্র দুদিনের কার্যকারিনী বৈঠকে প্রয়োজনীয় রণ কৌশল ঠিক করা হবে বলে জানিয়েছেন। সোজা কথায় দীর্ঘ দিন পর এই ধরনের কারযকারিনী বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ায় বিজেপি দলের নেতা কর্মীদের মনোবল বৃদ্ধি হলো বলে সংশ্লিষ্ট মহল মনে করছেন। আগামী কাল পর্যন্ত এই বৈঠক চলবে।প্রসঙ্গত, গোমতি জেলার দুই মন্ত্রী বাগমা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া ও রাধাকিশোরপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা কৃষক ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর, পর্যটন ও পরিবহন মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই ঐতিহাসিক সম্মেলন উদয়পুর মহকুমায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই উপলক্ষে উদয়পুরের বিজেপি দলের নেতা, মন্ত্রী সংগঠনের তারকাদের চাঁদের হাট বসেছে। বৈঠকে- সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, মুখ্যমন্ত্রী ডা:মানিক সাহা, রাজ্যের সব মন্ত্রী, বিজেপি দলের সব নির্বাচিত বিধায়ক থেকে সংগঠনের সমস্ত শাখার নেতৃবৃন্দ সহ জেলা সভাপতিগন উপস্থিত আছেন। পশ্চিম ত্রিপুরা সংসদীয় আসনের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য দিল্লিতে ব্যস্ত থাকায় উপস্থিত হতে পারেননি।

এবারে

● প্রথম পাতার পর

১০০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছে।এদিন তিনি বলেন, উচ্চ মাধ্যমিকে বিজ্ঞান বিভাগে ৩৫০১ জন, বাণিজ্য বিভাগে ৬৭২ জন এবং কলা বিভাগে ২৪৪২৯ জন ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, এবছর মাধ্যমিকে ৩২ জন এবং উচ্চমাধ্যমিকে ২৪ দিব্যাঙ্গন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছ।

দিনমজুরের

● প্রথম পাতার পর

আজ সাগর উচ্চমাধ্যমিকে কলা বিভাগে সবাইকে পিছনে ফেলে ৪৯৫ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। তাতে খুশী গোটা পরিবার। সাগর শিক্ষক হতে চায়।

বিলোনীয়ায়

● আটের পাতার পর

প্রতিবাদ করুন কিন্তু স্টোরও পদ্ধতি আছে। সব কাজে সবাই খুশি হন না। কিন্তু তাই বলে কাওকে মারার অধিকার কে দিয়েছে আপনাকে। আজকে প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রেস ক্লাবের সভাপতি স্নেহাশীষ চক্রবর্তী, সম্পাদক নারায়ণ সুর, মুখ্য উপদেষ্টা স্বপন কুমার দাশ সহ ক্লাবের বরিষ্ঠ সদস্য গন।

ক্রীড়াঙ্গন

ওড়িশায় জাতীয় দাবায় জয়-পরাজয়ের মধ্যেই এগুচ্ছে ত্রিপুরার দাবাড়ুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। ত্রিপুরার অর্শিয়াকে ফের হারতে হয়েছে। ওড়িশায় আয়োজিত জাতীয় অনূর্ধ ১৭ গার্লস চেস চ্যাম্পিয়নশিপে ত্রিপুরার অর্শিয়া আজ অষ্টম রাউন্ডে কর্নাটকের সরলক্ষী নায়ার-এর কাছে পরাজিত হয়েছে। ১১ রাউন্ডের খেলায় ৮ রাউন্ডের শেষে অর্শিয়া এ পর্যন্ত চার পয়েন্ট পেয়ে রেংকিংয়ে কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে। প্রথম রাউন্ডে অর্শিয়া, ওড়িশার প্রত্যাশা জেনা-কে, তৃতীয় রাউন্ডে কর্নাটকের মনসা-কে, ষষ্ঠ রাউন্ডে আসামের সুস্মিতা ভৌমিক-কে এবং সপ্তম রাউন্ডে কেরালার আস্থা জয়-কে পরাজিত করেছে। আপাতত: অর্শিয়া ২৯ নম্বর রেঙ্কে রয়েছে। পরবর্তী রাউন্ডের খেলায় সাফল্য পাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এদিকে, ওড়িশার কিট ও কিস বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত অনূর্ধ ১৭ জাতীয় ওপেন দাবার আসরে ত্রিপুরার দিগন্ত রায় আজ ৮ম রাউন্ডে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে ড্র করেছে। এ পর্যন্ত ৮ রাউন্ডের শেষে দিগন্তও চার পয়েন্ট পেয়ে ২৯ তম রেঙ্কে উঠে এসেছে। প্রথম রাউন্ডে দিগন্ত তেলেঙ্গানার ক্যান্ডিডেট মাস্টার কার্তিক সাই-কে হারিয়ে, তৃতীয় রাউন্ডে মধ্যপ্রদেশের মিশ্র কামাত-কেও হারিয়েছিল। ৪র্থ রাউন্ডে ওড়িশার জগদীশ বারীকের সঙ্গে ড্র-এর পর ষষ্ঠ রাউন্ডে ফের জয়ী হয়েছিল বিহারের দিব্যাংশু কুমার সিং-কে হারিয়ে। করতে বাধ্য হয়েছে। একই টুর্নামেন্টে ত্রিপুরার অপর দাবারু অনাবিল গোস্বামীও আজ অষ্টম রাউন্ডে পরাজিত হয়েছে। ৮ রাউন্ডের শেষে অনাবিলও ৪ পয়েন্ট পেয়ে আপাতত ৩১ তম রেঙ্কে রয়েছে। প্রথম রাউন্ডে অনাবিল মহারাষ্ট্রের গৌরাঙ্গ ভাঘের কাছে হারলেও পরবর্তী দুই রাউন্ডে তামিলনাড়ুর বালসুব্রামানিয়াম ও গোকুল কৃষ্ণকে হারিয়ে বেশ ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছিল। ষষ্ঠ ও সপ্তম রাউন্ডে অনাবিল ফের পরপর দুটো জয় পেয়েছে ওড়িশার তন্ময় তালিন বেহেরা ও হরিয়ানার বিভানকে হারিয়ে। ৯ জুলাই পর্যন্ত পর পর তিনদিন আরও তিন রাউন্ডের খেলায় ত্রিপুরার দাবাড়ু-রা ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে।

মনিপুরে প্রাইজমানি মহিলা ফুটবল, বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা -অরুনাচল মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। আগামীকাল অভিযান শুরু করছে ত্রিপুরা। উদ্বোধনী ম্যাচে আগামীকাল, বৃহস্পতিবার ত্রিপুরার প্রতিপক্ষ অরুনাচল প্রদেশ টাইগার্স। দুপুর সাড়ে ১২ টায় হবে ম্যাচটি। মনিপুরে অনুষ্ঠিত পূর্বোত্তর আমন্ত্রণ মূলক প্রাইজমানি বালিকাদের ফুটবল প্রতিযোগিতায়। আগামীকাল থেকে শুরু হবে আসর। চলবে ২৪ জুলাই পর্যন্ত। আসরে অংশ নিতে মঙ্গলবার দুপুরের বিমানে মনিপুর গেলেন রাজ্য দলের ফুটবলাররা। আজ, বুধবার সকালে রিও মাঠে অনুশীলন সেরে নেন দিপালী হালামরা। উদ্বোধনী ম্যাচে জয় পাওয়া নিয়ে আশাবাদী ত্রিপুরা দলের ফুটবলাররা। ফুটবলারদের শারীরিক ভাষায় তারই ইঙ্গিত দিয়েছে। ৮ জুলাই আসাম হিলস, ১১ জুলাই মেঘালয় লিওপার্ডস এবং ১২ জুলাই গ্রুপে নিজেদের শেষ ম্যাচে ত্রিপুরা খেলবে সিকিম পান্ডাস-এর বিরুদ্ধে। ৮টি দল আসরে অংশ নিচ্ছে। দুটি গ্রুপে রাখা হয়েছে দলগুলোকে। দুটি গ্রুপ থেকে দুটি করে দল সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র অর্জন করবে। ত্রিপুরার কোচ সুজিৎ ঘোষ মনিপুর থেকে টেলিফোনে বলেন, 'ভালো খেলা নিয়ে মেয়েরা আশাবাদী। আগামীকাল প্রথম ম্যাচে জয় পেলেই মেয়েদের আত্মবিশ্বাস বেড়ে যাবে। তা মাথায় রেখেই যাবতীয় প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। আশাকরি মেয়েরা হতাশ করবে না'। অরুনাচলের বিরুদ্ধে ত্রিপুরা আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলবে। তা মাথায় রেখেই শুরুতে ৪-৪-২ ছকে খেললেও ম্যাচ যত গড়াবে তখন ৪-৩-৩ ছকে খেলার পরিকল্পনা রয়েছে কোচের। তবে সংবাদ লেখা পর্যন্ত প্রথম একাদশ গড়া হয়নি। ত্রিপুরা থেকে ১২ জন ফুটবলার আসরে অংশ নিয়েছে। স্পন্সররা আরও ৬ জন করে ফুটবলার প্রতিটি দলকে দেবে। ফলে পুরো দল হাতে পেলেই গড়া হবে প্রথম একাদশ। দলনেত্রী দিপালী হালামও প্রথম ম্যাচে জয় পাওয়া নিয়ে আশাবাদী। প্রসঙ্গত: আসরের চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স দল সুদৃশ্য ট্রফি সহ প্রাইজমানি বাবদ পাবে যথাক্রমে ৫ এবং ২.৫ লাখ টাকা।

ত্রিপুরা দল: খাসমাইতি রিয়াং, অঞ্জনা ত্রিপুরা, ইলিশা জমাতিয়া, সালোনি জমাতিয়া, রতিকা রিয়াং, শম্পিলী জমাতিয়া, শাকচান্তি রিয়াং, ধনিতা রিয়াং, টেরেসা ডার্লং, বাসন্তি রিয়াং, পঞ্চমী দেবনাথ এবং দিপালী হালাম। কোচ: সুজিৎ ঘোষ। ম্যানেজার: সুপ্রিয়া দেব।

উদয়পুরে প্রসেনজিৎ স্মৃতি ক্রিকেট রিক্রিয়েশনকে হারিয়ে রাজারবাগ ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। রিক্রিয়েশন সেন্টারের এ কি হাল হলো। মাত্র ৩০ রানে ফুরিয়ে গেল তাদের ইনিংস। প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচু রাজারবাগ প্লে সেন্টার সহজ জয় ছিনিয়ে ফাইনালে পৌঁছেছে। ব্যাটিং ব্যর্থতার দায়ে হেরে বিদায় রিক্রিয়েশন সেন্টারের। উদয়পুর ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত প্রসেনজিৎ-স্মৃতি সিনিয়র ক্লাব ক্রিকেটের সেমিফাইনাল পর্যায়ের খেলা চলছে। জামজুরি মাঠে ম্যাচ। বৃষ্টি জনিত কারণে আগেই ম্যাচের ওভার কমিয়ে টি-টোয়েন্টি আদলে পরিবর্তন করা হয়েছে। ম্যাচ শুরুতে টস দিতে রাজারবাগ প্লে সেন্টার প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাট করার জন্য আমন্ত্রণ জানায় রিপ্রিয়েশন সেন্টারকে। পুরো ২০ ওভার খেলা সম্ভব হয়নি। ১৫.২ ওভার খেলে রিক্রিয়েশন সেন্টার মাত্র ৩০ রানেই ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে কেউ দুই অঙ্কের রানে পৌঁছুতে পারেনি। রাজারবাগের কমল দাস তিন রানে তিনটি উইকেট পেয়েছে। এছাড়া, বাসু দাস ও সৌরভ দাস দুজনেই পাঁচ করে রান দিয়ে দুটি করে উইকেট তুলে নেয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে রাজারবাগ প্লে সেন্টার অতি সহজেই ৪৭টি বল খেলে চার উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দলীয় ২৭ রানের মধ্যে চারটি উইকেট হারিয়ে রাজারবাগ প্লে সেন্টার একটু থমকে দাঁড়ালেও পঞ্চম উইকেটের জুটিতে কৃতিদীপ্ত দাস ও তন্ময় ঘোষ দলকে জয় এনে দেয়। রিক্রিয়েশন সেন্টারের সুজন দাস তিনটি উইকেট পেয়েছে ১৫ রানের বিনিময়ে। দুর্দান্ত বোলিং-এর স্বীকৃতি স্বরূপ রাজারবাগের কমল দাস পেয়েছে ম্যান অফ দ্য ম্যাচের খেতাব। আগামীকাল বিরতি। ৮ জুলাই, শুক্রবার টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে কিল্লা বরক কোচিং সেন্টার খেলবে বিবেক সংঘের বিরুদ্ধে।

ঋদ্ধিমান সস্ত্রীক আসছেন ৮ই, ৩০ লক্ষের বিনিময়ে খেলবেন ত্রিপুরার হয়ে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। ক্রিকেটার ঋদ্ধিমান সাহা আসছেন ৮ই জুলাই। সঙ্গে স্ত্রী দেবারতি মিত্রও (রুমি সাহা) আসছেন। সন্তানদ্বয় অন্বি-অন্বয়রা আসবে কিনা তা এখনোও জানা যায়নি। তবে আগরতলায় পা রাখার আগেই সস্ত্রীক উদয়পুরে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিতে যাবেন। ত্রিপুরা সুন্দরী মায়ের কাছে নিজেদের পাশাপাশি সকলেরই মঙ্গল কামনা করবেন। ওইদিনই আগরতলায় ফিরে মুখ্যত: ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সঙ্গে মৌ-এ স্বাক্ষর করতে যাচ্ছেন। মূলতঃ রঞ্জি ট্রফিতে ত্রিপুরার হয়ে খেলার জন্য। যদিও চুক্তিটা এক বছরের জন্য হতে যাচ্ছে বলে খবর রয়েছে। আর তা হচ্ছে বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী ৩০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে। ক্রিকেট প্রেমীরা ভালো খেলার পাশাপাশি রাজ্য দলের সাফল্যের প্রত্যাশায় দিন গুণছেন। ঋদ্ধিমান সাহা, পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ির শক্তিগড়ে জন্মগ্রহণকারী বয়স ৩৭-এর, ভারতের উদীয়মান ক্রিকেটার। তিনি মূলতঃ ডানহাতি ব্যাটসম্যান ও বিশেষজ্ঞ উইকেট কিপার। ভারতীয় ক্রিকেট দলের একসময়ের অন্যতম সদস্য ঋদ্ধিমান ঘরোয়া ক্রিকেটে বাংলা ও আইপিএল-এ কলকাতা নাইট রাইডার্স, চেন্নাই সুপার কিংস, কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব, সানরাইজার্স হায়দরাবাদ এবং গুজরাট টাইটানসএর হয়ে খেলেছেন। আইপিএল-এর সপ্তম আসরের চূড়ান্ত খেলায় প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে কলকাতা নাইট রাইডার্স-এর বিপক্ষে সেঞ্চু রি করেন। এবারকার আইপিএল-এর চ্যাম্পিয়ন দলের ওপেনার ব্যাটসম্যান। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে প্রবেশের আগে তিনি অনূর্ধ ১৯ ও অনূর্ধ ২২ দলে খেলেন। ২০০৬-০৭ মৌসুমে রঞ্জি ট্রফি প্রতিযোগিতায় আসামের বিপক্ষে একদিনের ক্রিকেটে অভিষেক ঘটে তার। কিন্তু ওই খেলায় তিনি ব্যাটিংয়ের সুযোগ পাননি। পরের খেলায় ব্যাটিংয়ে নামলেও তিনি শূন্য রানে আউট হন। ২০০৭-০৮ মৌসুমে হায়দ্রাবাদের বিপক্ষে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে অভিষিক্ত হন তিনি। বাংলার ১৫তম খেলোয়ার হিসেবে তিনি অভিষেকেই শতরান হাঁকানোর গৌরব লাভ করেন। দুর্দান্ত ক্রীড়াশৈলী প্রদর্শন করায় ২০০৮ সালে কলকাতা নাইট রাইডার্স-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হন। ইজরায়েলের আমন্ত্রিত একাদশের বিরুদ্ধে তিনটি সীমিত ওভারের খেলায় অংশগ্রহণের জন্য তাকে ভারতের "এ" দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। দীনেশ কার্তিকের বিপরীতে সংরক্ষিত উইকেট কিপার হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে অনুষ্ঠিত টেস্ট সিরিজে অংশগ্রহণের জন্য ঋদ্ধিমানকে ২৮ জানুয়ারি, ২০১০ তারিখে ভারতের টেস্ট দলে ডাকা হয়। প্রথম টেস্টে ভিভিএস লক্ষণের আঘাত প্রাপ্তি ও অনুশীলনীতে রোহিত শর্মা আহত হওয়ায় মাঠে নামার সুযোগ পান তিনি। ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ তারিখে নাগপুরে অনুষ্ঠিত প্রথম টেস্টে এস বদ্রিনাথের সঙ্গে তারও একযোগে অভিষেক ঘটে। প্রথম ইনিংসে শুন্য ও দ্বিতীয় ইনিংসে দর্শনীয় ৩৬ রান করেন।

শতদলে ক্রিকেটে ভর্তি হতে আহ্বান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। শতদল সংঘে ছোটদের ক্রিকেট প্রশিক্ষণ ইতিমধ্যে শুরু হতে যাচ্ছে। অনূর্ধ ১৩ ও অনূর্ধ ১৫ ক্ষুদে ক্রিকেটারদের ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অনুমোদিত শতদল সংঘের হয়ে খেলার জন্য ইতিমধ্যে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে ভর্তি হতে ইচ্ছুক ক্ষুদে ক্রিকেটারদের রাজু রায় (ফোন ৮৭৩২০৯৯০৮৮), শুভম সাহা, রতন বণিক ও দুলাল সাহা প্রমুখদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে আহ্বান করা হচ্ছে। শতদল সংঘের সম্পাদক অধীর দেবনাথ এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

ফুটবল : জম্পুই-এর জয় অব্যাহত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। জয় অব্যাহত রাখলো জম্পুই প্লে সেন্টার। পরাজিত করলো ইউ বি নগরকে। পিত্রা কামি সুপার কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায়। খেলা হচ্ছে পিত্রা কামি স্কুল মাঠে। আসরের উদ্যোক্তা হোলি অ্যাসোসিয়েশন (পিত্রা কামি ক্লাব)। বুধবার ম্যাচের শুরু থেকেই বল দখলের লড়াইয়ে একক আধিপত্য দেখাতে থাকেন জম্পুই প্লে সেন্টারের ফুটবলাররা। দলকে আক্রমণে নেতৃত্ব দেন কউতাল জমাতিয়া। জম্পুই প্লে সেন্টার জয়লাভ করে ২-১ গোলে। বিজয়ী দলের পক্ষে দুটি গোলই করেন কউতাল জমাতিয়া। বিজীত দলের পক্ষে একমাত্র গোলটি করেন অজয় জমাতিয়া। খেলা পরিচালনা করেন গোবিন্দ জমাতিয়া। প্রসঙ্গত: আসরের চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স দল সুদৃশ্য ট্রফি সহ প্রাইজমানি বাবদ পাবে যথাক্রমে ৫০ এবং ৩০ হাজার টাকা। এছাড়া থাকছে আকর্ষনীয় পুরস্কার।

আন্তঃকলেজ ভলিবলে এম.বি.বি চ্যাম্পিয়ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। আন্তঃ কলেজ ভলিবল টুর্নামেন্টে এম.বি.বি কলেজ দল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। টিম এম.বি.বি ইউনিভার্সিটি পেয়েছে রানার্স খেতাব। এম.বি.বি কলেজ মাঠে আয়োজিত আন্তঃ কলেজ ভলিবল টুর্নামেন্টে মহিলা বিভাগে গার্লস-বি দল ২৫-১১, ১২-২৫ ও ১৫-২ পয়েন্টে গার্লস-এ দলকে হারিয়ে খেতাব জিতে নিয়েছে। ছেলেদের বিভাগে টিম এম.বি.বি ইউনিভার্সিটি ১৬-২৫, ২৫-১৭ ও ১৫-৬ পয়েন্টে বি.বি.এম.সি-কে পরাজিত করে ফাইনালে উঠে। অপর খেলায় এম.বি.বি কলেজ দল ২৫-৯ ও ২৫-১৪ পয়েন্টে ত্রিপুরা লকলেজ-কে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে। খেতাবী লড়াইয়ে এম.বি.বি কলেজ ২৫-২২ ও ২৫-২০ পয়েন্টে টিম এম.বি.বি ইউনিভার্সিটি-কে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন শিরোপা জিতে নিয়েছে। প্রতিযোগিতা শেষে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত এম.বি.বি ইউনিভার্সিটি-র উপাচার্য প্রফেসর সত্যদেও পোদ্দার প্রমুখ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

টি.এফ.এ-তে লাইফ মেম্বারদের বায়োডেটা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে লাইফ মেম্বারশিপ কার্ড প্রদান করা হচ্ছে। আজীবন সদস্যদের মধ্যে যাঁরা এখনোও নিজস্ব বিভিন্ন তথ্যাবলী টি.এফ.এ-তে জমা দেননি, তাঁদের আগামী ২০ জুলাইয়ের মধ্যে, ছুটির দিন ব্যতিরেকে সেগুলো জমা দিতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। বিশেষ করে সম্প্রতি তোলা এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, সঙ্গে নাম, পিতার নাম, ঠিকানা, জন্ম তারিখ এবং যোগাযোগের ফোন নম্বর ইত্যাদি বায়োডেটা টি.এফ.এ অফিসে জমা দেওয়ার জন্য সাধারণ সম্পাদক অমিত চৌধুরী এক বিবৃতিতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের নেতৃত্ব দেবেন শিখর ধাওয়ান

মুম্বই, ৬ জুলাই (হি. স.) : ২২ জুলাই থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ খেলবে ভারত। যার জন্য বুধবার ১৬ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ভারতীয় দলে রয়েছে একাধিক চমক। স্কোয়াডে নেই প্রথম সারির একাধিক ক্রিকেটার। কার্যত দ্বিতীয় সারির দল নিয়েই ক্যারিবিয়ানদের বিপক্ষে নামতে চলেছে টিম ইন্ডিয়া। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজে ভারতীয় দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হলেন শিখর ধাওয়ান। সহ অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজা। অল-ইন্ডিয়া সিনিয়র সিলেকশন কমিটি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের জন্য স্কোয়াড ঘোষণা করে।

বিসিসিআই-এর তরফ থেকে একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, 'অল-ইন্ডিয়া সিনিয়র সিলেকশন কমিটি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের জন্য স্কোয়াড বাছাই করেছে। এই ম্যাচ গুলি কুইন্স পার্ক ওভাল, পোর্ট অফ স্পেন, ত্রিনিদাদে খেলা হবে।' রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, জসপ্রীত বুমরাহর মতো সিনিয়র ক্রিকেটারদের বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে।

স্কোয়াডে নেই ঋষভ পান্ত, হার্দিক পান্ডিয়াও। এই সিরিজের জন্য দীপক হুডা, আর্শদীপ সিং, আভেশ খান এবং প্রসীধ কৃষ্ণার মতো বেশ কিছু তরুণ মুখ দলে রয়েছেন। উইকেটরক্ষক হিসেবে থাকছেন ইশান কিষাণ এবং সঞ্জু স্যামসন।

এক নজরে দেখে নিন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ভারতের ওডিআই স্কোয়াড: শিখর ধাওয়ান (অধিনায়ক), রুতুরাজ গায়কওয়াড়, শুভমন গিল, দীপক হুডা, সূর্যকুমার যাদব, শ্রেয়স আইয়ার, ইশান কিষাণ (উইকেটরক্ষক), সঞ্জু স্যামসন (উইকেটরক্ষক), রবীন্দ্র জাদেজা (সহ-অধিনায়ক), শার্দুল ঠাকুর, যুজবেন্দ্র চাহাল, অক্ষর প্যাটেল, আভেশ খান, প্রসীধ কৃষ্ণা, মহম্মদ সিরাজ, আর্শদীপ সিং।

আস্তাবল স্পোর্টস এন্ড কোচিং সেন্টারের সাধারণ বৈঠক ১০ই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। আস্তাবল স্পোর্টস এন্ড কোচিং সেন্টারের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ডাকা হয়েছে। আগামী ১০ জুলাই, রবিবার দুপুর ১টায় আস্তাবল স্পোর্টস এন্ড কোচিং সেন্টারের সকল সদস্যদের পরবর্তী নতুন কমিটি গঠন করার জন্য এক বৈঠক আহবান করা হয়েছে। পাশাপাশি এই বৈঠকে কোচিং সেন্টারের পরবর্তী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যও বিস্তারিত আলোচনা হবে। রামনগর ৬ নম্বর রোডস্থিত বিলাসভবন বিয়ে বাড়িতে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। আস্তাবল স্পোর্টস এন্ড কোচিং সেন্টারের সকল সদস্যদের ওইদিন যথাস্থানে, যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য সেন্টারের সম্পাদক কৌশিক রায় এক বিবৃতিতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

বিলোনিয়ায় ফুটবল, জয়ী ইউনাইটেড

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। জয় পেলো ইউনাটেড ব্রাদার্স। পরাজিত করলো মালতি রিয়াং পাড়াকে। সুখেন চন্দ্র মজুমদার স্মৃতি নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতায়। বড়পাথরি স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত আসরের চতুর্থ দিন বুধবার দু'দল মুখোমুখি হয়। শুরু থেকেই দুইদলের ফুটবলাররা আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে। বল দখলের লড়াইয়ে একে অপরকে ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে শুরু থেকেই। দুদলের ফুটবলাররাই বেশ কয়েকটা সুযোগ পেলেও আক্রমণভাগের ফুটবলারদের ব্যর্থতায় জাল নাড়াতে পারেনি। বিরতির পর দমের অভাব দেখা দেয় মালতি রিয়াং পাড়ার ফুটবলারদের। ওই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে জয় ছিনিয়ে নেয় ইউনাটেড ব্রাদার্স। বিজয়ী দলের পক্ষে হিরণ ত্রিপুরা এবং বিজয় ত্রিপুরা গোল করেন। খেলা পরিচালনা করেন রেফারি অসীম বৈদ্য। প্রসঙ্গত: আসরের চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স দল সুদৃশ্য ট্রফি ছাড়া প্রাইজমানি বাবদ পাবে যথাক্রমে ২৫ এবং ১৫ হাজার টাকা।

NOTICE INVITING TENDER

DNIT. No. F.3(65)-DDH(G)/2022-2023/464-65 **Dated: 04/07/2022**

The Dy. Director of Horticulture, Gomati District, Udaipur invites tender in single Bid system (Technical & Financial) for determining single rate of Dragon Fruit Rooted Cutting for supply during the year 2022-23 in Gomati District from the individual nursery man having valid licence issued by the State Govt. under Tripura Nursery Regulation Act, 2013.

Name of the Item	Estimated cost/ Value	EMD & Tender fee	Completion period	Tender purchase & tender dropping Date & Time	Date of Opening bid
Supply of 20,350 nos. of **Dragon Fruit Rooted Cutting** under MGNREGA scheme	Rs. 4,99,593/-	Rs. 9992/- (Rupees nine thousand nine hundred ninety two only) Tender Fee-Rs.200/-	20 days	08.07.2022 at 11:00 A.M. to 3:00 P.M. 22.07.2022 & Up to 1:00 P.M. of 25.07.2022	27.07.2022 at 3:00 P.M. (if possible)

Last date and time for tender submission — **25.07.2022 up to 1:00 P.M.**
Date & time for opening tender — **27.07.2022 at 3:00 P.M. (if possible)**
Earnest Money Deposit (EMD) is to the made under any Nationalized Bank.
Tender Fee (TF) — On submission of Tender Fee in cash and photo copy of valid license of nursery,
tender documents will be available at DDH, Gomati office.

(Md. Farukul Ata Islam)
Deputy Dir for of Horticulture
Gomati District, Udaipur

ICA-C-1185/22

The **Executive Engineer, Engineering Cell, Samagra Shiksha, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, West Tripura** invites on behalf of the 'Governor of Tripura' online percentage/ item rate e- tender from the eligible Central & State Public Sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/ CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 25/07/2022 for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Construction of CWSN Toilet at 6 (Six) nos. School under Mohanbhog, Nalchar and kathalia block of Sepahijala District under Samagra Shiksha DNIeT NO: 32/EE/ENGG.CELL/Samagra/2022-23	Rs. 15,30,000.00	Rs. 30,600.00	4 (Three) months	Up to 3PM 25/07/2022	At 27/07/2022 Hrs on 11am.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	Construction of CWSN Toilet at 6(Six) nos. School under Boxanagar and Nalchar Block of Sepahijala District under Samagra Shiksha DNIeT NO: 33/EE/ENGG.CELL/Samagra/2022-23	Rs. 15,30,000.00	Rs. 30,600.00	4 (Three) months				

All details can be seen in Press Notice & Bid Documents for the works on webebsite https://tripuratenders.gov.in at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidder.

(Er.S. Debbarma)
Executive Engineer
Samagra Shiksha, Tripura.

ICA-C-1180/22

TRIPURA. No.F.852 /SNP/SNM/TS/2022-23/1719-32, Dated, Sonamura the 04th July'2022.

SHORT NOTICE INVITING TENDER NO. 02/SNP/SNM/TS/2022. Dated, 04/07/2022

Separate sealed percentage rate tenders are invited by Executive Officer, on behalf of the "Hon'ble Chairperson, Sonamura Nagar Panchayet" from enlisted Contractor/Firms/Agencies of Tripura PWD/ TTAADC in appropriate class and from the contractor registered in the appropriate class of MES Railways, CPWD and other state PWD in PWD FORM NO. 7(SEVEN) up to 3.00 PM. on 14/07/2022 for the following works.
Tender will be opened on the same date at 3.30 PM. if possible.

Sl. No	Name of Works	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Cost of Tender Form
01	Laying paver block for vending zone near ARD Office under Sonamura Nagar Panchayat during the year 2022-23(L=25.00m) D.N.I.T No.15/SNP/SNM/TS/2022-23.	Rs.1,67,959.00	Rs.3,359.00	01 (one) month	Rs.1000.00
02	Laying paver block for vending zone near Nazrul Park under Sonamura Nagar Panchayat during the year 2022-23(L=30.00m) D.N.I.T No.16/SNP/SNM/TS/2022-23.	Rs.1,93,494.00	Rs.3,870.00	01 (one) month	Rs.1000.00

Earnest money should be deposited in the State Bank of India or any schedule Bank of India guaranteed by the RBI in the shape of "Deposit - at - call "or Demand draft" with 06 (six) months validity in favour of the Executive Officer, Sonamura Nagar Panchayat, Sepahijala Tripura.
Tender forms can be had on 05/07/2022 from the office of the Executive Officer, Sonamura Nagar Panchayat, Sepahijala Tripura on payment of cost of Tender Form as indicated above only in cash (Non - Refundable) on any working days during office hours up to 4.00 PM on 12/07/2022 on submission of written application along with valid documentary proof (in a shape of photo copy and signature of contractor attested by Gazetted Officer not later than 30 (thirty) days old on 14/07/2022 of PTCC,STCC/GST No, PAN (permanent account number) card issued by the Income Tax of Department, Government of India, enlistment and valid license regarding engagement workers in the contract works from Labour Department, Government of Tripura. Receipt of application for issue of tender form will be closed on 12/07/2022 at 4.00PM. Tender (s) drop in the Tender box in the office of the Sonamura Nagar Panchayat on 14/07/2022 up to 3.00PM. Seal tender (s) shall be opened by the Executive Officer, Sonamu.'n Nagar Panchayat in presence of intending tenderers and others who may like to be present at 3.30PM on 14/07/2022 if possible. The tender of the Contractors who do not deposit the earnest money in the manner prescribed above, will be summarily rejected.

Executive Officer
Sonamura Nagar Panchayat
Sonomura, Sepahijala Tripura

ICA-C-1175/22

PRESS NIeT. NO. 14/EE/DWS/DIVN/UDP/2022-23
Dated. 30/06/2022

The Executive Engineer, DWS Division, Udaipur, Gomati Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender in single bid system from the approved and eligible Contractors / Firms / Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD / Railway / P&T / Other State PWD for the work as detailed below:-

Sl. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money
1	DNIeT. No. 76/CE/PWD(DWS)/2022-23	₹ 3,05,91,353.00	₹ 6,11,827.00
2	DNIeT. No. 77/ACE/PWD(DWS)/2022-23	₹ 1,80,90,637.00	₹ 3,61,813.00

Last date and time for document downloading and bidding : Up to 15.00 Hrs on **30-07-2022**
Place, Time and date of opening of online bid : 0/0 the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur at 15:30 on 30-07-2022 if possible Details tender notice may be seen in the office of the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur and office of the Assistant Engineer, DWS Sub-Division No- I/II, Udaipur/Kakraban/Killa/Rig/Amarpur/ Karbook/Ompi and the website **https://www.tripuratenders.gov.in**

(ER. S.H Jamatia)
Executive Engineer
DWS Division Udaipur
Gomati District, Tripura

ICA-C-1188/22

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী দেশের অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্বকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন: উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী চেয়েছিলেন আত্মনির্ভর ভারত। যে ভারতে প্রত্যেক মানুষের উন্নতি হবে। তিনি চেয়েছিলেন ভারত যাতে অবিচ্ছেদ্য থাকে। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী দেশের অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্বকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। আজ আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে ভারত কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ১২২তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন ত্রিপুরার উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা। তাঁর কথায়, ঐক্যবদ্ধ ভারত গড়ার জন্য লড়াই করেছিলেন ডঃ মুখার্জী। দেশের সব মানুষ যাতে ন্যায় বিচার পান সেই চেষ্টাও তিনি করেছিলেন। তিনি সবকিছুর ঊর্ধ্বে দেশের জন্য চিন্তা করতেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন অতিথিগণ। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের স্বপ্ন, চিন্তা ভাবনাতেই নতুন ভারতের অর্থ নিহিত রয়েছে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী এক বার্তায় একথাই বলেছিলেন। আর এটাই বাস্তব। যারা ইতিহাস থেকে কিছুই শেখে না, তারা বঞ্চিত থেকে যায়। সবকা সাথ সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস ও সবকা প্রয়াস- এটা শুধু কোনও রাজনৈতিক দলের শ্লোগান নয়। এই শ্লোগানের সাথে ভারতবর্ষের সংস্কৃতির সম্পর্ক রয়েছে। প্রাচীন ভারতের ঋক বেদেও এর সারবত্তা বলা হয়েছে। বাম নয়, ডান নয়- একটাই নীতি জাতীয়তাবাদ বা রাষ্ট্রবাদ। আর এই নীতিতেই বিশ্বাসী ছিলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী।

অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, অনেকে হয়তো অবগত নন যে ত্রিপুরার সাথেও একটা নিবিড় সম্পর্ক ছিল ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর। একটা সময় ত্রিপুরাকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করার গভীর চক্রান্ত হয়েছিল। তখন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ত্রিপুরার মহারাজা বীর বিক্রম মাণিক্যকে নিয়ে গিয়ে হিন্দু মহাসভার বৈঠকে সভাপতি করেছিলেন। এ সম্পর্কে বেশকিছু নথিপত্রও রয়েছে। লন্ডনে প্রথম হিন্দু মন্দির বানিয়েছিলেন ত্রিপুরার রাজা। উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, রাষ্ট্রধর্ম পালনের মাধ্যমেই প্রকৃত ধর্ম পালন করা সম্ভব। নবীন প্রজন্মকে ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস জানাতে হবে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতা রক্ষায় আত্মবলিদান দিয়েছিলেন। সারা দেশে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জন্মজয়ন্তী পালন করা হচ্ছে। তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা দিশা দেখিয়েছিলেন তাদের দেশবাসী চিরকাল মনে রাখবেন। সূর্য, চন্দ্র, তারা, গ্রহ যতদিন থাকবে ততদিন তাদের স্মরণ করবেন মানুষ। তিনি বলেন, দেশের অখন্ডতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বার্থে প্রাণ বলিদান দিয়েছেন ভারত কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। তাঁর অবদান অন্যান্য মনীষীদের চাইতে কোনও অংশে কম হতে পারে না। কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে রাখতে দীর্ঘ লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন তিনি। আজ কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা তুলে নেওয়া ডঃ মুখার্জীর লড়াইয়েরই ফসল। আর সেটা সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের তৎপরতায়। দেশকে এক নতুন দিশা দেখিয়ে গেছেন তিনি।

অনুষ্ঠানে মুখ্য আলোচক হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ কল্যাণ চক্রবর্তী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, ডঃ মুখার্জী ছিলেন বরাবরই একজন অসাধারণ মেধাবী ব্যক্তিত্ব। যথার্থ গুণী ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। তিনি প্রকৃত অর্থেই ছিলেন একজন সমাজসেবী। এর পাশাপাশি বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা ছিলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। তাঁর জীবনের অন্যতম লক্ষ্যই ছিল জনসেবা।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস বলেন, দেশের বীর সন্তানদের নিয়ে সারা বছর ধরে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করে থাকে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জন্মজয়ন্তী পালন একটা বড় উদ্যোগ। বিভিন্ন জেলায় এই কর্মসূচি পালন করা হয়। কেন্দ্রীয়ভাবে আগরতলাতে করা হয়েছে। ডঃ মুখার্জী দেশের উন্নয়নে তাঁর চিন্তাধারা ও ভাবধারা রেখে গিয়েছিলেন। তিনি দেশের কল্যাণে স্বপ্ন দেখেছিলেন।অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, রাজ্য উচ্চশিক্ষা পর্ষদের চেয়ারম্যান ডঃ অরুণোদয় সাহা, কালচারাল এডভাইজারি কমিটির চেয়ারম্যান কমল দেব। শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জীবন ও কর্মের উপর একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

বেকসুর খালাস যুব মোর্চার তেরজন কার্যকর্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৬ জুলাই।। ২০১৭ সালে ১৩ জন যুব মোর্চার কার্যকর্তার বিরুদ্ধে বিশালগড় থানায় মামলা দায়ের করেছিল সিপিএম। প্রদেশ যুব মোর্চার প্রাক্তন সম্পাদক জয়নাল দাস সহ চড়িলাম মন্ডল যুব মোর্চার সভাপতি গোপাল শর্মা, যুব মোর্চার জেলা সাধারণ সম্পাদক শ্যামল দেবনাথ সহ মোট ১৩ জন আজ বেকুসুর খালাস পেয়েছেন। উল্লেখ্য ২০১৭ সালের ৯ নভেম্বর যুব মোর্চার তৎকালীন জেলা সভাপতি তথা বর্তমান প্রদেশ সভাপতি নবাদল বণিক সহ কয়েকজন বিজেপি কার্যকর্তাকে খুনের ষড়যন্ত্র করেছিলো সিপিএম। সেদিন সন্ধ্যা রাতে বিশালগড় মুড়াবাড়ি এলাকায় কয়েকজন বিজেপি সমর্থককে মারধোর করে মাথা ফাটিয়েছিলেন সিপিএম আশ্রিত গুন্ডারা। খবর পেয়ে দ্রুত ছুটে গিয়ে রক্তাক্ত বিজেপির সমর্থকদের উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান তৎকালীন যুব মোর্চার জেলা সভাপতি বর্তমান প্রদেশ সভাপতি নবাদল বণিক। হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন কয়েকশো সিপিএমের দুষ্কৃতিকারীরা লাঠি ও রড নিয়ে আক্রমণ চালায় হাসপাতালে। গোটা হাসপাতাল ঘেরাও করে রাখে ক্যাডার বাহিনী। বিধায়ক পরিমল সাহার কায়দায় নবাদল বণিক সহ বিজেপির কার্যকর্তাদের খুনের উদ্দেশ্যে এই হামলা সংগঠিত হয়েছিল। হাসপাতালের ত্রিতল ভবনে আশ্রয় নিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন বিজেপির কার্যকর্তারা। ইমার্জেন্সি ব্লকে চিকিৎসারত বিজেপি কার্যকর্তাদের ফের মারধোর করে। ব্যাপক ভাঙচুর চালায় হাসপাতালে। ভেঙে গুড়িয়ে দেয়া হয় নবাদল বণিকের গাড়ি। ছবি তুলতে গিয়ে আক্রান্ত হন সাংবাদিকরা। ভেঙে দেওয়া হয় ক্যামেরা। সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত ১২ টা পর্যন্ত চলা নারকীয় সন্ত্রাসে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা বিশালগড় মহকুমায়। আতঙ্কিত উদ্বিগ্ন বিজেপির কার্যকর্তারা বিশালগড় থানার সামনে জড়ো হয়ে পুলিশকে হাসপাতালে আটকে থাকা যুব মোর্চার কার্যকর্তাদের উদ্ধারের দাবি জানান। পুলিশ তিন বার চেষ্টা করে। কিন্তু কোন কাজ হয়নি। বরং ক্যাডারদের হিংস্রতা চরম আকার ধারণ করে ।খবর পেয়ে রাজ্যস্তরের বিজেপি নেতারা বিশালগড়ে ছুটে যান। জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিজেপির সমর্থকরা। এরপর কেন্দ্রীয় বাহিনীর সহযোগিতায় হাসপাতালে আটকে পড়া যুব মোর্চার কার্যকর্তাদের উদ্ধার করে বিশালগড় থানার পুলিশ। এরপর সারারাত বিশালগড় জুড়ে সন্ত্রাস চালিয়েছে সিপিএমের ক্যাডারবাহিনী। ঘটনার পরদিন যুব মোর্চার কার্যকর্তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করে সিপিএম। দীর্ঘ সাড়ে চার বছর পর মিথ্যা মামলা থেকে মুক্তি পেয়েছে যুব মোর্চার কার্যকর্তারা। যুব মোর্চার প্রাক্তন প্রদেশ সম্পাদক তথা টিসিএ সভাপতি জয়নাল দাস বলেন এই জয় সত্যের জয়।

আমজাদনগরে দুস্কৃতিদের হাতে আক্রান্ত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৬ জুলাই।। কতিপয় দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত এক যুবক। ঘটনা বুধবার দুপুরে বিলোনিয়া আমজাদ নগর এলাকায়। বিলোনিয়ার সাতমুড়া এলাকার ঝন্টু মালাকারের পুত্র রাখু মালাকার পেশায় একজন রংমিস্ত্রি। বুধবার সকালে বিলোনিয়া আমজাদ নগর এলাকা থেকে কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে- বাইক সহ রাস্তায় আটক করে ছয়জন সিপিআইএম আশ্রিত দুষ্কৃতী, এমনটাই জানায় অভিযোগকারী রাখু মালাকার। পরবর্তী সময়ে কিছু বুঝে ওঠার আগেই বাইক থেকে ফেলে দিয়ে এলোপাথাড়ি মারধোর করতে থাকে রাখু মালাকারকে। অবস্থা বেগতিক দেখে আক্রান্ত রাখু দৌড়ে গিয়ে আশ্রয় নেয় প্রেমতোষ সেনের বাড়িতে। কিন্তু সেখানে গিয়েও রাখুকে মারার জন্য দুষ্কৃতীরা ঘেরাও করে ফেলে বাড়ির চারিদিক। দিকবিদিক না পেয়ে বাড়ির পেছনের ধানি জমি দিয়ে পালিয়ে গিয়ে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর আউট পোস্টে গিয়ে জীবনে রক্ষা পায় রাখু। পরবর্তী সময়ে আঘাত প্রাপ্ত অবস্থায় রাখু মালাকারকে নিয়ে আসা হয় বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে। ৬ জনের বিরুদ্ধে রাখু মালাকার এর পক্ষ থেকে বিলোনিয়া থানায় একটি মামলাও দায়ের করা হয়।

কৃতি তালিকায় মাধ্যমিকে ছেলেরা এবং উচ্চ মাধ্যমিকে মেয়েরা এগিয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। ত্রিপুরায় মধ্যশিক্ষা পর্ষদের মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল আজ প্রকাশিত হয়েছে। পর্ষদের ফলাফলে কৃতি তালিকায় মাধ্যমিকে ছেলেরা এবং উচ্চ মাধ্যমিকে মেয়েরা এগিয়ে রয়েছে। শুধু তাই নয়, কৃতিদের মধ্যে প্রথম ১০ স্থানাধিকারীর তালিকায় মাধ্যমিকে ৬৪ জন এবং উচ্চ মাধ্যমিকে ২৩ জন স্থান পেয়েছে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ফলাফলে দেখা গেছে, মাধ্যমিকে মেধা তালিকায় ৩৫ জন ছাত্র এবং ২৯ জন ছাত্রী স্থান করে নিয়েছে। তবে, ক্ষুদিরাম ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ছাত্রী রিদিপ্তা রায় প্রথম স্থান অর্জন করেছে। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৫।

এদিকে, উচ্চ মাধ্যমিকে মেধা তালিকায় ১৭ জন ছাত্রী এবং ৬ জন ছাত্র স্থান করে নিয়েছে। তবে, লক্ষ্মীছড়া রামকৃষ্ণ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র সাগর রায় উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৫ ।এবছর মাধ্যমিকে দ্বিতীয় ৩ জন, তৃতীয় ৬ জন, চতুর্থ ৩ জন, পঞ্চম ৪ জন, ষষ্ঠ ৬ জন, সপ্তম ৮ জন, অষ্টম ৩ জন, নবম ১৬ জন এবং দশম ১৪ জন স্থান পেয়েছে। তেমনি, উচ্চ মাধ্যমিকে দ্বিতীয় ১ জন, তৃতীয় ২ জন, চতুর্থ ৪ জন, পঞ্চম ১ জন, ষষ্ঠ ১ জন, সপ্তম ৪ জন, অষ্টম ২ জন, নবম ৩ জন এবং দশম ৪ জন স্থান পেয়েছে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শ্রমিকের মৃত্যু, আহত আরও এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। সপ্তাহব্যাপী ঐতিহ্যবাহী খার্চি মেলা শুরুর প্রাক্কালে বুধবার খার্চি মেলায় কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে এক শ্রমিকের ।আহত হয়েছেন আরও এক শ্রমিক। মৃত শ্রমিকের নাম কৃষ্ণ মুন্ডা। বাড়ির মেঘলিবন চা বাগান এলাকায়। আহত শ্রমিকের নাম অজিত দাস। বাড়ি রানীরবাজারের আসামপাড়া এলাকায়। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জিবি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় খার্চি মেলা উপলক্ষে বিদ্যুৎ লাইনে কাজ করছিল চার শ্রমিক। কাজ করার সময় দুই শ্রমিক বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। গুরুতর অবস্থায় দুই শ্রমিককে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক কৃষ্ণ মুন্ডা নামে এক শ্রমিককে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অপর শ্রমিক অজিত দাস বর্তমানে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক শ্রমিকের মৃত্যু এবং অপর এক শ্রমিক আহত হওয়ার ঘটনায় মেলা প্রাঙ্গনে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে।

তেলিয়ামুড়ায় প্লাস্টিক বিরোধী অভিযান প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৬ জুলাই।। ফের মাঠে নামল তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসন। প্লাস্টিক বিরোধী অভিযানে নেমে সাফল্য পেল মহকুমা প্রশাসন। বুধবার তেলিয়ামুড়া পক্ষ থেকে তেলিয়ামুড়া বাজারে প্লাস্টিক বিরোধী অভিযান করা হয়। বাজেয়াপ্ত হয় বিপুল পরিমাণ অবৈধ প্লাস্টিক প্যাকেট সহ অন্যান্য সামগ্রী।জানা যায়, বুধবার তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বুধবার দুপুরে তেলিয়ামুড়া বাজারে করা হয় এক প্লাস্টিক বিরোধী অভিযান। মহকুমা প্রশাসনের এদিনের এই প্লাস্টিক বিরোধী অভিযানের নেতৃত্ব দেন ডি.সি.এম অমিত রায় চৌধুরী, মহকুমা খাদ্য আধিকারিক শুভঙ্কর চৌধুরী সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা। অভিযানকারী দলটি তেলিয়ামুড়া বাজারের বেশ কয়েকটি দোকানে হানা দিয়ে প্রচুর পরিমাণে প্লাস্টিক ব্যাগ গ্লাস উদ্ধার করে। তাছাড়া একটি দোকান থেকে মেয়াদ উত্তীর্ণ খাদ্য সামগ্রী ও উদ্ধার করে এদিন। সেই সাথে প্লাস্টিক ব্যবহারের কুফল সম্পর্কে সচেতন করা হয় বাজারের ব্যবসায়ী সহ সাধারণ মানুষজনদের। আগামী দিনেও মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে এধরনের প্লাস্টিক বিরোধী অভিযান জারি থাকবে বলে আধিকারিকরা জানান।

তেলিয়ামুড়া মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের নির্বাচন ২৪ জুলাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৬ জুলাই।। আগামী ২৪ শে জুলাই তেলিয়ামুড়া মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এর জন্য বুধবার ছিল মনোনয়ন পত্র দাখিলের শেষ দিন। আর স্ক্রুটিনি হবে ৭ জুলাই দাখিল করা মনোনয়ন পত্রগুলি। এই নির্বাচনকে ঘিরে তেলিয়ামুড়া বাজারের ব্যবসায়ীরা ২ টি প্যানেল গঠিত হয়। বুধবার নিরপেক্ষ ব্যবসায়ী ঐক্য প্যানেল থেকে অভিশ্রুতি বর্মনের নেতৃত্বে ১১ জন মনোনয়ন পত্র এবং উন্নয়নশীল ব্যবসায়ী মঞ্চ প্যানেলের অরুন পালের নেতৃত্বে ১১ জন মনোনয়ন পত্র দাখিল করে রিটার্নিং অফিসার পরেশ চন্দ্র বিশ্বাস এর কাছে। দাখিল করা মনোনয়ন পত্রগুলি ৭ ই জুলাই অর্থাৎ বৃহস্পতিবার স্ক্রুটিনী করা হবে বলে জানান রিটার্নিং অফিসার পরেশ চন্দ্র বিশ্বাস।

উল্লেখ থাকে, তেলিয়ামুড়া মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় প্রতি ৫ বছর অন্তর অন্তর। কোভিডের কারনে এক বছর বিলম্ব হয়। এসোসিয়েশনের পূর্বতন কমিটির মেয়াদ কাল শেষ হয় কিছু দিন পূর্বে। তাই আগামী ২৪ শে জুলাই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বুধবার ২ টি প্যানেলের নেতৃত্বদের মনোনয়ন পত্র দাখিলের পর নিরপেক্ষ ব্যবসায়ী ঐক্য প্যানেলের নেতৃত্ব মধুসূদন রায় জানান, বাজার কমিটির জন্য প্রতি ৫ বছর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তাই এবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৪ শে জুলাই। তবে এবারের নির্বাচনে মোট ভোটার সংক্ষা হল ১৫৬৯ জন।

কল্যাণপুরে যানবাহন চেকিং পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৬ জুলাই।। কল্যাণপুর থানার পুলিশ সড়ক দুর্ঘটনা এড়াতে প্রতিদিন এই যানবাহন চেকিং এ বসছে। কল্যাণপুরে মূল সড়ক সহ অন্যান্য গ্রামীণ রাস্তায় কল্যাণপুর থানা এলাকায় পুলিশের নজরদারি যেন আগের তুলনায় বেড়ে গেছে। তবে সংশ্লিষ্ট মানুষের অভিমত দুর্ঘটনা এড়াতে পুলিশ এই নজরদারি কঠিন হওয়ায় খুশি। ঘড়ির কাঁটা তখন দশটা। দেখা গেল কল্যাণপুর থানার সাব ইন্সপেকটর রাম কিষাণের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ ও টি এস আর জওয়ানের রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে নানা যান বাহন তল্লাশি চালাচ্ছে। গাড়ি, মোটর বাইক , অটো রিকশা, কমান্ডো জীপ বা প্রাইভেট গাড়ি সবগুলি যানবাহনকে আটকিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে কাগজ পত্র থেকে শুরু করে যাবতীয় তথ্য যাচাই করে। হেলমেট ইত্যাদি অথবা আইনি বিধি বলবৎ করার গুরুত্ব দিয়ে তল্লাশি অব্যাহত রাখছে। পথ চলতি সাধারণ মানুষ সরাসরি প্রত্যক্ষ করে অনেকেই খোলামেলা বলছে যে , বিষয়টা মোটামুটি ঠিকই আছে। যেমন বেপরোয়া যান দুর্ঘটনা অনেকটাই রোধ করা সম্ভব হবে ।কমান্ডো , জীপগুলিতে , যাত্রীভিড় হ্রাস হবে , অটোতেও যাত্রীর সংখ্যা কমবে অর্থাৎ অবৈধ পরিবহণ করা সম্ভব নয়। পুলিশের এমন ধারাবাহিকতা জারি থাকলে এলাকায় আইন - শৃঙ্খলা বজায় থাকবে। এদিকে পুলিশ অফিসার প্রিয়রঞ্জন সাহা সাথে এতোটা নজরদারি রাখার পেছনে কি কারণ জানতে চাইলে তিনি স্পষ্টতই আরক্ষা প্রশাসনের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশকে কার্যকরী করতেই এই নজরদারি এবং সড়ক দুর্ঘটনা যাতে করে কম হয় তার জন্যই এই ধরনের প্রয়াস পুলিশ হাতে নিয়েছে। এদিনের যান চেকিং এ মোট ২৫০০ টাকা জরিমানা করা হয় তিনটি বাইক, ও একটি গাড়িকে এবং তিন জনের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

সাংবাদিক নিগ্রহের প্রতিবাদে সভা বিলোনীয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৬ জুলাই।। গত রবিবার রাতে আগরতলায় সাংবাদিক তাপস দাসের ওপর দুষ্কৃতী কারীদের দ্বারা বর্বরচিত আক্রমনের প্রতিবাদে এবং বিগত কিছুদিন ধরে সাংবাদিকদের ওপর ঘটে চলা বিভিন্ন ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে বুধবার সন্ধ্যায় বিলোনিয়া এক নং টিলায় শহীদ বেদি প্রাঙ্গনে বিলোনিয়া প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে একটি প্রতিবাদ সভা হয়। প্রতিবাদ সভার মূল আলোচ্য বিষয় ছিল কেন সাংবাদিকরা শুধু শুধু পড়ে পড়ে মার খাবে। কি তাঁদের অপরাধ, কেন তাঁদের মার খেতে হবে, কার জন্য সে কাজ করে। আমাদের কথা হল আপনারা কেও আমাদের শত্রু নন, সাংবাদিক সে সমাজ সুধারক, সমাজের ভালো মন্দ তুলে ধরাই তাঁর কাজ। সব কাজেই যে সবাই খুশি হবেন তা তো নয় । ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কালীবাজারে নিজ ঘরেই বৃদ্ধার ফাঁসিতে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। বামুটিয়ার কালীবাজার সংলগ্ন কালীচরণ টিলায় এক বৃদ্ধার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃতা বৃদ্ধার নাম হরিদাসী দাস। বয়স অনুমানিক ৮০ বছর। জানা যায় ওই বৃদ্ধা দীর্ঘদিন ধরে এই বার্ধক্য জনিত না রোগে ভুগছিলেন। পরিবারের লোকজনরা সাধ্যমত তার চিকিৎসাও করাচ্ছিলেন। বুধবার সকালে ওই মহিলার ঘর থেকেই ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। পরিবারের লোকজনরা বৃদ্ধার ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পেয়ে স্থানীয় লোকজনদের ডেকে আনেন। খবর দেওয়া হয় লেফুঙ্গা থানার পুলিশকে।খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। ঘরের ভেতর থেকে বৃদ্ধার ঝুলন্ত মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে বার্ধক্য জনিত রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যেই ওই বৃদ্ধা আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। পুলিশ প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যুজনিত মামলা গ্রহণ করে ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে। তবে এর পেছনে অন্য কোন রহস্য আত্মগোপন করে রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরই এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

ফের মহার্ঘ গার্হস্থ্য রান্নার গ্যাস, দাম বাড়ল ১০৩ টাকা

কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই (হি.স.): সাধারণ মধ্যবিত্তের জীবন আরও দুর্বিষহ হয়ে উঠল! আবারও বাড়ল রান্নার গ্যাসের দাম। বুধবার কলকাতায় ৫০ টাকা বেড়ে ১৪.২ কেজি গার্হস্থ্য রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারের দাম হল ১,০৭৯ টাকা। এর আগে গত ১৯ মে, ৩.৫০ টাকা বেড়ে কলকাতায় রান্নার গ্যাসের দাম ১,০২৯ টাকা হয়েছিল। তার আগে ৭ মে, ৫০ টাকা বেড়ে ভারতে প্রথমবার হাজারের গণ্ডি পার করেছিল রান্নার গ্যাসের দাম দাম ।দাম বাড়ার ফলে কলকাতায় এই মুহূর্তে ১৪.২ কেজি গার্হস্থ্য রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারের দাম হল ১,০৭৯ টাকা। পাঁচ কেজির সিলিন্ডারের দাম ৩৯৬ টাকা। এই নিয়ে গত দু’’মাসে ১০৩ টাকা বাড়ল গার্হ্যস্থ রান্নার গ্যাসের দাম।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম জয়ন্তী পালিত বিভিন্ন জায়গায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া/কল্যাণপুর, ৬ জুলাই।। বুধবার বিলোনিয়া টাউন হলে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর ও বিলোনিয়া পুর পরিষদের উদ্যোগে নৃত্য, গীতি ও আলোচনার মধ্যে দিয়ে পালিত হল ভারত কেসরি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এর ১২১ তম জন্ম জয়ন্তী অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি ছিলেন বিধায়ক অরুন চন্দ্র ভৌমিক, বিলোনিয়া পুর পরিষদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি অনুপম চক্রবর্তী, তথ্য দপ্তরের সহ অধিকর্তা রিপন চাকমা, বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক রাজেশ দেবনাথ সহ পুর পরিষদের কাউন্সিলরগণ। প্রদীপ প্রজ্জলনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন অনুপম চক্রবর্তী সহ সম্মানিত অতিথিগন, অতিথিগন তাঁদের বক্তব্যে ভারত কেশরীর জীবন দর্শন নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন তিনি ছিলেন সম্প্রীতির ধারক ও বাহক। দেশকে একসূত্রে বেঁধে রাখার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অগ্রণী পথিক। এক দেশ, এক নিশান, এক সংবিধান ছিল তাঁর জীবনের এক মূল মন্ত্র। সমাজের সব অংশের মানুষের কথা বলতেন তিনি। দেশ ছিল তাঁর কাছে আগে। এই দেশের জন্যই তিনি শহিদ হয়েছিলেন। তাঁর দর্শন, তাঁর নীতি আমাদের পাথেয় হওয়া উচিত। এদিকে, কল্যাণপুরেও পালিত হলো ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্ম জয়ন্তী নানান অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। বুধবার কল্যাণপুর লোটাস কমিউনিটি হলে তেলিয়ামুড়া মহকুমা ভিত্তিক তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে নানান অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই দিবসটি উদযাপন করা হয় কল্যাণপুরে। শুরুতে প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন কল্যাণপুর ব্লক চেয়ারম্যান সোমেন গোপ। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন আগত অতিথিরা। স্বাগত ভাষণ দেন তেলিয়ামুড়া মহকুমা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক সিদ্ধার্থ শংকর পাল। এছাড়া বক্তব্য রাখেন সমাজকর্মী অসীম দেবরায় এবং সোমেন গোপ। মঞ্চে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।